৩য় সপ্তাহ

রবিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - রুথ ৪:১-২২

বোয়াজের সঙ্গে রুথের বিবাহ

এদিকে বোয়াজ নগরদ্বারে উঠে গিয়ে সেইখানে বসলেন। আর দেখ, মুক্তিকর্ম সাধনের অধিকার যার আছে, সেই যে জ্ঞাতির কথা তিনি বলেছিলেন, ঠিক সেই লোক পথ দিয়ে এগিয়ে আসছে; বোয়াজ তাকে বললেন, 'ওহে বন্ধু, এখানে এসে একটু বস;' সে এগিয়ে এসে বসল। পরে বোয়াজ শহরের প্রবীণদের মধ্য থেকে দশজনকে বেছে নিয়ে তাঁদের বললেন, 'এখানে বসুন।' তাঁরা বসলেন। তখন বোয়াজ মুক্তিকর্ম সাধনের অধিকার যার ছিল, সেই জ্ঞাতিকে বললেন, 'আমাদের ভাই এলিমেলেকের যে একখণ্ড জমি ছিল, তা সেই নয়েমি বিক্রি করছেন, যিনি মোয়াবের সমতল ভূমি থেকে ফিরে এসেছেন। আমি ভাবলাম, কথাটা জানিয়ে তোমাকে বলব: তুমি এখানে বসা এই লোকদের সামনে ও আমার স্বজাতীয় প্রবীণদের সামনে তা কিনে নাও। মুক্তিকর্ম সাধনের তোমার যে অধিকার, তা যদি অনুশীলন করতে চাও, তবে তা কর; করতে না চাইলে, তবে আমাকে বল, যেন আমি জানতে পারি; কেননা তুমি ছাড়া মুক্তিকর্ম সাধনের অধিকার আর কারও নেই, আর তোমার পরে আমি আছি।' লোকটি বলল, 'আমি তা মুক্ত করতে রাজি।' তখন বোয়াজ বললেন, 'তুমি যেদিন নয়েমির হাত থেকে সেই জমিটা কিনবে, তখন সেইসঙ্গে মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারে তার নাম রক্ষা করার জন্য মৃত ব্যক্তির স্ত্রী সেই মোয়াবীয়া রুথকেও তোমাকে কিনতে হবে।' মুক্তিকর্ম সাধনের অধিকার যার ছিল, সে বলল, 'মুক্তিকর্ম সাধনের যে অধিকার আমার আছে, তা আমি অনুশীলন করতে পারব না, করলে আমার নিজের উত্তরাধিকারেরই ক্ষতি করব। আমি যখন মুক্তিকর্ম সাধনের আমার সেই অধিকার অনুশীলন করতে পারি না, তখন তুমি নিজেই আমার সেই অধিকার অনুশীলন কর।'

একসময় ইস্রায়েলে মুক্তিকর্ম ও বিনিময় ক্ষেত্রে সমস্ত কথা পাকাপাকি করার জন্য এই প্রথা ছিল: এক পক্ষ জুতো খুলে তা অপর পক্ষকে দিত; ইস্রায়েলে এইভাবেই বিষয়টা স্বাক্ষরিত হত। তাই মুক্তিকর্ম সাধনের অধিকার যার ছিল, সেই জ্ঞাতি যখন বোয়াজকে বলল, 'তুমি নিজের জন্য তা কিনে নাও,' তখন সে জুতো খুলে দিল।

তখন বোয়াজ প্রবীণদের ও সেখানে উপস্থিত সকলকে বললেন, 'আজ আপনারা সাক্ষী হলেন যে, এলিমেলেকের যা কিছু ছিল, এবং কিলিওনের ও মাহ্‌লোনের যা কিছু ছিল, সেই সবকিছু আমি নয়েমির হাত থেকে কিনলাম, এবং সেই মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারে তার নাম রক্ষা করার জন্য আমি নিজের স্ত্রীরূপে মাহ্‌লোনের স্ত্রী সেই মোয়াবীয়া রুথকেও কিনলাম, যেন সেই মৃত ব্যক্তির নাম তার ভাইদের মধ্যে ও তার নগরদ্বারে লুপ্ত না হয়। আপনারাই আজ এই সমস্ত কিছুর সাক্ষী।' নগরদ্বারে উপস্থিত সকল লোক বলল, 'হ্যাঁ, আমরা সাক্ষী।' আর প্রবীণেরা এও বললেন, 'যে স্ত্রীলোক তোমার কুলে প্রবেশ করছে, প্রভু তাকে রাখেল ও লিয়ার মত করুন—সেই যে দু'জন নারী, যাঁরা ইস্রায়েলের কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এফ্রাথায় ঐশ্বর্য জমাও, বেথলেহেমে সুনাম জয় কর! প্রভু এই তরুণীর গর্ভ থেকে যে বংশকে তোমাকে দেবেন, সেই বংশ দ্বারা তোমার কুল পেরেসের কুলের মত হোক, সেই যে পেরেসকে তামার যুদার ঘরে প্রসব করলেন!'

তাই বোয়াজ রুথকে গ্রহণ করলেন, আর তিনি তাঁর স্ত্রী হলেন। বোয়াজের সঙ্গে মিলনের ফলে রুথ প্রভুর প্রভাবে গর্ভধারণ করে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করলেন। আর স্ত্রীলোকেরা নয়েমিকে বলছিল: 'ধন্য প্রভু, যিনি আজ তোমাকে মুক্তিসাধক-বঞ্চিতা রাখেননি। ইস্রায়েলে তাঁর নাম কীর্তিত হোক। শিশুটি তোমার প্রাণ জুড়াবে, সে হবে তোমার বৃদ্ধ বয়সের অবলম্বন; কেননা তোমাকে যে ভালবাসে ও তোমার কাছে সাত পুত্রসন্তানের চেয়েও মূল্যবতী, তোমার সেই পুত্রবধূই একে প্রসব করেছে।' তখন নয়েমি শিশুকে নিয়ে নিজের কোলে

রাখলেন ও তাকে লালন-পালন করার ভার নিলেন। তাই প্রতিবেশী স্ত্রীলোকেরা বলল, 'নয়েমি একটি পুত্রসন্তানের জন্ম দিল;' এবং 'ওবেদ' বলে তার নাম ঘোষণা করল। এই ওবেদই যেসের পিতা, আর যেসে দাউদের পিতা।

পেরেসের বংশতালিকা এ: পেরেস হেস্রোনের পিতা, হেস্রোন রামের পিতা, রাম আম্মিনাদাবের পিতা, আম্মিনাদাব নাহ্‌সোনের পিতা,নাহ্‌সোন সাল্‌মোনের পিতা, সাল্‌মোন বোয়াজের পিতা, বোয়াজ ওবেদের পিতা, ওবেদ যেসের পিতা, আর যেসে দাউদের পিতা।

শ্লোক ইসা ৫৫:৩; সাম ৮৯:৩০

প্‌ কান দাও, আমার কাছে এসো; শোন, তবেই তোমাদের প্রাণ সঞ্জীবিত হবে।
উ দাউদের প্রতি আমার কৃপার কথায় বিশ্বস্ত থেকে আমি তোমাদের সঙ্গে চিরকালীন সন্ধি স্থাপন করব।
প্‌ আমি তার বংশ করব চিরস্থায়ী, তার সিংহাসন করব আকাশের আয়ুর মত।
উ দাউদের প্রতি আমার কৃপার কথায় বিশ্বস্ত থেকে আমি তোমাদের সঙ্গে চিরকালীন সন্ধি স্থাপন করব।

দ্বিতীয় পাঠ - অষ্টম শতাব্দীর একটা গ্রীক উপদেশ **ঈশ্বরজননীর কাছে দূতসংবাদ ১৩-১৪**

খ্রীষ্টই চরমকালীন মানবপুত্র

প্রভু তাঁকে দান করবেন দাউদের সিংহাসন, দূতের একথা থেকে অনুমান করা যায়, সেই সিংহাসনকে আর একজনের হাতে হস্তান্তরিত করা হবে; খ্রীষ্ট নিজেও এ অর্থ সমর্থন করেছিলেন যখন ইহুদীদের বলেছিলেন, *রাজ্যটি আপনাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হবে এবং এমন এক জাতিকে দেওয়া হবে যারা রাজ্যটিকে ফলপ্রসূ করে তুলবে।* এ অনুসারে খ্রীষ্ট যখন দাউদের সিংহাসন গ্রহণ করলেন, তিনি তখন ইহুদীদের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে তা খ্রীষ্টানদের পুণ্যবান রাজাদেরই হাতে দিয়ে দিলেন, যার ফলে তাঁরা 'যাকোবকুল' হয়ে উঠলেন। তিনি যুদাকুলকে নিন্দায় ও লুটতরাজে সঁপে দিয়ে চিরকালের মত খ্রীষ্টানদের মাঝে রাজত্ব করেন: *তাঁর রাজ্যের অন্ত হবে না।* নবী দানিয়েলের দৈবদর্শন অনুসারে সেই রাজ্যকে অন্য কারও হাতে দেওয়া হবে না, কেননা সেই দৈবদর্শনগুলি ঘোষণা করে, খ্রীষ্ট নিজেই রাজা এবং তাঁর পুনরাগমন পর্যন্ত তিনি রাজা হয়ে থাকবেন। সেদিন তিনি এসে চিরকালের মত রাজত্ব করবেন আর *তাঁর রাজ্যের অন্ত হবে না।*

কুমারী গর্ভে জন্ম নেওয়ার পর এবং ক্রুশের উপরে মৃত্যুবরণ ক'রে ঐশপরিকল্পনা সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন করার পর তিনি পুনরুত্থান ক'রে বললেন, *স্বর্গে ও মর্তে সমস্ত অধিকার আমাকে দেওয়া হয়েছে।* সুতরাং সেদিন থেকে তিনি রাজা হলেন এবং এখনও খ্রীষ্টানদের রাজা বলেই প্রশংসিত। একারণে প্রার্থনার শুরুতে আমরা একে অপরকে উৎসাহিত করে বলে উঠি, এসো, প্রণত হয়ে আমাদের রাজা খ্রীষ্টকে পূজা করি। যখন তিনি তাঁর মহা ও প্রকাশ্য দ্বিতীয় আগমনে আবির্ভূত হবেন, তিনি তখন চিরকালীন রাজারূপে বিরাজ করবেন, আর *তাঁর রাজ্যের অন্ত হবে না।* আর যেহেতু সেই কুমারীজাত হলেন স্বয়ং রাজা ও স্বয়ং প্রভু ঈশ্বর, সেজন্য যিনি তাঁকে বরণ করলেন, তিনি তাঁর খাতিরে যথার্থভাবে ও সত্যিকারে রানী ও ঈশ্বরজননী বলে অভিহিতা।

রত্নস্বর্ণ-খচিত বসনে পরিবৃতা হয়ে তোমার ডান পাশে আছেন রানী। নারী হওয়ায় তিনি যেমন রানী ও ঈশ্বরজননী বলে অভিহিতা ছিলেন, তেমনি এখন তাঁর আপন রাজেশ্বর পুত্রের ডান পাশে আছেন বিধায় তিনি পবিত্র শাস্ত্রের কথা অনুসারে অমরত্বের রত্নস্বর্ণ-খচিত বসনে পরিবৃতা রানীরূপে প্রশংসিতা। যিনি আমাদের রাজা, প্রভু ও ঈশ্বর, এবং যিনি রানী ও ঈশ্বরজননী, উজ্জ্বল মনশ্চক্ষু দিয়ে তাঁদের দিকে তাকিয়ে, এসো, আমরা অবিরত বলে উঠি, *রত্নস্বর্ণ-খচিত বসনে পরিবৃতা হয়ে তোমার ডান পাশে আছেন রানী।*

শ্লোক লুক ১:৩১-৩২

প্‌ গর্ভধারণ করে তুমি একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে;
উ তুমি তাঁর নাম রাখবে যীশু।
প্‌ প্রভু ঈশ্বর তাঁকে দান করবেন তাঁর পিতৃপুরুষ দাউদের সিংহাসন।
উ তুমি তাঁর নাম রাখবে যীশু।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ইসা ২৯:১৩-২৪

প্রভুর বিচার-সংবাদ

পরে প্রভু একথা বললেন :
'যেহেতু এই জাতির মানুষেরা
কেবল কথায়ই আমার কাছে এগিয়ে আসে,
কেবল ওষ্ঠেই আমাকে সম্মান করে,
কিন্তু তাদের হৃদয় আমা থেকে দূরে রয়েছে,
আমার প্রতি দেখানো তাদের উপাসনাও
মানবীয় রীতি ও মুখস্থ করা মাত্র,
সেজন্য দেখ, আমি এই জনগণকে
আবার আশ্চর্য কাজ ও অলৌকিক লক্ষণ দেখিয়ে আশ্চর্যান্বিত করে চলব ;
লোপ পাবে তাদের প্রজ্ঞাবানদের প্রজ্ঞা,
মিলিয়ে যাবে তাদের বুদ্ধিমানদের বুদ্ধি।'
ধিক্ তাদের, যারা প্রভুর কাছ থেকে তাদের মতলব গোপন রাখার জন্য
গভীর জলে নেমে যায়,
যারা অন্ধকারে কাজ করে বলে, 'কে আমাদের দেখতে পায়?
কে আমাদের চিনতে পারে?'
আহা, কেমন বিকৃত বুদ্ধি!
কুমোর কি মাটির সমান বলে গণ্য?
নির্মিত বস্তু কি নির্মাতার বিষয়ে বলতে পারে,
'সে আমাকে নির্মাণ করেনি?'
পাত্র কি কুমোরের বিষয়ে বলতে পারে, 'তার জ্ঞান নেই?'
একথা কি সত্য নয় যে,
আর অল্পকাল পরে লেবানন একটা ফল-বাগানে পরিণত হবে,
ও ফলবাগানটা অরণ্য বলেই গণ্য হবে?
সেদিন বধিরেরা পুস্তকটির বাণী শুনতে পাবে,
অন্ধকার ও তমসা থেকে মুক্ত হয়ে
অন্ধদের চোখ দেখতে পাবে।
বিনম্রা প্রভুতে আরও আনন্দ পাবে,
সবচেয়ে নিঃস্ব মানুষ ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজনে উল্লাস করবে।
কারণ নিপীড়ক তখন আর থাকবে না, বিদ্রূপকারী মিলিয়ে যাবে,
তারা সকলেই উচ্ছিন্ন হবে যারা শঠতা খাটায়,
কথা দ্বারা যারা পরকে দোষী করে,
নগরদ্বারে যারা বিচারকের সামনে ফাঁদ পাতে,
যারা ধার্মিককে অতল গহ্বরে টানে।
সুতরাং, আব্রাহামের মুক্তিসাধক সেই প্রভু যাকোবকুলকে একথা বলছেন,
'এখন থেকে যাকোবকে আর লজ্জিত হতে হবে না,
তার মুখ আর মলিন হবে না ;
কারণ আমার নিজের হাতের কাজ—তার সন্তানদের—তার নিজের সঙ্গে দে'খে
সে আমার নামের পবিত্রতা স্বীকার করবে,

যাকোবের পবিত্রজনের পবিত্রতা স্বীকার করবে,
ইস্রায়েলের পরমেশ্বরকে সম্ভ্রম করবে।
যাদের আত্মা ভ্রান্ত, তারা সদ্বিবেচনার কথা বুঝবে,
যারা গড়গড় করে, তারা নির্দেশবাণী গ্রহণ করে নেবে।'

শ্লোক ইসা ২৯:১৮-১৯; মথি ১১:৪-৫ দ্রঃ

প্র সেদিন বধিরেরা পুস্তকটির বাণী শুনতে পাবে; অন্ধকার ও তমসা থেকে মুক্ত হয়ে অন্ধদের চোখ দেখতে পাবে।

উ দীনদরিদ্রেরা ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজনে উল্লাস করবে।

প্র তোমরা যা কিছু শুনতে ও দেখতে পাচ্ছ, তা যোহনকে গিয়ে জানাও: অন্ধ আবার দেখতে পায় ও খোঁড়া হেঁটে বেড়ায়, বধির শুনতে পায় ও দীনদরিদ্রদের কাছে শুভসংবাদ প্রচার করা হয়;

উ দীনদরিদ্রেরা ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজনে উল্লাস করবে।

দ্বিতীয় পাঠ - ইসাইয়ার পুস্তকে আলেক্‌জান্দ্রিয়ার ধর্মপাল সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা ৩য় পুস্তক ৪

খ্রীষ্ট নিখিল বিশ্বের ত্রাণকর্তা

খ্রীষ্ট হলেন ধর্মময়তার সূর্য ও সত্যকার আলো; অন্যদিকে শাস্ত্র বলে ধন্য দীক্ষাগুরু যোহন ছিলেন একটা প্রদীপের মত। এর কারণ হল যে দিব্য ও অনির্বচনীয় আলোর সামনে, সেই অবর্ণনীয় মহা উজ্জ্বলতার তুলনায় আমাদের সীমাবদ্ধ মানবীয় জ্ঞান যতই আলো ও প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ হোক না কেন তবু সত্যিকারে নিম্ন ধরনেরই একটা প্রদীপের মত।

প্রভুর জন্য পথ প্রস্তুত কর, এ বাক্য আমরা কোন্ অর্থে বুঝব? আর যখন নবী বলেন যে প্রভুর জন্য রাস্তা সকল সরল করতে হয়, তখন তিনি আসলে কী বলতে চান? তিনি নিজেই তা স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করে বলেন, *যত উপত্যকা উঁচু করা হবে, যত পর্বত ও উপপর্বত নিচু করা হবে; যত বাঁকা পথ সোজা করা হবে, যত অসমতল রাস্তা সমতল করা হবে।*

প্রাচীনকালে উত্তম নীতিপরবশ জীবন যাপন করা প্রায় সকলের পক্ষে দুর্গম পথের মত ছিল; সুসমাচার অনুসারে ব্যবহার করাও কঠিন একটা পথ ছিল। সেসময় জাগতিক ও নিচু ধরনের কামনা-বাসনাই মানুষের মনের উপর প্রভুত্ব করত, উচ্ছৃঙ্খল যত দৈহিক উত্তেজনা মানুষকে প্রভাবান্বিত করত। কিন্তু যখন ঈশ্বর মানুষ হলেন—কিংবা, শাস্ত্রের বচন অনুসারে, যখন ঈশ্বর মাংস হলেন, তিনি তখন মাংসগত যত পাপ বাতিল করলেন: তিনি এ সংসারের যত শক্তি, প্রভাব ও শাসনকর্তাকে পদচ্যুত করলেন। ধর্মময়তার দিকে আমাদের পথকে তিনি এমন সমতল রাস্তা করলেন যেখানে চলাচল করা সহজ, যেখানে অধিক খাড়া বা উঁচু কোন স্থানও নেই, কোন গভীর গর্তও নেই: এমন রাস্তা যা একেবারে সরল ও সমতল। তাছাড়া বাঁকা পথ সোজা করা হল।

আর শুধু তাই নয়: *তখনই প্রকাশ পাবে প্রভুর গৌরব, মানবকুল সবাই মিলে তার দর্শন পাবে, কারণ প্রভুর মুখ কথা উচ্চারণ করল।* নবী বলেন, প্রভুর গৌরব প্রকাশিত হবে, কিন্তু তা কিভাবে ঘটবে? খ্রীষ্ট হলেন পিতার একমাত্র পুত্র ও ঈশ্বরের বাণী। তিনি ঈশ্বররূপে ও পিতা-সঞ্জাতরূপে এমনভাবেই বিরাজমান যে, তাঁর ঐশমর্যাদা কোন কথায়ই ব্যক্ত করা সম্ভব নয়, কারণ তিনি স্বর্গীয় সকল আধিপত্য, কর্তৃত্ব, সিংহাসন ও প্রভুত্বের ঊর্ধ্বে, এমনকি ইহলোকে বা পরলোকে যত নাম দেওয়া যেতে পারে, তার ঊর্ধ্বেই তিনি বিরাজমান। তিনি তো গৌরবের রাজা: আর যদিও আমরা আগে তাঁর গৌরব জানতাম না, তবু এখন তাঁর সেই গৌরব জানতে পেরেছি, কারণ আমাদের মত মানুষ হয়ে তিনি দেহধারণের মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করলেন।

অতএব গৌরব ও শক্তিতে কে যে পিতা ঈশ্বরের মত, তিনি তা প্রকাশ করলেন; আপন শক্তিশালী বাণী দ্বারা কে যে বিশ্বজগৎকে ধারণ করে রাখেন, কে যে সহজেই অলৌকিক কাজ সাধন করেন, জড় বস্তুকে ধমক দেন, মৃতদের পুনরুজ্জীবিত করে তোলেন এবং বিনা কষ্টেই যত আশ্চর্য কাজ সম্পাদন করেন, তাও তিনি প্রকাশ করলেন।

সুতরাং প্রভুর গৌরব প্রকাশিত হয়েছে এবং রক্তমাংসের যত মানুষ বিস্ময়ের চোখে ঈশ্বরের পরিত্রাণ দেখতে পেয়েছে, অর্থাৎ দেখতে পেয়েছে সেই পিতারই পরিত্রাণদায়ী কাজ যিনি স্বর্গলোক থেকে আমাদের ত্রাণকর্তা ও মুক্তিসাধক রূপে তাঁর আপন পুত্রকে প্রেরণ করলেন। কেননা, যেহেতু বিধান কোন কিছুরই পরিপূর্ণতা সাধন করতে পারেনি, যেহেতু প্রতীক হিসাবে সেকালের বলিদান আমাদের পাপমুক্ত করতে সক্ষম হয়নি, সেজন্য আমরা খ্রীষ্টেই পরিপূর্ণতা লাভ করেছি: আমরা যত কালিমা থেকে মুক্তি পেয়েছি; যিনি দত্তকপুত্রত্ব দানের মাধ্যমে আমাদের ঈশ্বরের সন্তান করে তোলেন, আমরা সেই আত্মার দানগুলি লাভেও সম্মানিত হয়েছি। সেই পরিত্রাণকারী ঈশ্বরের অভিপ্রায়ে খ্রীষ্টের মাধ্যমে দেওয়া ঐশঅনুগ্রহ রক্তমাংসের যত মানুষের কাছে পৌঁছবে; অর্থাৎ সমগ্র মানবজাতি সেই অনুগ্রহ লাভ করবে।

শ্লোক জাখা ১৪:৫,৮,৯ দ্রঃ

℣ দেখ! প্রভু আসবেন, আর তাঁর সঙ্গে আসবেন তাঁর সকল পবিত্রজন। সেদিন হবে মহাজ্যোতির উদ্ভাস, এবং যেরুসালেম থেকে জীবনময় জল নির্গত হবে।
℟ প্রভু হবেন সমগ্র পৃথিবীর রাজা।
℣ দেখ! তিনি মহাপ্রতাপেই আসবেন; তাঁর হাতে থাকবে রাজদণ্ড, প্রভুত্ব ও আধিপত্য।
℟ প্রভু হবেন সমগ্র পৃথিবীর রাজা।

সোমবার

১৭ই ডিসেম্বর থেকে বিশেষ ব্যবস্থা অনুসরণীয়, পৃঃ ১০১ ...

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ১ বংশ ১৭:১-১৫

নবী নাথানের ভবিষ্যদ্বাণী

যখন দাউদ নিজের গৃহে বাস করতে লাগলেন, তখন তিনি নাথান নবীকে বললেন, ‘দেখুন, আমি এরসকাঠের তৈরী একটা গৃহে বাস করছি, কিন্তু প্রভুর সন্ধি-মঞ্জুষা একটা পর্দাঘরের আড়ালে পড়ে রয়েছে।’ নাথান দাউদকে বললেন, ‘আচ্ছা, আপনার মন যা করতে চায়, তাই করুন, কারণ পরমেশ্বর আপনার সঙ্গে আছেন।’

কিন্তু সেই রাতে পরমেশ্বরের বাণী নাথানের কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: ‘আমার দাস দাউদকে গিয়ে বল: প্রভু একথা বলছেন, আমার আবাসের জন্য একটা গৃহ তুমিই আমার জন্য গাঁথবে এমন নয়। ইস্রায়েলকে বের করে আনার দিন থেকে আজ পর্যন্ত আমি তো কোন গৃহে কখনও বাস করিনি, কিন্তু একটা তাঁবু থেকে অন্য তাঁবুতে ও একটা আচ্ছাদন থেকে অন্য আচ্ছাদনেই আমি ঘুরে ঘুরে চলেছি। সমস্ত ইস্রায়েলের মধ্যে যখন সব জায়গায় ঘুরে চলছিলাম, তখন যাদের আমি আমার আপন জনগণ ইস্রায়েলকে চরাবার ভার দিয়েছিলাম, ইস্রায়েলের সেই বিচারকদের একজনকেও কি কখনও একথা বলেছি যে, তোমরা কেন আমার জন্য এরসকাঠের একটা গৃহ গাঁথ না? সুতরাং এখন তুমি আমার দাস দাউদকে একথা বলবে: সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন, তুমি যখন মেষপালের পিছনে পিছনে যেতে, তখন আমার আপন জনগণ ইস্রায়েলের উপরে জননায়ক করবার জন্য আমিই সেই চারণভূমি থেকে তোমাকে নিয়েছি। তুমি যেইখানে গিয়েছ, আমি সেখানে তোমার সঙ্গে সঙ্গে থেকেছি; তোমার সামনে থেকে তোমার সমস্ত শত্রুকে উচ্ছেদ করেছি; আর আমি তোমার নাম পৃথিবীর মহাপুরুষদের সুনামের মত মহান করব। আমি আমার আপন জনগণ ইস্রায়েলের জন্য একটা স্থান স্থির করে দেব, সেখানে তাদের রোপণ করব, যেন নিজেদের সেই বাসস্থানে তারা বাস করে, যেন আর বিচলিত না হয়, যেন দুর্জনেরা তাকে আর গ্রাস না করে যেমনটি আগে করত যখন আমি আমার আপন জনগণ ইস্রায়েলের উপরে বিচারকদের নিযুক্ত করেছিলাম; আমি তোমার সকল শত্রুকে নত করব। তাছাড়া আমি তোমাকে এ কথাও বলেছি যে, তোমার জন্য প্রভুই এক কুল প্রতিষ্ঠা করবেন। আর তোমার দিনগুলো ফুরিয়ে গেলে যখন

তুমি তোমার পূর্বপুরুষদের কাছে যাবে, তখন আমি তোমার স্থানে তোমার একজন বংশধরের, তোমার সন্তানদেরই মধ্যে একজনের উদ্ভব ঘটাব ও তার রাজ্য দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করব। আমার নামের উদ্দেশে সে-ই একটা গৃহ গেঁথে তুলবে, এবং আমি তার রাজাসন দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করব চিরকালের মত। তার জন্য আমি হব পিতা, আর আমার জন্য সে হবে পুত্র; কিন্তু তোমার আগে যে ছিল, তার কাছ থেকে আমি যেমন আমার কৃপা ফিরিয়ে নিয়েছি, না, এর কাছ থেকে আমার কৃপা আমি তেমনি ফিরিয়ে নেব না; বরং তাকে আমার গৃহে ও আমার রাজ্যে স্থাপন করব চিরকাল ধরে, ও তার সিংহাসন দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত থাকবে চিরকাল ধরে।' নাথান এই সমস্ত বাণী এবং এই দিব্য দর্শনের কথা দাউদকে জানালেন।

শ্লোক ১ বংশ ১৭:৭,১২; সাম ৮৯:৫ দ্রঃ

প্র আমার আপন জনগণ ইস্রায়েলের উপরে জননায়ক করবার জন্য আমিই তোমাকে তোমার পিতৃগৃহ থেকে নিয়েছি। তুমি যেইখানে গিয়েছ, আমি সেখানে তোমার সঙ্গে সঙ্গে থেকেছি;
উ আমি তোমার রাজ্য চিরস্থায়ী করব।
প্র আমি তোমার বংশকে সুস্থির করব, তোমার রাজাসন দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করব চিরকালের মত।
উ আমি তোমার রাজ্য চিরস্থায়ী করব।

দ্বিতীয় পাঠ - মিখার পুস্তকে আলেক্‌জান্দ্রিয়ার ধর্মপাল সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা ৭:১২

যারা বিশ্বাসী, তারা বিশ্বাসী আব্রাহামের মত আশীর্বাদপ্রাপ্ত

খ্রীষ্ট রহস্য সত্যি আশ্চর্যের বিষয়, এবং আমাদের প্রতি তাঁর দয়া বিস্ময়ের অতীত। এজন্য ধন্য হাবাকুক দেহধারণের কথার সামনে স্তম্ভিত হয়ে এ সুস্পষ্ট কথা উচ্চারণ করেন, *প্রভু, আমি শুনেছি তোমার যশের কথা; প্রভু, তোমার কাজের জন্য আমি ভীত,* কেননা যিনি স্বরূপে ঈশ্বর ও পিতা ঈশ্বরের সমতুল্য, ঈশ্বরের সেই একমাত্র পুত্র আপন ঈশ্বরত্বে ধনবান হয়েও আমাদের জন্য *নিজেকে রিক্ত করলেন, আমরা যেন তাঁর দরিদ্রতা গুণে ধনবান হতে পারি।* তিনি তাই করেছিলেন যেন হারানো মানুষকে ত্রাণ করতে, দুর্বলকে বলবান করতে, আহতের ক্ষত বেঁধে দিতে, মৃতকে জীবন দিতে, কলুষিতকে পবিত্রিত করতে পারেন। তাছাড়া, যারা স্বরূপে ক্রীতদাস ছিল, তিনি ঐশদত্তকপুত্রত্বের মর্যাদায় তাদের উন্নীত করতে প্রসন্ন হলেন। অতএব তাঁর প্রশংসাবাদ সমীচীন: *কেইবা তোমার মত ঈশ্বর?* তাঁর মঙ্গলময়তা এমন যে তিনি তাঁর আপন উত্তরাধিকারের অবশিষ্টাংশ তথা যে ইস্রায়েলীয়েরা তাঁকে বিশ্বাস করেছে তাদের পাপ ক্ষমা করেন; বিশ্বাস করতে অস্বীকার করেছে বিধায় অন্যান্য ইস্রায়েলীয়েরা ধ্বংসের পথে গেল। খ্রীষ্ট নিজে বলেছিলেন, *যে কেউ পুত্রে বিশ্বাস রাখে, সে দণ্ডিত নয়; কিন্তু যে কেউ বিশ্বাস করে না, সে ইতিমধ্যেই বিচারিত হয়ে আছে, কেননা সে ঈশ্বরের নামে বিশ্বাস রাখেনি।*

ঈশ্বর তো আমাদের পাপের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেন না; আমাদের দোষত্রুটি দেখেও দেখেন না; আমাদের প্রতি তিনি অসন্তোষও রাখলেন না চিরকালের মত। আদমে আমরা পরিত্যক্ত হয়েছিলাম, কিন্তু খ্রীষ্টে আমাদের পুনরায় সাদরে গ্রহণ করা হয়েছে। প্রথমজনে এল অভিশাপ, দ্বিতীয়জনে আশীর্বাদ: যেমন একজনের পাপের ফলে অনেকে মৃত্যুভোগ করেছিল, তেমনি একজনের ধর্মময়তার ফলে অনেকে বেঁচে যাবে।

তিনি ক্রোধ থেকে দূরে সরে গেছেন, কেননা তিনি দয়াই দেখাতে ইচ্ছা করেন। মনপরিবর্তনের সময়ে, অর্থাৎ দেহধারণের সময়ে মানবস্বরূপ গ্রহণ করে খ্রীষ্ট সকলের পাপরাশি সমুদ্র-গর্ভে ডুবিয়ে দিলেন। আর যেহেতু তিনি আমাদের পিতৃপুরুষ আব্রাহাম ও যাকোবকে তারকারাজির মত অগণন বংশ দেবেন বলে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন, সেজন্য তিনি যা দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা তাঁদের দেবেনই দেবেন: তাঁরা বহু জাতির পিতা বলে পরিচিত হবেন, অর্থাৎ কিনা ইস্রায়েলের বংশধরদের শুধু নয়, যারা প্রতিশ্রুতির সন্তান বলে পরিচিত তাদেরও তাঁরা পিতা হবেন। অপরিচ্ছেদিতদের মধ্য থেকে অর্থাৎ বিধর্মীদের মধ্য থেকে আসুক কিংবা পরিচ্ছেদিতদের মধ্য থেকেই আসুক, বিশ্বাসের সন্তান সকলেই আত্মায় এক। কেননা লেখা রয়েছে, *ইস্রায়েল থেকে যাদের উদ্ভব, তারা সকলেই যে ইস্রায়েল, তা নয়, প্রতিশ্রুতির সন্তানেরাই বরং বংশধর বলে পরিগণিত।* সুতরাং যাদের বিশ্বাস আছে, তারা বিশ্বাসী আব্রাহামের মত সেই আশীর্বাদ লাভ করে। আশীর্বাদ বলতে আমরা

বুঝতে পারি সেই অনুগ্রহ যা দেওয়া হয়েছে সেই খ্রীষ্টে যাঁর দ্বারা ও যাঁর মধ্যে পবিত্র আত্মার ঐক্যে পিতা ঈশ্বরের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।

শ্লোক গা ৩:৮-৯; আদি ১৭:৪

℟ বিশ্বাস দ্বারাই ঈশ্বর বিজাতীয়দের ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করেন, শাস্ত্র তা আগে থেকে দেখে আব্রাহামের কাছে এই শুভসংবাদ পূর্বঘোষণা করেছিলেন, যথা: সমস্ত জাতি তোমাতে আশিসপ্রাপ্ত হবে।
℣ সুতরাং যারা বিশ্বাস থেকে আগত, তারা বিশ্বাসী আব্রাহামের সঙ্গে সেই আশীর্বাদের পাত্র।
℟ ঈশ্বর আব্রাহামকে বললেন: দেখ, এই হল তোমার সঙ্গে আমার সন্ধি: তুমি বহুজাতির পিতা হবে।
℣ সুতরাং যারা বিশ্বাস থেকে আগত, তারা বিশ্বাসী আব্রাহামের সঙ্গে সেই আশীর্বাদের পাত্র।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ইসা ৩০:১৮-২৬

চরমকালীন আনন্দের প্রতিশ্রুতি

প্রভু তোমাদের প্রতি সদয় হবার জন্য প্রতীক্ষা করছেন; তোমাদের প্রতি নিজের স্নেহ দেখাবার জন্য উন্নীত হচ্ছেন; কেননা প্রভু সুবিচারেরই পরমেশ্বর। সুখী তারা, যারা তাঁর প্রতীক্ষায় আছে!

হে যেরুসালেম-নিবাসী সিয়োনের জনগণ, তোমাদের আর চোখের জল ফেলতে হবে না; তোমাদের আর্তকণ্ঠের সুরে তিনি তোমাদের প্রতি সদয় হবেন; শোনামাত্রই তোমাদের সাড়া দেবেন। যদিও প্রভু তোমাদের সঙ্কটের রুটি ও কষ্টের জল দেন, তবু তোমাদের সদ্‌গুরু আর লুকিয়ে থাকবেন না; হ্যাঁ, তোমাদের নিজেদের চোখ তোমাদের সদ্‌গুরুকে দেখতে পাবে; আর ডানে বা বামে ফেরার সময়ে তোমাদের কান তোমাদের পিছনে এই বাণী শুনতে পাবে, 'এটিই পথ, তোমরা এই পথেই চল।' তোমরা তোমাদের সেই খোদাই-করা রুপোতে মোড়া মূর্তিগুলো ও ছাঁচে ঢালাই-করা সোনায় মোড়া মূর্তিগুলো অশুচি বলে গণ্য করবে; অশুচি বস্তুর মত সেইসব কিছু ফেলে দেবে; সেগুলিকে বলবে, 'দূর, দূর!'

তবেই তুমি মাটিতে যে বীজ বুনবে, তার জন্য তিনি বৃষ্টি মঞ্জুর করবেন; ভূমি যে রুটি উৎপাদন করে, সেই রুটি প্রচুর ও পুষ্টিকর হবে; সেদিন তোমার গবাদি পশু প্রশস্ত চারণমাঠে চরে বেড়াবে। যত বলদ ও গাধা মাঠে চাষ করে, সেগুলো কুলাতে ও চালনিতে ঝাড়া সুস্বাদু কলাই খাবে। যে মহা হত্যাকাণ্ডের দিনে যত দুর্গের পতন হবে, সেদিন প্রতিটি উচ্চ পর্বতে ও প্রতিটি উচ্চ উপপর্বতে জলস্রোত ও খাদনদী হবে। যখন প্রভু তাঁর আপন জনগণের ঘা বেঁধে দেবেন, ও তাঁর প্রহারজনিত ক্ষত নিরাময় করবেন, তখন চাঁদের আলো সূর্যের আলোর মত হবে, আর সূর্যের আলো সাতগুণ বেশি হবে—সাত দিনের আলোরই সমান হবে!

শ্লোক ইসা ৩০:২৬,১৮; সাম ২৭:১৪

℟ সেদিন প্রভু তাঁর আপন জনগণের ঘা বেঁধে দেবেন, ও তাঁর প্রহারজনিত ক্ষত নিরাময় করবেন।
℣ সুখী তারা, যারা তাঁর প্রতীক্ষায় থাকে।
℟ তুমি প্রভুর প্রতীক্ষায় থাক, শক্ত হও, তোমার অন্তর দৃঢ় হোক।
℣ সুখী তারা, যারা তাঁর প্রতীক্ষায় থাকে।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু থেওদরসের মঠাধ্যক্ষ উইলিয়াম-লিখিত 'ঈশ্বর-ধ্যান' ৯-১১

প্রভুই প্রথমে আমাদের ভালবেসেছেন

কেবল তুমি সত্যিই প্রভু: আমাদের উপর তোমার প্রভুত্ব হল আমাদের পরিত্রাণ, তোমার সেবা করা মানে তোমার দ্বারা পরিত্রাণকৃত হওয়া।

প্রভু, তোমারই তো পরিত্রাণ ও তোমার জনগণের উপরেই বিরাজিত তোমার আশীর্বাদ। আমরা তোমাকে ভালবাসতে পারি ও তোমার ভালবাসার পাত্র হতে পারি, এছাড়া তোমার পরিত্রাণ বা কী? এজন্য, প্রভু, তুমি তোমার ডান পাশের পুত্রকে, যে মানুষকে তুমি নিজের জন্য শক্তিশালী করেছিলে, তাঁকে যীশু অর্থাৎ পরিত্রাতা

বলেই অভিহিত করতে ইচ্ছা করেছিলে, *কেননা তিনি আপন জাতিকে তাদের পাপ থেকে ত্রাণ করবেন* এবং *অন্য কারও কাছে পরিত্রাণ নেই।* ক্রুশ-মৃত্যু পর্যন্ত আমাদের প্রথমে ভালবেসেই তো তিনি তাঁকে ভালবাসতে আমাদের শেখালেন; আমাদের ভালবেসে ও আমাদের প্রেম করেই তিনি আমাদের উদ্দীপিত করলেন আমরা যেন তাঁকেই ভালবাসি যিনি চরম পর্যায়ে প্রথমে আমাদের ভালবাসলেন।

আর আসলে ঠিক তাই: তুমি প্রথমে আমাদের ভালবেসেছ আমরা যেন তোমাকে ভালবাসতে পারি; আমাদের ভালবাসা যে তোমার পক্ষে প্রয়োজন ছিল, তা তো নয়; বরং যে উদ্দেশ্যে তুমি আমাদের গড়েছ, তোমাকে না ভালবেসে আমরা তা হতে পারতাম না—এজন্যই তুমি আমাদের ভালবেসেছ।

প্রাচীনকালে বহুবার বহুরূপে পিতৃপুরুষদের কাছে নবীদের মধ্য দিয়ে কথা ব'লে শেষযুগের এই দিনগুলিতে আমাদের কাছে তুমি কথা বলেছ এক পুত্রেরই মধ্য দিয়ে: হ্যাঁ, তোমার সেই বাণীরই মধ্য দিয়ে *যাঁর দ্বারা গড়ে উঠল আকাশমণ্ডল, যাঁর মুখের ফুৎকারেই তার যত বাহিনী আবির্ভূত হল।* তোমার পুত্রের মধ্য দিয়ে তুমি কথা বলেছ: একথার একমাত্র অর্থ হল, তুমি সূর্যের আলোতে অর্থাৎ প্রকাশ্যেই দেখিয়েছ তুমি আমাদের কতখানি আর কীভাবেই ভালবেসেছ—তুমি তোমার আপন পুত্রকে রেহাই দাওনি, বরং আমাদের সকলের জন্য তাঁকে সঁপে দিয়েছ; তিনিও আমাদের ভালবেসেছেন এবং আমাদের জন্য নিজেকে সঁপে দিয়েছেন।

প্রভু, এ হল আমাদের প্রতি তোমার কথা, এ হল তোমার সর্বশক্তিমান বাণী যিনি যখন সবকিছুর উপরে নিস্তব্ধতা বিরাজ করছিল, অর্থাৎ যখন সবকিছু গভীর ভুলভ্রান্তির মধ্যে ছিল, তখন ভুলভ্রান্তির কঠোর ধ্বংসক রূপে, ভালবাসার কোমল প্রণেতা রূপে *রাজাসন ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।*

আর তিনি যা কিছু করলেন, এমনকি অপমান পর্যন্ত, থুথু ও চপেটাঘাত পর্যন্ত, মৃত্যু ও সমাধি পর্যন্ত এ পৃথিবীতে যা কিছু বললেন, এসব কিছুর একমাত্র অর্থ হল এ, সেই পুত্রে তুমি আমাদের কাছে কথা বলছিলে: তুমি আমাদের অনুনয় করছিলে, তোমার নিজের প্রতি আমাদের ভালবাসা জাগিয়ে তুলছিলে।

হে মানবাত্মার স্রষ্টা, হে পরমেশ্বর, তুমি তো জানতে, তেমন ভালবাসাকে জোর প্রয়োগ ক'রে নয়, কেবল অনুনয় করেই মানবসন্তানদের আত্মায় জাগরিত করা যেতে পারত; এও জানতে যে, যেখানে জোর প্রয়োগ রয়েছে সেখানে স্বাধীনতা নেই, যেখানে স্বাধীনতা নেই সেখানে ন্যায্যতাও নেই।

তুমি চেয়েছিলে, আমরা তোমাকে ভালবাসব—এই আমরা যারা তোমাকে ভাল না বাসলে ন্যায্যতা অনুসারে পরিত্রাণ পেতেও পারতাম না, তোমা থেকেই প্রেরণা না পেলে তোমাকে ভালবাসতেও পারতাম না। অতএব প্রভু, তোমার ভালবাসার প্রেরিতদূত যেমনটি বলেন—আর আমরাও যেমনটি বলে এলাম—প্রথমে তুমিই আমাদের ভালবেসেছ; আর যারা তোমাকে ভালবাসে, প্রথমে তুমিই তাদের সকলকে ভালবেসেছ।

আমরা কিন্তু এমন ভালবাসার আবেগে তোমাকে ভালবাসি যা তুমিই আমাদের অন্তরে সঞ্চার করেছ। তোমার ভালবাসা কিন্তু, হে পরম মঙ্গলময়, হে অপার মঙ্গলকর, তোমারই আপন মঙ্গলময়তার নামান্তর; তা হল সেই পবিত্র আত্মা যিনি পিতা ও পুত্র থেকে উদ্গত, যিনি সৃষ্টির আদিলগ্ন থেকে জলরাশির উপরে, অর্থাৎ মানবসন্তানদের তরঙ্গচঞ্চল মনের উপরে উড়তে উড়তে সকলের কাছে নিজেকে দান করেন, সবকিছু নিজের কাছে আকর্ষণ করেন, প্রেরণা ও উদ্দীপনা দান ক'রে, অমঙ্গলকর যা কিছু দূর করে দিয়ে ও প্রয়োজনীয় যা কিছু ব্যবস্থা ক'রে ঈশ্বরকে আমাদের সঙ্গে ও ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের মিলিত করেন।

শ্লোক ইসা ৫৪:১০,১৩; ৪৮:১৭

প্র আমার কৃপা তোমা থেকে সরে যাবে না, আমার শান্তি-সন্ধিও টলবে না।
উ তোমার সকল সন্তান প্রভুর কাছেই শিক্ষা পাবে, তোমার সন্তানদের মহা সমৃদ্ধি হবে।
প্র আমি প্রভু, তোমার পরমেশ্বর, আমি তোমার মঙ্গলের জন্য তোমাকে উদ্বুদ্ধ করি, যে পথে তোমাকে চলতে হয়, সেই পথে আমিই তোমাকে চালনা করি।
উ তোমার সকল সন্তান প্রভুর কাছেই শিক্ষা পাবে, তোমার সন্তানদের মহা সমৃদ্ধি হবে।

মঙ্গলবার

১৭ই ডিসেম্বর থেকে বিশেষ ব্যবস্থা অনুসরণীয়, পৃঃ ১০১ …

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - মিখা ৪:১-৭

প্রভুর পর্বতে বিজাতীয়দের আরোহণ

সেই চরম দিনগুলিতে এমনটি ঘটবে,
প্রভুর গৃহের পর্বত পর্বতশ্রেণীর চূড়ায় প্রতিষ্ঠিত হবে,
উঁচু হয়ে উঠবে সমস্ত উপপর্বতের চেয়ে,
তখন সকল জাতি তার কাছে ভেসে আসবে।
বহুদেশ এসে বলবে,
'চল, আমরা গিয়ে উঠি প্রভুর পর্বতে,
যাকোবের পরমেশ্বরের গৃহে,
তিনি যেন আমাদের দেখিয়ে দেন তাঁর মার্গসকল,
আর আমরা যেন তাঁর সকল পথ ধরে চলতে পারি।'
কারণ সিয়োন থেকেই বেরিয়ে আসবে নির্দেশবাণী,
যেরুসালেম থেকেই প্রভুর বাণী।
তিনি জাতিতে জাতিতে বিচার সম্পাদন করবেন,
বহু দূরের শক্তিশালী দেশের বিবাদ মিটিয়ে দেবেন।
তারা নিজেদের খড়্গ পিটিয়ে পিটিয়ে করবে লাঙলের ফলা,
নিজেদের বর্শাকে করবে কাস্তে।
এক জাতি অন্য জাতির বিরুদ্ধে খড়্গ উঁচু করবে না,
তারা রণশিক্ষাও আর করবে না।
তারা বরং প্রত্যেকেই নিজ নিজ আঙুরলতা ও ডুমুরগাছের তলায় বসবে,
তাদের ভয় দেখাবে এমন কেউই আর থাকবে না,
কারণ সেনাবাহিনীর প্রভুর আপন মুখ একথা উচ্চারণ করেছে!
অন্য সকল জাতি প্রত্যেকেই চলুক তাদের নিজ নিজ দেবতার নামে,
কিন্তু আমরা আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর নামেই চলব—যুগে যুগে চিরকাল।
'সেইদিন আমি—প্রভুর উক্তি—
খোঁড়া সকলকে জড় করব,
যে বিতাড়িত হয়েছে ও যার প্রতি আমি কঠোর ব্যবহার করেছি,
তাদের সকলকে একত্রে সংগ্রহ করব।
খোঁড়াকে নিয়ে আমি একটা অবশিষ্টাংশ করব,
বিতাড়িতকে নিয়ে করব শক্তিশালী এক জাতি।
তখন প্রভু সিয়োন পর্বতে তাদের উপর রাজত্ব করবেন
—তখন থেকে চিরকাল ধরে।'

শ্লোক মিখা ৪:২; যোহন ৪:২৫

℟ বহুদেশ এসে বলবে: চল, আমরা গিয়ে উঠি প্রভুর পর্বতে, তিনি যেন আমাদের দেখিয়ে দেন তাঁর মার্গসকল,

℣ আমরা যেন তাঁর সকল পথ ধরে চলতে পারি।

℟ খ্রীষ্ট বলে অভিহিত মসীহ আসছেন; তিনি যখন আসবেন, তখন সমস্তই আমাদের জানাবেন,

℟ আমরা যেন তাঁর সকল পথ ধরে চলতে পারি।

দ্বিতীয় পাঠ - ইসাইয়ার পুস্তকে আলেক্‌জান্দ্রিয়ার ধর্মপাল সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা ১ম পুস্তক ২

খ্রীষ্টের রাজ্য শান্তিরাজ্য

সেই চরম দিনগুলিতে এমনটি ঘটবে, প্রভুর গৃহের পর্বত পর্বতশ্রেণীর চূড়ায় প্রতিষ্ঠিত হবে, উঁচু হয়ে উঠবে সমস্ত উপপর্বতের চেয়ে, তখন সকল দেশ তার কাছে ভেসে আসবে। সেই চরম দিনগুলিতে, অর্থাৎ এ জগতের শেষযুগেই যখন ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র সেই বাণী নারীগর্ভে জন্ম নিয়ে আবির্ভূত হলেন, তখনই গোটা মানবজাতির মঙ্গলের জন্য এ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা লাভ করল। শাস্ত্রের কথা অনুসারে তখনই তিনি নিজের সামনে আধ্যাত্মিক যুদেয়া বা যেরুসালেম সেই মণ্ডলীকে পুণ্যবতী নিষ্কলঙ্কা ত্রুটিহীন ও সিদ্ধতামণ্ডিত কুমারীরূপে উপস্থাপন করলেন।

সকল দেশ তার কাছে ভেসে আসবে। বহু জাতি এসে বলবে, চল, আমরা গিয়ে উঠি প্রভুর পর্বতে, যাকোবের পরমেশ্বরের গৃহে, তিনি যেন আমাদের দেখিয়ে দেন তাঁর মার্গসকল, আর আমরা যেন তাঁর সকল পথ ধরে চলতে পারি। সকল দেশকে যে বিশ্বাসের মাধ্যমে খ্রীষ্টমণ্ডলীতে একত্রে সম্মিলিত করা হয়েছে, একথা প্রমাণ করার জন্য বেশি কথা বলা প্রয়োজন নেই; ব্যাপারটা সুস্পষ্ট! এ বহু দেশ ও জাতির মানুষ যে বিধান-সংক্রান্ত কোন শিক্ষা দ্বারা কিংবা পুণ্যবান নবীদের দ্বারাই একত্রে সম্মিলিত হয়েছে তেমন নয়, তা বরং ঘটেছে ঈশ্বরেরই অনুগ্রহের গুপ্ত কাজগুণে। সেই ঐশঅনুগ্রহ মানুষের মন উদ্বুদ্ধ করল, ফলে তারা এমন বাসনা পোষণ করল, খ্রীষ্ট যেন তাদের পরিত্রাণ করেন।

তারা প্রথমে সেই পর্বতে গিয়ে ওঠে, তারপর চেষ্টা করে ঈশ্বরের বাণী যেন তাদের কাছে প্রচার করা হয়। তারা প্রভুর পথে তথা সুসমাচার অনুসারে চলবে বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়; এপথে প্রবেশ ঘটে বিশ্বাসজনিত আত্মশুদ্ধির মধ্য দিয়ে, কেননা যারা প্রভুর পথ শেখার অন্বেষণ করে, তাদের পক্ষে বিগত দিনের ভুলত্রুটি প্রত্যাখ্যান করা একান্ত প্রয়োজনীয় শর্ত। আমরা যে পর্যন্ত বিগত দিনের চলাচল প্রত্যাখ্যান না করি, সেপর্যন্ত শ্রেয় ও মঙ্গলকর কিছুর বাসনা করতে পারব না।

কে ছিলেন তাদের আত্মিক চালক? কে সত্যজ্ঞানে তাদের নিয়ে গেলেন? কে তাদের বুঝিয়ে দিলেন যে তাদের আগেকার ধারণা এতই হাস্যকর ছিল যার ফলে তারা নতুন পথ ধরতে অনুপ্রাণিত হল? স্বয়ং ঈশ্বর ছাড়া কেইবা তা করলেন? তিনি নিজেই তো তাদের মন ও তাদের অন্তর উদ্বুদ্ধ করে অনুপ্রাণিত করলেন, ফলে তারা বলল ও বিশ্বাস করল যে *সিয়োন থেকেই বেরিয়ে আসবে নির্দেশবাণী, যেরুসালেম থেকেই প্রভুর বাণী।*

বিজাতীয়দের আহ্বান ও মনপরিবর্তনের সময় নিরূপণ করা হয়েছে, একথা ধন্য নবী দ্বারা তখনই ঘোষণা করা হয়েছিল, যখন তিনি বলেছিলেন, সমগ্র বিশ্বজগতের ঈশ্বর, সেই সার্বজনীন রাজা ও প্রভু দেশে দেশে বিচার সম্পাদন করলে ও ধর্মময়তা প্রতিষ্ঠা করলে পর এসব কিছু ঘটবার কথা। আগে অধর্মই তো চারদিকে প্রভুত্ব করছিল: এক একটা দেশ অন্য দেশকে লুট করছিল, সকল দেশ অত্যন্ত দুর্দন্ত ও হিংস্রই ছিল। কিন্তু এসব কিছু নিঃশেষ হলেই আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে ধর্মময়তা পাব। যখন শান্তিরাজ খ্রীষ্ট দেশগুলির উপরে রাজত্ব করবেন, তখন যত বিবাদ, সংগ্রাম, কলহ ও অত্যাচার দূর করা হবে, আর সেইসঙ্গে দূর করা হবে সেই সব শঙ্কা-ভয় যা যুদ্ধের সঙ্গে দেখা দেয়। হ্যাঁ, এমন সময় আসবে, যখন যিনি একদিন বলেছিলেন, *আমি তোমাদের কাছে শান্তি রেখে যাচ্ছি, আমারই শান্তি তোমাদের দান করছি,* তখন তাঁর মঙ্গল-ইচ্ছাই বিজয়ী হবে।

শ্লোক সাম ৭২:৩; ইসা ৫৬:১

℣ প্রভু একথা বলছেন, আমি শপথ করেছি, পৃথিবীর উপর আর কখনও ক্রুদ্ধ হব না।
℟ পর্বতমালা জনগণের কাছে বয়ে আনুক শান্তি; উপপর্বত যেরুসালেমের কাছে ধর্মময়তাই বয়ে আনুক।
℣ আমার পরিত্রাণ প্রায় এসে গেছে, আমার ধর্মময়তা-প্রকাশ সন্নিকট।
℟ পর্বতমালা জনগণের কাছে বয়ে আনুক শান্তি; উপপর্বত যেরুসালেমের কাছে ধর্মময়তাই বয়ে আনুক।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ইসা ৩০:২৭-৩৩; ৩১:৪-৯

যেরুসালেমের মুক্তিসাধনের জন্য
প্রভু সপরাক্রমে শীঘ্রই আসবেন

দেখ, প্রভুর নাম দূর থেকে আসছে,
তাঁর ক্রোধ জ্বলন্ত, তাঁর রোষ ভারী,
তাঁর ওষ্ঠ আক্রোশে পরিপূর্ণ,
তাঁর জিহ্বা সর্বগ্রাসী আগুনের মত!
তাঁর ফুৎকার প্লাবিনী বন্যার মত—তা গলা পর্যন্তই ছাপিয়ে উঠবে;
তা সকল দেশের মানুষকে বিনাশের কুলোতে ঝাড়তে আসছে,
জাতিগুলোর মুখে এমন বল্গা দিতে আসছে,
যা ভ্রান্তির দিকে তাদের নিয়ে যাবে।
তোমাদের সঙ্গীত হবে রাত্রিকালীন উৎসবের সঙ্গীতের মত,
তোমাদের হৃদয়ে আনন্দ বিরাজ করবে,
যেমন তারই হৃদয়ে আনন্দ আছে, প্রভুর পর্বতের কাছে,
ইস্রায়েলের শৈলের কাছে যাবার জন্য যে বাঁশির সুরে রওনা হয়।
প্রভু নিজ প্রতাপময় কণ্ঠস্বর শোনাবেন;
প্রচন্ড ক্রোধ, সর্বগ্রাসী আগুন, বিদ্যুৎ-ঝলক, ঝড়-ঝঞ্ঝা ও শিলাবৃষ্টির মধ্যে
তিনি দেখাবেন কেমন ভারী তাঁর বাহু।
হ্যাঁ, প্রভুর কণ্ঠস্বরে আসিরিয়া ভেঙে পড়বে,
তিনি যে দণ্ড দিয়ে তাকে আঘাত করবেন!
প্রভু নিরূপিত দণ্ডের যত আঘাত তার উপর নামিয়ে দেবেন,
সেই সকল দণ্ড সেতার ও বীণার তালে তালে নেমে পড়বে।
তিনি ওই জাতির বিরুদ্ধে তুমুল যুদ্ধ করবেন,
কারণ তোফেৎ যথেষ্ট সময় থেকেই সাজানো রয়েছে,
রাজার জন্যও তা প্রস্তুত আছে;
তেমন অগ্নিকুন্ড গভীর ও প্রশস্ত, আগুন ও ইন্ধন প্রচুর;
প্রভুর ফুৎকার গন্ধকস্রোতের মত তাতে আগুন ধরাবে।
কারণ প্রভু আমাকে ঠিক একথা বললেন,
'পালকের সমস্ত দল সিংহ ও যুবসিংহের বিরুদ্ধে সমবেত হলে
তারা শিকারের জন্য যেমন গর্জন করে,
—তাদের চিৎকারেও ভয় পায় না,
তাদের কোলাহলেও উদ্বিগ্ন নয়—
সেইমত সেনাবাহিনীর প্রভু
সিয়োন পর্বত ও তার উপপর্বতের পক্ষে যুদ্ধ করতে নেমে আসবেন।
পাখি যেমন নীড়ের উপরে উড়তে থাকে,
সেইমত সেনাবাহিনীর প্রভু যেরুসালেম রক্ষা করবেন,
তাকে রক্ষা করায় উদ্ধার করবেন,
তার উপর দিয়ে ডিঙিয়েই তা মুক্ত করে দেবেন।'
ইস্রায়েল সন্তানেরা, তাঁরই কাছে ফিরে এসো,
যাঁর প্রতি এত দুরন্ত বিদ্রোহ করেছ।

সেদিন প্রত্যেকে ফেলে দেবে
নিজ নিজ যত রুপোর মূর্তি, নিজ নিজ যত সোনার মূর্তি,
—তোমাদের সেই পাপময় হাতের কাজ!
আসিরিয়া এমন খড়্গের আঘাতে পড়বে, যা মানুষের খড়্গ নয়,
এমন খড়্গ তাকে গ্রাস করবে, যা আদমের খড়্গ নয়;
সে সেই খড়্গের সামনে থেকে পালাবে,
তার যুবা যোদ্ধাদের দাসত্বের অধীন করা হবে।
অভিভূত হয়ে সে তার শৈলদুর্গ ছেড়ে পালাবে,
যুদ্ধ-নিশান দর্শনে তার অধিনায়কেরা আতঙ্কিত হবে।
সিয়োনে যাঁর আগুন, যেরুসালেমে যাঁর চুল্লি আছে,
সেই প্রভুরই উক্তি।

শ্লোক ইসা ৩১:৪,৫; ৩০:২৯

প্র সেনাবাহিনীর প্রভু সিয়োন পর্বতের উপর নেমে আসবেন;
উ পাখি যেমন নীড়ের উপরে উড়তে থাকে, সেইমত সেনাবাহিনীর প্রভু যেরুসালেম রক্ষা করবেন।
প্র তোমাদের সঙ্গীত হবে রাত্রিকালীন উৎসবের সঙ্গীতের মত, তোমাদের হৃদয়ে আনন্দ বিরাজ করবে;
উ পাখি যেমন নীড়ের উপরে উড়তে থাকে, সেইমত সেনাবাহিনীর প্রভু যেরুসালেম রক্ষা করবেন।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু বার্নার্ডের উপদেশাবলি **প্রভুর আগমন, উপদেশ ১:৭-৮**

খ্রীষ্টের আগমনের উদ্দেশ্য

এই দেখ! প্রভুর নাম দূর থেকেই আসছে। ঐশমর্যাদা প্রসন্ন হয়ে বহুদূর থেকেই এ অযোগ্য স্থানে নেমে এলেন, তেমন আশ্চর্য বিষয়ের যে অবশ্যই একটা কারণ ছিল, একথা কেবা অস্বীকার করতে পারবে? বিষয়টি আশ্চর্যজনক বটে, আর তার কারণ ছিল মহাদয়া, অপর্যাপ্ত করুণা, অগাধ ভালবাসা।

আমাদের বিশ্বাসের কথা অনুসারে, তিনি কোন্ উদ্দেশ্যে এলেন? যেহেতু তাঁর বাণী ও কাজ সকল তাঁর আগমনের কারণটাকে স্পষ্টভাবেই তুলে ধরে, সেজন্য উদ্দেশ্যটিকে জানা তত কঠিন ব্যাপার নয়। একশ' মেষের মধ্যে যে মেষ পথভ্রষ্ট হয়েছিল, তাকে খোঁজ করতেই তিনি পাহাড়পর্বত-চূড়া থেকে তৎপর হয়ে নেমে এলেন। তিনি আমাদের খাতিরেই এলেন, যেন আদমসন্তানদের প্রতি তাঁর কোমল দয়া ও তাঁর আশ্চর্য কর্মকীর্তি আরও স্পষ্টভাবে প্রভুকে গৌরব আরোপ করতে পারে। ঈশ্বর আমাদের খোঁজ করবেন, তাঁর এ প্রসন্নতা কতই না আশ্চর্যের বিষয়; তিনি যাদের খোঁজ করেন, তারাও কতই না মূল্যবান! এ নিয়ে গর্ব করা সত্যি যুক্তিসঙ্গত; এর কারণ এই নয় যে আমরা নিজেদের বেলায় কিছু দাবি করতে পারি বরং যিনি আমাদের গড়লেন, তিনি নিজেই আমাদের এত মূল্যবান করলেন। যত ঐশ্বর্য, সংসারের যত গৌরবময় ও যত লোভনীয় বস্তু এই গৌরবের সামনে হীন হয়ে যায়, এর তুলনায় সেই সবকিছুই তো শূন্য। *প্রভু, মানুষ কী যে তুমি তার কথা মনে রাখ, যে তুমি তার যত্ন নাও?*

যাই হোক; তাঁর কাছে আমাদের গমনের অর্থের চেয়ে আমি আমাদের কাছে তাঁর আগমনের অর্থই বরং জানতে ইচ্ছা করি। প্রয়োজন তো আমাদেরই ছিল! ধনীরা কিছুটা দান করতে চাইলেও সাধারণত গরিবদের খুঁজে বেড়ায় না; অতএব আমরাই যে তাঁর কাছে যাব, এ যুক্তিসঙ্গত হত; কিন্তু দু'টো বাধা ছিল। প্রথমত, আমাদের চোখ ক্ষীণ ছিল, অথচ তিনি *অগম্য আলোতে বাস করেন।* দ্বিতীয়ত, পক্ষাঘাতগ্রস্ত আমরা বিছানায় শুয়ে ছিলাম বিধায় ঈশ্বরত্বের চূড়ায় পৌঁছবার শক্তি আমাদের ছিল না। সুতরাং আমাদের দয়াবান ত্রাণকর্তা, মানবাত্মাগুলির সেই চিকিৎসক তাঁর আপন উচ্চ অবস্থা ছেড়ে নেমে এসে আমাদের ক্ষীণ চোখের পক্ষে তাঁর আপন গৌরব সহনীয় করলেন। সেই নিষ্কলঙ্ক গৌরবময় দেহ ধারণ করে তিনি যেন একটি প্রদীপের মধ্যেই নিজেকে আচ্ছাদিত করলেন। এ দেহটি অবশ্য হল সেই *দ্রুতগামী ও উজ্জ্বল মেঘ,* নবীর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে যার উপর চড়ে তাঁর মিশর দেশে নামার কথা ছিল।

শ্লোক ইসা ২:৩; সাম ৫০:২

℟ তিনি আমাদের দেখিয়ে দেবেন তাঁর মার্গসকল, আমরা যেন তাঁর সকল পথ ধরে চলতে পারি,
℣ কারণ সিয়োন থেকেই বেরিয়ে আসবে নির্দেশবাণী।
℟ সৌন্দর্যের পরম কান্তি সেই সিয়োন থেকে পরমেশ্বর উদ্ভাসিত হন,
℣ কারণ সিয়োন থেকেই বেরিয়ে আসবে নির্দেশবাণী।

বুধবার

১৭ই ডিসেম্বর থেকে বিশেষ ব্যবস্থা অনুসরণীয়, পৃঃ ১০১ ···

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - মিখা ৫:১-৮

মসীহ-ই হবেন শান্তি

আর তুমি, হে বেথলেহেম-এফ্রাথা,
তুমি যে যুদা-গোত্রগুলির মধ্যে ক্ষুদ্রতম,
তোমা থেকেই আমার উদ্দেশে বের হবেন তিনি,
যিনি হবেন ইস্রায়েলের শাসনকর্তা,
প্রাচীনকাল থেকে, অনাদিকাল থেকেই যাঁর উৎপত্তি।
এজন্য যতদিন প্রসব-বেদনাগ্রস্ত নারীর প্রসব না হয়,
ততদিন ধরে প্রভু ইস্রায়েলকে পরিত্যাগ করবেন।
তখন তাঁর ভাইদের অবশিষ্ট অংশ
ইস্রায়েল সন্তানদের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে ফিরে আসবে।
তিনি দাঁড়িয়ে তাঁর আপন মেষপালকে প্রভুর শক্তিতেই,
তাঁর পরমেশ্বর প্রভুর নামের মহিমায়ই পালন করবেন।
তারা তখন পূর্ণ ভরসায় বাস করবে,
কারণ তিনি মহান হবেন পৃথিবীর শেষপ্রান্ত পর্যন্ত।
আর তিনি নিজেই হবেন শান্তি।
আসিরীয়েরা যদি আমাদের দেশে প্রবেশ করে,
যদি আমাদের ভূমিতে পা বাড়ায়,
তাদের বিরুদ্ধে আমরা সাতজন মেষপালক
ও আটজন নরপতিকে দাঁড় করাব ;
তারা খড়্গ দ্বারা আসুরের দেশ
ও নিম্রোদের দেশ নিষ্কোষিত তলোয়ার দ্বারা শাসন করবে।
আসিরীয়েরা আমাদের দেশে প্রবেশ ক'রে
আমাদের সীমানার মধ্যে পা বাড়ালে
তিনি তাদের হাত থেকে আমাদের উদ্ধার করবেন।
আর বহু জাতির মধ্যে ঘেরা যাকোবের সেই অবশিষ্টাংশ হবে শিশিরের মত,
যা প্রভুর কাছ থেকেই আগত,
হবে ঘাসের উপরে পতিত বৃষ্টির মত,
যা মানুষের উপর নির্ভরশীল নয়,
আদমসন্তানের উপর আস্থাশীল নয়।
তখন বহু বহু জাতির মধ্যে ঘেরা যাকোবের সেই অবশিষ্টাংশ

হবে বন্যজন্তুদের মধ্যে সিংহের মত,
মেষপালের মধ্যে এমন যুবসিংহের মত,
যা একবার পালের মধ্যে প্রবেশ করে সবই মাড়িয়ে দেয়, সবই বিদীর্ণ করে,
—কিন্তু উদ্ধার করার মত কেউই থাকবে না!
তোমার হাত তোমার বিরোধীদের উপর জয়ী হবে,
ও তোমার সকল শত্রু তখন উচ্ছিন্ন হবে।

শ্লোক মিখা ৫:১,৩,৪; জাখা ৯:১০

℣ বেথলেহেম, তোমা থেকেই আমার উদ্দেশে বের হবেন তিনি, যিনি হবেন ইস্রায়েলের শাসনকর্তা, প্রাচীনকাল থেকে, অনাদিকাল থেকেই যাঁর উৎপত্তি; তিনি মহান হবেন পৃথিবীর শেষপ্রান্ত পর্যন্ত।
℟ তিনি নিজেই হবেন শান্তি।
℣ তিনি সর্বদেশের কাছে বলবেন 'শান্তি!' তাঁর কর্তৃত্ব এক সাগর থেকে অন্য সাগরে, মহানদী থেকে পৃথিবীর প্রান্তসীমায় ব্যাপ্ত হবে।
℟ তিনি নিজেই হবেন শান্তি।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু হিলারি-লিখিত 'ত্রিত্ব' **১১শ পুস্তক ৩৬-৪০**

খ্রীষ্টের দেহধারণের চরমকালীন বৈশিষ্ট্য

যিনি সমস্ত কিছু খ্রীষ্টের বশীভূত করেছেন, তিনি ছাড়া বাকি সবকিছু খ্রীষ্টের বশীভূত করা হওয়ার পর স্বয়ং পুত্রকেও তাঁর বশীভূত করা হবে, যিনি সবকিছু তাঁর বশে রেখেছেন; যেন স্বয়ং ঈশ্বরই হন সবকিছু—সবারই মধ্যে।

উল্লিখিত রহস্যটির প্রথম পর্যায় এরূপ: সবকিছুই পুত্রের বশীভূত করা হয়। দ্বিতীয় পর্যায় এরূপ: পুত্র নিজে তাঁর বশীভূত হবেন যিনি সবকিছু তাঁর বশে রেখেছেন। যেমন আমরা তাঁরই বশীভূত, যিনি গৌরবময় দেহে রাজত্ব করেন, তেমনি একই ব্যবস্থা অনুসারে যিনি এখন দেহগত গৌরবে রাজত্ব করছেন, তিনি নিজেও তাঁরই বশীভূত হবেন যিনি সবকিছু তাঁর বশে রেখেছেন। আমরা বর্তমানে তাঁর গৌরবময় দেহের বশ্যতা স্বীকার করি যেন একদিন সেই গৌরবেরই অংশীদার হতে পারি যে গৌরবগুণে তিনি বর্তমানে দেহে রাজত্ব করেন, কেননা আমাদের দেহ তাঁর দেহেরই অনুরূপ হয়ে উঠবে।

সুসমাচারও রাজত্বকারী প্রভুর দেহগত গৌরবের কথা উল্লেখ করে; শাস্ত্র অনুসারে তিনি একদিন বললেন, *আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, এখানে যারা উপস্থিত, তাদের মধ্যে এমন কেউ রয়েছে যারা মানবপুত্রকে আপন রাজ্যে আসতে না দেখা পর্যন্ত মৃত্যুকে দেখবে না।* যিনি আগমন করছেন, তাঁর দেহগত গৌরব তখনই প্রেরিতদূতদের কাছে প্রকাশ পেয়েছিল যখন প্রভু গৌরবময় রূপান্তরের দিনে তাঁদের সামনে দাঁড়িয়ে দেখালেন সেই উজ্জ্বলতা, যা তাঁর দেহ সেদিন পরিধান করবে যেদিন তিনি রাজত্ব করতে আগমন করবেন। তিনি প্রেরিতদূতদের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তাঁরা তাঁর আপন গৌরবের অংশীদার হবেন: *সেদিন মানবপুত্র নিজ দূতদের প্রেরণ করবেন; যা যা স্খলন ঘটায় তাঁরা সেইসব কিছু ও অপকর্মাদের তাঁর রাজ্য থেকে সংগ্রহ করবেন ও তাদের সেই অগ্নিকুণ্ডে ফেলে দেবেন যেখানে হবে কান্না ও দাঁত ঘষাঘষি। তখন ধার্মিকেরা নিজেদের পিতার রাজ্যে সূর্যের মত দীপ্তিমান হয়ে উঠবে। যার কান আছে, সে শুনুক।*

একথা শুনবার জন্য আমাদের সকলের কান কি সতর্ক নয়? সুতরাং শুনবার জন্য প্রভুর এ সাবধান বাণী কি নিষ্প্রয়োজন নয়? আমরা যেন তাঁর শিক্ষা শুনি, যখন তিনি জোর করে একথা বলেন, তখন তিনি আসলে আমাদের সতর্ক করেন আমরা যেন তঁর ঐশপরিকল্পনার রহস্য জানবার চেষ্টা করি। জগৎশেষে সকল অপকর্মাকে তাঁর সেই রাজ্য থেকে বিচ্যুত করা হবে; সেদিন প্রভু দেহগত গৌরবে রাজত্ব করবেন ও যত অপকর্মের কারণ দূর করে দেবেন; তিনি দেহগত গৌরবে দেখা দিলে আমরা তাঁর পিতার রাজ্যে তাঁর সদৃশ হয়ে উঠব, সেখানে আমরা সূর্যেরই মত দীপ্তিমান হয়ে উঠব, কেননা পর্বতচূড়ায় যখন খ্রীষ্টের রূপান্তর ঘটেছিল, তখন তিনি প্রেরিতদূতদের দেখিয়েছিলেন, সেই দীপ্তি হল তাঁর রাজ্যের উপযুক্ত সজ্জা।

সেদিন তিনি পিতা ঈশ্বরের হাতে রাজ্যটিকে হস্তান্তর করবেন: তিনি তাঁর আপন ক্ষমতা ছেড়ে দেবেন এমন নয়, বরং দেহগত গৌরবের দিক দিয়ে আমাদের তাঁর নিজেরই সদৃশ করে তুলে ঈশ্বরের কাছে রাজ্যরূপেই আমাদের হস্তান্তর করবেন। তাঁর সঙ্গে রাজত্ব করবার জন্যই তো তিনি আমাদের হস্তান্তর করবেন—যেমনটি সুসমাচারে লেখা আছে, *এসো, আমার পিতার আশীর্বাদের পাত্র যে তোমরা, জগৎপত্তনের সময় থেকে যে রাজ্য তোমাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে, তা উত্তরাধিকাররূপে গ্রহণ কর।* সেদিন ধার্মিকেরা তাদের পিতার সেই রাজ্যে সূর্যেরই মত দীপ্তিমান হয়ে উঠবে, কেননা পুত্র ঈশ্বরের হাতে রাজ্যরূপে তাদেরই হস্তান্তর করবেন যাদের তিনি সেই রাজ্যে আহ্বান করেছিলেন এবং যাদের কাছে এ রহস্যের আশীর্বাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, *শুদ্ধহৃদয় যারা, তারাই সুখী, কারণ তারা ঈশ্বরকে দেখতে পাবে।*

শ্লোক দা ২:৪৪; প্রত্যা ১১:১৫

℟ স্বর্গেশ্বর এমন এক রাজ্যের উদ্ভব ঘটাবেন, যা কখনও বিধ্বস্ত হবে না; সেই রাজ্য অন্য জাতির হাতে যাবে না।

℣ সেই রাজ্য অন্য সকল রাজ্যকে চূর্ণবিচূর্ণ ও বিধ্বস্ত করবে।

℟ জগতের রাজ্যভার আমাদের প্রভুর ও তাঁর খ্রীষ্টেরই রাজ্য হল; তিনি রাজত্ব করবেন যুগে যুগে চিরকাল।

℣ সেই রাজ্য অন্য সকল রাজ্যকে চূর্ণবিচূর্ণ ও বিধ্বস্ত করবে।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ইসা ৩১:১-৩; ৩২:১-৮

ভাবী ধর্মময়তা-রাজ্য

ধিক্ তাদের, যারা সাহায্যের জন্য মিশরে যায়,
  রণ-অশ্বে ভরসা রাখে,
  রথ বিপুল ব'লে,
  অশ্বারোহীর দল অধিক বলবান ব'লে সেগুলির উপরে নির্ভর করে,
  কিন্তু ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজনের দিকে তাকায় না,
  প্রভুর অন্বেষণ করে না।
অথচ অমঙ্গল ঘটানোর মত জ্ঞান তাঁরও আছে,
  তাছাড়া তিনি আপন বাণী ফিরিয়ে নেন না;
  তিনি দুষ্কর্মাদের কুলের বিরুদ্ধে,
  ও অপকর্মাদের সহায়কদের বিরুদ্ধে উঠবেন।
মিশরীয় তো মানুষমাত্র, দেবতা নয়;
  তার রণ-অশ্ব মাংসমাত্র, আত্মা নয়।
  প্রভু নিজ হাত বাড়াবেন,
  তখন সেই সহায়কেরা হোঁচট খাবে,
  যে সহায়তা পেয়েছে, তারও পতন হবে,
  সকলে মিলে বিনষ্ট হবে।
দেখ, এক রাজা ধর্মময়তায় রাজত্ব করবেন,
  জনপ্রধানেরা ন্যায়নীতি-মতে শাসন করবেন।
প্রত্যেকে হবেন যেন ঝড়ো বাতাসের বিরুদ্ধে আশ্রয়ের মত,
  ঝঞ্ঝার বিরুদ্ধে অন্তরালের মত,
  যেন শুষ্ক মাটিতে জলস্রোতের মত,
  মরুভূমিতে কোন প্রকাণ্ড শৈলের ছায়ার মত।
তখন যারা দেখতে পারে, তাদের চোখ আর বুজে থাকবে না,

যারা শুনতে পারে, তাদের কান খাড়া থাকবে।
চঞ্চল আত্মার মানুষ সুবিবেচক হতে শিখবে,
তোতলার জিহ্বা সহজে স্পষ্ট কথা বলবে।
নির্বোধ মানুষ উদারমনা বলে আর অভিহিত হবে না,
ছলনাপটু মানুষও পরোপকারী বলে গণ্য হবে না;
কারণ নির্বোধ মানুষ, সে তো নির্বুদ্ধিতাপূর্ণ কথা বলে;
তার হৃদয় শঠতা খাটায়:
সে দুষ্কর্ম সাধন করে,
প্রভু সম্বন্ধে ভ্রান্তিজনক কথা উচ্চারণ করে,
ক্ষুধিতের উদর শূন্য রাখে,
পিপাসিতকে জল থেকে বঞ্চিত করে।
ছলনাপটু যে মানুষ, তার কর্ম তো সবই মন্দ!
মিথ্যাকথা দ্বারা অত্যাচারিতকে নষ্ট করার জন্য
সে কুসঙ্কল্প আঁটে;
যখন ন্যায় নিঃস্বের পক্ষে, তখনও!
কিন্তু উদারমনা মানুষ উদারমনা সঙ্কল্প করে,
তার সমস্ত কর্মও উদার।

শ্লোক ইসা ৩২:৩,৪; যেরে ২৩:৫

℣ যারা দেখতে পারে, তাদের চোখ আর বুজে থাকবে না, যারা শুনতে পারে, তাদের কান খাড়া থাকবে।
℟ চঞ্চল আত্মার মানুষ সুবিবেচক হতে শিখবে।
℣ আমি দাউদের জন্য ধর্মময় এক অঙ্কুর উৎপন্ন করব; তিনি প্রকৃত রাজারূপে রাজত্ব করবেন, হবেন সুবুদ্ধিসম্পন্ন।
℟ চঞ্চল আত্মার মানুষ সুবিবেচক হতে শিখবে।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু ইরেনেউস-লিখিত 'ভ্রান্তমতের বিরুদ্ধে' ৪র্থ পুস্তক ২০:৪-৫

খ্রীষ্টের আগমনে ঈশ্বর দৃষ্টিগোচর হবেন

যিনি তাঁর আপন বাণী ও প্রজ্ঞা দ্বারা সবকিছু সৃষ্টি করে নিয়ন্ত্রণ করলেন, সেই প্রভু এক। ইনি হলেন তাঁর আপন বাণী আমাদের সেই প্রভু যীশুখ্রীষ্ট যিনি সমাপ্তি ও আদি অর্থাৎ মানুষ ও ঈশ্বরকে সম্মিলিত করার জন্য এ শেষযুগে মানুষের মাঝে মানুষ হলেন।

একারণেই নবীরা স্বয়ং বাণীর কাছ থেকে ভবিষ্যদ্বাণী দেওয়ার গুণ লাভ ক'রে পূর্বঘোষণা করেছিলেন তাঁরই মাংসগত আগমনের কথা যিনি পিতার মঙ্গল-ইচ্ছা অনুসারে ঈশ্বরে মানুষে একতা ও সহভাগিতা এনে দিলেন। আদি থেকেই ঈশ্বরের বাণী পূর্বঘোষণা করেছিলেন, ঈশ্বর একদিন মানুষের দৃষ্টিগোচর হয়ে তাদের মাঝে এই পৃথিবীতে বাস ক'রে তাঁর আপন সৃষ্টজীবের সঙ্গে কথা বলবেন ও তার পাশে দাঁড়াবেন তাকে ত্রাণ করার জন্য, তার ইন্দ্রিয়গোচর হবার জন্য ও *আমাদের সকল বিদ্বেষীদের হাত থেকে* তথা যত পাপাত্মা থেকে মুক্ত *করার জন্য।* তিনি এমনটি করবেন *আমরা যেন পবিত্রতা ও ধর্মময়তার সঙ্গে তাঁর সেবা করতে পারি আমাদের জীবনের সমস্ত দিন,* যাতে করে ঈশ্বরের আত্মার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে মানুষ পিতার গৌরবে প্রবেশ করতে পারে।

অতএব নবীরা পূর্বঘোষণা করেছিলেন, ঈশ্বর মানুষের দৃষ্টিগোচর হবেন, যেমনটি প্রভু নিজেও বলেছিলেন, *শুদ্ধহৃদয় যারা, তারাই সুখী, কারণ তারা ঈশ্বরকে দেখতে পাবে।* তবু এমন কেউই নেই যে তাঁর মহত্ত্ব ও অনির্বচনীয় গৌরবে ঈশ্বরকে দেখে বেঁচে থাকতে পারে, কেননা পিতা আমাদের নাগালের বাইরে। তবু যারা তাঁকে ভালবাসে, তিনি তাঁর আপন ভালবাসা, মমতা ও সর্বশক্তির খাতিরে তাদের এও মঞ্জুর করলেন, যথা তারা ঈশ্বরকে দেখতে পাবে—যেইভাবে নবীরাও ভবিষ্যদ্বাণী দিয়েছিলেন: কেননা *মানুষের পক্ষে যা অসাধ্য,*

ঈশ্বরের পক্ষে তা সাধ্য। বস্তুত মানুষ নিজের বলে ঈশ্বরকে দেখতে অক্ষম; তিনি কিন্তু ইচ্ছা করলে মানুষের কাছে নিজেকে দৃষ্টিগোচর করতে পারেন: কার্ কাছে, কি ক'রে ও কোন্ সময় তিনি নিজেকে দৃষ্টিগোচর করেন, তা তাঁর ইচ্ছার উপরে নির্ভর করে।

প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর সবকিছুর উপরে ক্ষমতা রাখেন। একসময় তিনি তাঁর আপন আত্মার মধ্য দিয়ে নবীয় দর্শন দানে নিজেকে দৃষ্টিগোচর করেছিলেন; এখন পুত্রেরই মধ্য দিয়ে দত্তকপুত্রত্ব দানে নিজেকে দৃষ্টিগোচর করেন; অবশেষে তিনি স্বর্গরাজ্যে পিতারূপেই নিজেকে দৃষ্টিগোচর করবেন। পবিত্রাত্মা পুত্রে মানুষকে প্রস্তুত করেন; পুত্র মানুষকে পিতার কাছে চালিত করেন; পিতা মানুষকে সেই অক্ষয়শীলতা ও অনন্ত জীবন দান করেন যা ঈশ্বরের দর্শন থেকে আসে সেই মানুষের জন্য যারা ঈশ্বরকে দেখতে পায়। যারা আলো দেখে, তারা যেমন আলোতে থাকে ও তার বিভাপ্রাপ্ত হয়, যারা ঈশ্বরকে দেখে, তারাও তেমনি ঈশ্বরে থাকে ও তাঁর বিভাপ্রাপ্ত হয়। আর যেহেতু ঈশ্বরের বিভা জীবনদায়ী, সেজন্য যারা ঈশ্বরকে দেখে, তারা জীবনপ্রাপ্ত হয়।

শ্লোক দ্বিঃবিঃ ১৮:১৮; লুক ২০:১০; যোহন ৬:১৪

প্র আমি তাদের মধ্যে এক নবীর উদ্ভব ঘটাব; তাঁর মুখে আমার বাণী রেখে দেব।
উ আমি তাঁকে যা কিছু আজ্ঞা করব, তা তিনি তাদের বলবেন।
প্র আমি আমার আপন প্রিয় পুত্রকে প্রেরণ করব। ইনি সত্যি সেই নবী জগতে যিনি আসছেন।
উ আমি তাঁকে যা কিছু আজ্ঞা করব, তা তিনি তাদের বলবেন।

বৃহস্পতিবার

১৭ই ডিসেম্বর থেকে বিশেষ ব্যবস্থা অনুসরণীয়, পৃঃ ১০১ …

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - মিখা ৭:৭-১৩

ঈশ্বরের নগরী পরিত্রাণের প্রতীক্ষায় আছে

আমি প্রভুর প্রতি চেয়ে থাকব,
আমার ত্রাণেশ্বরে প্রত্যাশা রাখব,
আমার পরমেশ্বর আমাকে সাড়া দেবেন!
হে আমার বিদ্বেষিণী, আমার দশায় আনন্দ করো না!
যদিও আমার পতন হয়েছে,
তবু আমি আবার উঠব;
যদিও অন্ধকারে বসে আছি,
তবু স্বয়ং প্রভুই হবেন আমার আলো।
আমি প্রভুর ক্ষোভ সহ্য করব,
কারণ আমি তার বিরুদ্ধে পাপ করেছি,
শেষে তিনি আমার বিবাদে পক্ষসমর্থক হয়ে
আমার পক্ষে বিচার নিষ্পত্তি করবেন;
হ্যাঁ, শেষে তিনি আমাকে আলোয় বের করে আনবেন,
তখন আমি তাঁর ধর্মময়তা দেখতে পাব।
তা দেখে আমার সেই বিদ্বেষিণী লজ্জায় আচ্ছন্না হবে,
সে নাকি আমাকে বলছিল:
'কোথায় তোমার সেই পরমেশ্বর প্রভু?'
নিজেরই চোখে আমি সেই বিদ্বেষিণীকে দেখতে পাব,

যখন সে পথের কাদার মত হবে পদদলিতা!
ওই-ই তো হবে সেই দিন,
যেদিনে পুনর্নির্মিত হবে তোমার নগরপ্রাচীর;
সেই দিনেই আরও প্রসারিত হবে তোমার সীমানা সকল;
সেই দিনেই আসিরিয়া থেকে ও মিশরের শহরগুলো থেকে,
মিশর থেকে [ইউফ্রেটিস] নদী পর্যন্ত,
এক সাগর থেকে অন্য সাগর ও এক পর্বত থেকে অন্য পর্বত পর্যন্ত
লোকেরা আসবে তোমার কাছে।
তবু অধিবাসীদের দোষে ও তাদের কর্মকান্ডের ফলে
পৃথিবী মরুপ্রান্তর হয়ে যাবে।

শ্লোক মিখা ৭:৭; আদি ৪৯:১৮ দ্রঃ

℗ আমি প্রভুর প্রতি চেয়ে থাকব,
℟ আমি আমার ত্রাণেশ্বরে প্রত্যাশা রাখব।
℗ প্রভু, আমি তোমার পরিত্রাণের প্রত্যাশায় থাকব!
℟ আমি আমার ত্রাণেশ্বরে প্রত্যাশা রাখব।

দ্বিতীয় পাঠ - ১১৮ নং সামসঙ্গীতে সাধু আম্ব্রোজের ব্যাখ্যা **১১:৪-৬**

যারা ঈশ্বরের অন্বেষণ করে, খ্রীষ্টই তাদের পথ

যে ধার্মিক মানুষ ঈশ্বরকে ভয় করে, সে যীশুখ্রীষ্টে দেওয়া ঈশ্বরের পরিত্রাণ ছাড়া অন্য কিছুর বাসনা করে না। সে তাঁকেই আকাঙ্ক্ষা করে, তাঁকেই বাসনা করে, তার সমস্ত শক্তি দিয়ে তাঁর দিকেই ধাবিত হয়, উত্তপ্ত হৃদয়ে তাঁর স্মৃতি আঁকড়িয়ে থাকে, তাঁকে গ্রহণের জন্য অন্তর উন্মুক্ত করে, এবং তাঁকে হারাবে এ-ই মাত্র ভয় করে। অতএব পরিত্রাতার সঙ্গে মিলিত হবার জন্য প্রাণের আকাঙ্ক্ষা যতখানি বড়, প্রাণ ততখানি মূর্ছা যায়। এ মূর্ছা-অবস্থায় প্রাণের ভঙ্গুরতা হ্রাস পায়, এমনকি পুণ্যের চর্চায় প্রাণ অধিক শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

এজন্য ধর্মপ্রাণ সেই দাউদ *তোমার জন্য আমার প্রাণ তৃষিত,* এক সামসঙ্গীতে একথা বলার পর বলে চলেন, *তোমাকে আঁকড়িয়ে থাকে আমার প্রাণ, আমাকে ধরে রাখে তোমার ডান হাত।*

তৃষিত মানুষ সবসময় জলের উৎসের ধারেই থাকতে ইচ্ছা করে; মনে হয় সে যেন কেবল জলেরই সংস্পর্শে পরিতৃপ্ত হবার জন্য সেই জল ছাড়া প্রাণপণে অন্য কিছুরই খোঁজ করে না, অন্য কিছু টেরও পায় না। অতএব প্রভু, যখন তোমার ডান হাত আমার প্রাণকে ধরে রেখে তার নিজের শক্তি দান করে, তখন তাকে এমন নতুন কিছুতেই রূপান্তরিত করে যা আগে প্রাণ ছিল না, ফলে প্রাণ বলে ওঠে, *আমিই যে জীবনযাপন করি তেমন নয়; খ্রীষ্টই আমার অন্তরে জীবনযাপন করেন।*

এ মূর্ছা-অবস্থা যে আকাঙ্ক্ষাটির তীব্রতার ফল, একথা তুমি একটা উদাহরণ থেকে শিখতে পার: *প্রভুর প্রাঙ্গণের জন্য আমার প্রাণ ব্যাকুল, মূর্ছাতুর।* যেরেমিয়া আমাদের শিখিয়ে দেন পরিত্রাণের আকাঙ্ক্ষায় প্রাণ কীভাবে মূর্ছা যায়: *আমার হৃদয়ে, আমার হাড়ে রুদ্ধ হয়ে কেমন যেন একটা আগুন জ্বলছিল; তা সংযত রাখতে চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু পারছিলাম না।* দাউদও এ বাসনায় উত্তেজিত হয়ে বলেন, *তোমার ত্রাণলাভের জন্য ম্রিয়মাণ আমার প্রাণ, তোমার বাণীতেই আশা রাখি।*

তিনি যে বাণীতে আশা রেখেছেন, সেই বাণী আসন্ন বলে পূর্বঘোষিত হয়েছিল বিধায় ধরা যেতে পারে তা ঈশ্বরের বাণী খ্রীষ্টকেই নির্দেশ করে। অথবা তাঁর আশার আর একটি কারণ এ হতে পারে, তিনি সেই স্বর্গীয় বাণীতে বিশ্বাস রেখেছেন যেটা আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের আগমনের কিংবা তাঁর গৌরবেরই ভবিষ্যদ্বাণী। নবী বলে তিনি শাস্ত্রের কথা ধ্যান করে উপলব্ধি করছিলেন, যতদিন তিনি মানবদেহে আটকে থাকবেন এবং ইহজীবনের শেকলে আবদ্ধ থাকবেন, ততদিন তিনি ঈশ্বরের পরিত্রাণ থেকে বঞ্চিত থাকবেন। সেজন্যই তিনি আকাঙ্ক্ষা করছিলেন, বাসনা করছিলেন, মূর্ছা যাচ্ছিলেন, একান্তভাবেই ইচ্ছা করছিলেন, যেন পরিপূর্ণরূপে তাঁরই

সম্পদ হতে পারেন যাঁর বাসনায় তিনি ম্রিয়মাণ ছিলেন; তাঁর নিজের কথা হল, *তাঁর সম্মুখে উজাড় করে দিই বাসনা আমার।* তাঁর আত্মা মূর্ছাতুর ছিল, নিঃশেষিতই ছিল, এইজন্যই তিনি খ্রীষ্টের সঙ্গে মিলিত হবার উদ্দেশ্যে নিজেকে অস্বীকার করেন। যে কেউ ঈশ্বরের অন্বেষণ করে, খ্রীষ্টই হলেন তার পথ। এসো, আমরাও একাগ্রতার সঙ্গে ঈশ্বরের শাশ্বত পরিত্রাণের আকাঙ্ক্ষা করি: এসো, কৃপণের মত আমরা যেন অর্থলালসা না করি। আমাদের প্রাণ ঊর্ধ্বের দিকেই ধাবিত হোক, তার নিজস্ব প্রাণবন্ততার দিক থেকে নিঃশেষিত হোক সে যেন ঈশ্বরের পরিত্রাণ সেই খ্রীষ্ট প্রভুকে আঁকড়িয়ে থাকতে পারে। তিনিই তো পরিত্রাণ, সত্য, শক্তি, প্রজ্ঞা। যে কেউ শক্তির সঙ্গে মিলিত হবার জন্য নিজেকে নিঃশেষিত করে, তার যা কিছু নিজস্ব তা হারায়, যা শাশ্বত তাই লাভ করার জন্য।

শ্লোক বিলাপ ৩:৪০-৪১; ইসা ৫৫:৬

℟ এসো, আমরা আমাদের আচরণ পরীক্ষা করি, তা তলিয়ে দেখি; প্রভুর কাছে ফিরে যাই।
℣ এসো, আমাদের হাতের সঙ্গে হৃদয়কেও স্বর্গনিবাসী ঈশ্বরের উদ্দেশে উত্তোলন করি।
℟ প্রভুর অন্বেষণ কর, যেহেতু তিনি নিজের উদ্দেশ পেতে দেন; তাঁকে ডাক, যেহেতু তিনি কাছে আছেন।
℣ এসো, আমাদের হাতের সঙ্গে হৃদয়কেও স্বর্গনিবাসী ঈশ্বরের উদ্দেশে উত্তোলন করি।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ইসা ৩২:১৫–৩৩:৬

প্রভুতে ভরসা রাখে যারা, তারা পরিত্রাণ দেখতে পাবে

কিন্তু শেষে ঊর্ধ্বলোক থেকে আমাদের উপরে আত্মাকে বর্ষণ করা হবে;
তখন মরুপ্রান্তর উর্বর উদ্যানে পরিণত হবে,
এমন উর্বর উদ্যান, যা অরণ্য বলে গণ্য হবে।
ন্যায় সেই মরুপ্রান্তরে বসতি করবে,
ধর্মময়তা সেই উর্বর উদ্যানে বাস করবে।
শান্তি হবে ধর্মময়তার ফল,
সুস্থিরতা ও চিরন্তন নিরাপত্তা হবে ধর্মময়তার ফসল।
আমার জনগণ বাস করবে শান্তির বাসস্থানে,
নিরাপত্তার আবাসে, নিরুদ্বেগের বিশ্রাম-স্থানে।
যদিও অরণ্যটা নিঃশেষে ধ্বংস হয়,
যদিও নগরটা সম্পূর্ণরূপেই ভূমিসাৎ হয়,
তবু তোমরা সুখী হবে—হ্যাঁ, তোমরা সমস্ত জলস্রোতের ধারে বীজ বুনবে,
বলদ ও গাধা অবাধে চরতে দেবে।
ধিক্ তোমাকে, তুমি যে কখনও ধ্বংসিত না হয়ে ধ্বংস করে বেড়াচ্ছ,
তুমি যে কখনও বিশ্বাসঘাতকতার পাত্র না হয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করছ!
ধ্বংস করতে ক্ষান্ত হলে তুমি নিজে ধ্বংসিত হবে,
বিশ্বাসঘাতকতা শেষ করলে তোমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে।
হে প্রভু, আমাদের প্রতি সদয় হও, আমরা তোমারই প্রতীক্ষায় আছি;
প্রতি প্রভাতে হও তুমি আমাদের বাহু যেন,
সঙ্কটকালে আমাদের পরিত্রাণ।
কোলাহলের শব্দে পালিয়ে যায় জাতিসকল,
তুমি উঠে দাঁড়ালেই দেশগুলো বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়।
তোমাদের লুটের মাল জমে যেমনটি শুঁয়াপোকা এসে জমে,
তার উপর লোকে ছুটে আসে পঙ্গপালের ছুটাছুটি যেন।

প্রভু উচ্চতম, তিনি ঊর্ধ্বলোকেই তো করেন বসবাস,
ন্যায় ও ধর্মময়তায় সিয়োনকে পরিপূর্ণ করেন।
তোমার আয়ুষ্কালে তিনি হবেন সুস্থিরতা;
প্রজ্ঞা ও জ্ঞান-ই ত্রাণকারী ধনভাণ্ডার;
প্রভুভয় তার ধনসম্পদ।

শ্লোক ইসা ৩২:১৮,১৭; যোহন ১৪:২৭

℣ আমার জনগণ বাস করবে শান্তির বাসস্থানে, নিরাপত্তার আবাসে, নিরুদ্বেগের বিশ্রাম-স্থানে।
℟ শান্তি হবে ধর্মময়তার ফল।
℣ আমি আমার শান্তি তোমাদের দান করছি। তোমাদের হৃদয় যেন কম্পিত না হয়।
℟ শান্তি হবে ধর্মময়তার ফল।

দ্বিতীয় পাঠ - ২য় ভাটিকান মহাসভার, ঐশপ্রকাশ বিষয়ক ধর্মতাত্ত্বিক সংবিধান ঈশ্বরের বাণী ৩-৪

খ্রীষ্টই ঐশপ্রকাশের পূর্ণতা

যিনি বাণী দ্বারা সবকিছু সৃষ্টি করেন ও বাঁচিয়ে রাখেন, সেই ঈশ্বর আপন সৃষ্টিকাজে নিজের বিষয়ে চিরকালীন একটা সাক্ষ্য মানুষকে অর্পণ করেন; তাছাড়া তিনি পরম পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে আদিকাল থেকে আদিপুরুষদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করলেন।

তাঁদের পতনের পর তিনি মুক্তিদানের কথা প্রতিশ্রুত হয়ে পরিত্রাণের আশায় তাদের উন্নীত করলেন ও মানবজাতির প্রতি অবিরত যত্ন নিলেন, যারা সৎকাজে অধ্যবসায়ী হয়ে পরিত্রাণের অন্বেষণ করে, তিনি যেন তাদের অনন্ত জীবন দান করতে পারেন।

যথাসময় তিনি আব্রাহামকে ডাকলেন তাঁকে এক মহান জাতি করার জন্য। কুলপতিদের সময়ের পর তিনি মোশী ও নবীদের মধ্য দিয়ে সেই জাতিকে শিক্ষা দিলেন, তারা যেন তাঁকেই একমাত্র জীবনময় ও সত্যকার ঈশ্বর, প্রতিপালক পিতা ও ন্যায়বিচারক বলে স্বীকার করে এবং সেই প্রতিশ্রুত ত্রাণকর্তার প্রতীক্ষায় থাকে— এভাবে তিনি যুগের পর যুগ সুসমাচারের জন্য পথ প্রস্তুত করলেন। তথাপি *ঈশ্বর বহুবার বহুরূপে নবীদের মধ্যে কথা বলার পর, শেষযুগের এই দিনগুলিতে আমাদের কাছে এক পুত্রেই কথা বলেছেন।*

তিনি তাঁর আপন পুত্রকে তথা সেই সনাতন বাণীকে যিনি সকল মানুষকে উদ্ভাসিত করেন, প্রেরণ করলেন তিনি যেন মানুষের মাঝে বসবাস করেন ও তাদের কাছে ঈশ্বরের আন্তর কথা বর্ণনা করেন।

সুতরাং যীশু খ্রীষ্টই, যিনি মাংস হওয়া বাণী, যিনি মানুষের কাছে প্রেরিত মানুষ, তিনিই ঈশ্বরের বাণী উচ্চারণ করেন ও সেই পরিত্রাণদায়ী কাজ সম্পন্ন করেন, যে কাজ করতে স্বয়ং পিতা তাঁকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন।

সেজন্য তিনি, মানুষ যাঁকে দে'খে পিতাকেও দেখে, তাঁর আপন উপস্থিতি ও আত্মপ্রকাশে, কথা ও কর্মে, চিহ্ন ও অলৌকিক কাজে, বিশেষভাবে তাঁর আপন মৃত্যু ও মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থানে, অবশেষে সত্যের আত্মাকে প্রেরণে ঐশপ্রকাশের কথা বাস্তবায়িত ক'রে তার পূর্ণতা সাধন করলেন এবং ঐশসাক্ষ্যদানের মধ্য দিয়ে সপ্রমাণ করলেন যে পাপ ও মৃত্যুর অন্ধকারের হাত থেকে আমাদের মুক্ত করার জন্য ও অনন্ত জীবনে আমাদের পুনরুত্থিত করার জন্য ঈশ্বর আমাদের সঙ্গেই আছেন।

অতএব, নতুন ও চূড়ান্ত সন্ধি বলে খ্রীষ্টীয় ব্যবস্থা কখনও লোপ পাবে না; আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের গৌরবময় আবির্ভাবের আগে কোন প্রকাশ্য ঐশপ্রকাশের জন্যও প্রতীক্ষা করতে নেই।

শ্লোক ইসা ৩০:২০-২১; দ্বিঃবিঃ ১৮:৫

℣ তোমার নিজের চোখ তোমার সদ্‌গুরুকে দেখতে পাবে;
℟ তোমার কান তোমার পিছনে এই বাণী শুনতে পাবে, এটিই পথ, এই পথেই চল।
℣ তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমার জন্য তোমার মধ্য থেকে, তোমার ভাইদেরই মধ্য থেকে এক নবীর উদ্ভব ঘটাবেন।

উ তোমার কান তোমার পিছনে এই বাণী শুনতে পাবে, এটিই পথ, এই পথেই চল।

শুক্রবার

১৭ই ডিসেম্বর থেকে বিশেষ ব্যবস্থা অনুসরণীয়, পৃঃ ১০১ …

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - মিখা ৭:১৪-২০

অপরাধ-ক্ষমাদানেই ঐশপরিত্রাণ ব্যক্ত

ওগো, তোমার পাচনি দিয়ে তোমার আপন জনগণকে,
তোমার আপন উত্তরাধিকার সেই মেষপালকে চরাও!
সে তো অরণ্যে একাকী রয়েছে,
তার চারদিকে উর্বর উর্বর মাঠ;
তারা পুরাকালের মত আবার বাশানে ও গিলেয়াদে চরে বেড়াক।
মিশর দেশ থেকে তোমার বেরিয়ে আসার দিনের মত
আমি তাকে দেখাব আশ্চর্য কর্মকীর্তি।
জাতি-বিজাতি তা দেখতে পাবে,
নিজেদের সমস্ত পরাক্রম সত্ত্বেও আশাভ্রষ্ট হবে;
তারা মুখে হাত দেবে,
বধির হয়ে আসবে তাদের কান।
তারা সাপের মত, মাটির বুকে চরে এমন সরিসৃপের মত ধুলা চাটবে,
কাঁপতে কাঁপতে তাদের আস্তানা থেকে বেরিয়ে আসবে
তোমার সম্মুখে আতঙ্কিত হয়ে।
কেইবা তোমার মত ঈশ্বর,
যিনি শঠতা মার্জনা করেন,
ও আপন উত্তরাধিকারের অবশিষ্টাংশের পাপ ক্ষমা করেন?
তিনি তো ক্রোধ রাখেন না চিরকাল ধরে,
যেহেতু কৃপাই দেখাতে প্রীত।
তিনি আমাদের প্রতি আবার তাঁর স্নেহ দেখাবেন,
আমাদের যত অপরাধ পদদলিত করবেন;
হ্যাঁ, আমাদের সমস্ত পাপ তুমি সমুদ্রতলেই ছুড়ে ফেলে দেবে।
যাকোবের প্রতি তোমার বিশ্বস্ততা,
আব্রাহামের প্রতি তোমার কৃপা মঞ্জুর কর,
যেমন পুরাকাল থেকে
আমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে শপথ করেছ।

শ্লোক মিখা ৭:১৯; শিষ্য ১০:৪৩

প্র আমাদের পরমেশ্বর আবার আমাদের প্রতি তাঁর স্নেহ দেখাবেন;
উ তিনি আমাদের যত অপরাধ পদদলিত করবেন, আমাদের সমস্ত পাপ সমুদ্রতলেই ছুড়ে ফেলে দেবেন।
প্র তাঁর বিষয়ে সকল নবী এ সাক্ষ্য দেন যে, তাঁর প্রতি যে কেউ বিশ্বাস রাখে, তাঁর নাম দ্বারা সে পাপমোচন লাভ করবে।
উ তিনি আমাদের যত অপরাধ পদদলিত করবেন, আমাদের সমস্ত পাপ সমুদ্রতলেই ছুড়ে ফেলে দেবেন।

আপন মঙ্গলময়তায় ঈশ্বরের বাণী আমাদের কাছে এলেন

যিনি সবকিছুর ঊর্ধ্বে, কেবল পিতার সেই বাণীই সবকিছু নবসৃষ্টি করতে, সকলের জন্য যন্ত্রণাভোগ করতে ও সকলের হয়ে পিতার কাছে প্রার্থনা করতে সক্ষম ছিলেন। আর এই উদ্দেশ্যে ঈশ্বরের সেই অশরীরী, অক্ষয়, অজড় বাণী আমাদের এ জগতে এলেন—তিনি যে আগে দূরে ছিলেন তেমন নয়, কেননা সৃষ্টির কোন স্থানেই তিনি কখনও অনুপস্থিত হননি, এমনকি পিতার সঙ্গে এক হওয়ায় তাঁর বিদ্যমানতায় সবকিছু পরিপূর্ণ। কিন্তু আমাদের প্রতি তাঁর প্রসন্নতার খাতিরে তিনি আমাদের কাছে আসতে ও নিজেকে প্রকাশ করতে সম্মত হলেন। তিনি দেখলেন, মানবজাতি ধ্বংসের পথে যাচ্ছিল, ক্ষয়শীলতার মাধ্যমে মৃত্যু তাদের উপর রাজত্ব করছিল; এও দেখলেন, অপরাধের সেই দণ্ড আমাদের ক্ষয়শীলতাকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করছিল; দেখলেন যে, পালিত হবার আগে ঐশবিধান বাতিল করা যুক্তিহীন হবে। এও দেখলেন, কতই না অনুচিত যে, সেই সবকিছু তিনি নিজেই যার স্রষ্টা, তা বিলুপ্ত হবে; দেখলেন, মানুষের শঠতা অধিক ঘৃণ্য হয়ে যাচ্ছিল, মানুষ আস্তে আস্তে নিজেরই বিরুদ্ধে সেই শঠতা এমন পর্যায়ে বাড়িয়ে দিয়েছিল যে তা অসহ্য হয়ে যাচ্ছিল; অবশেষে তিনি দেখলেন, মৃত্যুর প্রতি সকল মানুষের বাধ্যবাধকতা। সেজন্য তিনি আমাদের এ মানবজাতির প্রতি দয়া করলেন, আমাদের দুর্বলতার প্রতি করুণাবিষ্ট হয়ে, আমাদের ক্ষয়শীলতার জন্য আঘাতগ্রস্ত হয়ে তিনি আমাদের উপর মৃত্যুর সেই কর্তৃত্ব আর সহ্য করলেন না। পাছে সৃষ্টি বিলুপ্ত হয় ও মানুষের মাঝে পিতার কাজ বৃথা হয়ে যায়, সেজন্য তিনি একটি দেহ ধারণ করলেন, এমন দেহ যা আমাদের দেহের চেয়ে ভিন্ন নয়, কেননা তিনি যে এমনি একটি দেহে থাকবেন বা কেবল আত্মপ্রকাশ করবেন তা তিনি চাচ্ছিলেন না—কেবল আত্মপ্রকাশ করতে চাইলে তবে তিনি অধিক উন্নত ধরনের উপায় অবলম্বন করেই তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটাতে পারতেন। তিনি বরং আমাদেরই দেহ ধারণ করলেন, আর শুধু তা নয়; তিনি অক্ষুণ্ন, নিষ্কলঙ্ক ও পুরুষ-অজানা একটি কুমারী থেকে এমন দেহ ধারণ করলেন যা নির্মল ও মানবীয় সংস্পর্শ থেকে সম্পূর্ণরূপে অমিশ্রিত।

শক্তিমান ও বিশ্বস্রষ্টা হওয়ায় তিনি কুমারীতে নিজের জন্য মন্দিররূপে একটি দেহ নির্মাণ করলেন, আর তা এমন একটা মাধ্যম হিসাবেই ব্যবহার করলেন যেখানে তিনি বসবাস করবেন ও নিজেকে জ্ঞাত করবেন। সেজন্য আমাদেরই দেহের সদৃশ একটা দেহ ধারণ ক'রে, যেহেতু সকলে মৃত্যুর ক্ষয়শীলতার অধীন ছিল, সকলেরই খাতিরে তিনি সেই দেহটিকে মৃত্যুর হাতে সঁপে দিয়ে পিতার কাছে তা নিবেদন করলেন। আর তা তিনি ভালবাসার জন্যই করলেন যাতে সকলেই যেমন তাঁর মধ্যে মৃত্যুভোগ করে, তেমনি মানুষের মধ্যে ক্ষয়শীলতা-সংক্রান্ত বিধান বাতিল করা যেতে পারে—সেই বিধানের প্রভাব প্রভুর দেহে নিঃশেষিত হবে, আর যারা তাঁর সদৃশ, বিধান তাদের আর কখনও প্রভাবান্বিত করতে পারবে না। আর যাতে ক্ষয়শীলতায় পতিত মানুষকে তিনি আবার অক্ষয়শীলতায় ফিরিয়ে এনে মৃত্যুর বদলে জীবন দান করতে পারেন, সেজন্য তিনি সেই দেহ ধারণ করেছিলেন, এবং পুনরুত্থানের অনুগ্রহ গুণে মৃত্যু থেকে তাদের মুক্ত করেছিলেন যেইভাবে খড় আগুনে ধ্বংস হয়ে যায়।

ঐশবাণী জানতেন, মানুষের ক্ষয়শীলতা বিলুপ্ত করার জন্য সকলের মৃত্যু ছাড়া অন্য উপায় ছিল না; কিন্তু, যেহেতু অমর ও পিতার পুত্র বলে তিনি মৃত্যুভোগ করতে পারতেন না, সেজন্য এমন দেহ ধারণ করলেন যার মৃত্যু হতে পারত, যাতে করে সবকিছুর ঊর্ধ্বকার বাণীর অংশীদার হওয়ায় সেই দেহ সার্বজনীন মৃত্যুর জন্য যথেষ্ট হতে পারত; আর যেহেতু সেই দেহে স্বয়ং বাণী বিরাজমান, সেজন্য সেই দেহ অক্ষয়শীল হয়ে থাকতে পারবে, ফলে পুনরুত্থানের অনুগ্রহ গুণে সকল মানুষ ক্ষয়শীলতা থেকে মুক্তি পেতে পারবে।

অতএব অর্ঘ্য ও সম্পূর্ণরূপে কলুষমুক্ত বলি রূপে তাঁর সেই ধারণ-করা-দেহকে মৃত্যুর হাতে নিবেদন ক'রে তিনি মানবদেহের মত দেহকে অর্পণ করায় সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের মধ্য থেকে মৃত্যুকে ধ্বংস করলেন। যেহেতু ঈশ্বরের বাণী সবকিছুর ঊর্ধ্বে, সেজন্য তাঁর আপন মন্দির ও দেহগত মাধ্যমকে সকলের পক্ষে বদলীরূপে নিবেদন করায় তিনি আপন মৃত্যুতে ঋণ শোধ করলেন; এবং যেহেতু ঈশ্বরের অক্ষয়শীল পুত্র মানবদেহের মত দেহের মাধ্যমে সকল মানুষের সঙ্গে মিলিত ছিলেন, সেজন্য পুনরুত্থানের প্রতিশ্রুতি গুণে তিনি সকলকে অক্ষয়শীলতা-বসনে পরিবৃত করলেন।

শ্লোক ফিলি ২:৬-৭; ১ যোহন ৪:১০

℟ খ্রীষ্ট অবস্থায় ঈশ্বর হয়েও ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর সমতুল্যতাকে আঁকড়ে ধরার বস্তু মনে করলেন না;
℣ দাসের অবস্থা ধারণ করে তিনি নিজেকে রিক্ত করলেন।
℟ ঈশ্বর আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হতে নিজ পুত্রকে প্রেরণ করলেন।
℣ দাসের অবস্থা ধারণ করে তিনি নিজেকে রিক্ত করলেন।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ইসা ৩৩:৭-২৪

ভাবী পরিত্রাণ

দেখ, তাদের বীরপুরুষেরা রাস্তা-ঘাটে চিৎকার করছে,
  শান্তির দূতেরা তীব্রস্বরে ক্রন্দন করছে।
যত পথ জনশূন্য, রাস্তা-ঘাটে আর কোন পথিক নেই,
  যত চুক্তি-সন্ধি ভগ্ন, সাক্ষীরা উপেক্ষিত, কারও প্রতি সম্মান নেই।
বিলাপ করতে করতে শুষ্ক হচ্ছে দেশ,
  লজ্জায় ম্লান হচ্ছে লেবানন,
  শারোন হয়ে গেছে প্রান্তরেরই মত,
  বাশান ও কার্মেলের যত গাছ পাতা ঝেড়ে ফেলে।
'এখন উঠব,' বলছেন প্রভু,
  'এখন উন্নীত হব, এখন উত্তোলিত হব।
তোমরা ভুসি গর্ভধারণ করেছ, তোমরা খড় প্রসব করবে,
  আমার ফুৎকার আগুনের মত তোমাদের গ্রাস করবে।
জাতিসকল চুন দিয়েই যেন পুড়িয়ে দেওয়া হবে,
  ফালি করা কাঁটাকুচির মত তাদের আগুনে দগ্ধ করা হবে।
দূরে আছ যারা, শোন কী করেছি আমি,
  কাছে আছ যারা, জেনে নাও আমার প্রতাপ।'
সিয়োনে যত পাপী সন্ত্রাসিত,
  যত ভক্তিহীনকে ধরেছে শিহরণ—
  'আমাদের মধ্যে কে বাস করতে পারে সর্বগ্রাসী আগুনের সঙ্গে?
  চিরকালীন দাহনের সঙ্গে আমাদের মধ্যে কেই বাস করতে পারে?'
যে ধার্মিকভাবে চলে ও সত্য কথা বলে,
  অত্যাচারের অর্থলাভ যে অগ্রাহ্য করে,
  ঘুষ-স্পর্শ থেকে যে হাত দূরে রাখে;
  রক্তপাতের কথা শোনা থেকে যে কান বিরত রাখে,
  অনিষ্ট দর্শন থেকে যে বুজিয়ে রাখে চোখ;
তেমন মানুষই উঁচুস্থানে করবে বসবাস,
  গিরিদুর্গ হবে তার আশ্রয়স্থল,
  তাকে খাদ্য দেওয়া হবে, নিশ্চিত হবে তার জল।
তোমার চোখ রাজার প্রতি, তাঁর সৌন্দর্যে, নিবদ্ধ থাকবে,
  সীমাহীন এক দেশ দেখতে পাবে।
তোমার হৃদয় বিগত বিভীষিকার কথা ভাববে:
  'যে হিসাব করছিল, সে এখন কোথায়?

যে টাকা-কড়ি তুলাদণ্ডে দিচ্ছিল, সে এখন কোথায়?
যে দুর্গমিনার পরিদর্শন করছিল, সে এখন কোথায়?'
তুমি সেই ধূর্ত জাতিকে আর দেখতে পাবে না,
সেই জাতিকে, যার কথন তোমার কাছে অচেনা অজানা,
যার ভাষা অস্পষ্ট অর্থহীন।
তোমার পর্বপুরী সিয়োনের দিকেই চোখ নিবদ্ধ রাখ!
তোমার চোখ যেরুসালেম দেখতে পাবে,
তা এমন নগরী, যা শান্ত আবাস,
এমন তাঁবু, যা কখনও সরানো হবে না,
যার গোঁজ কখনও উপড়ে ফেলা হবে না,
যার দড়িগুলোর একটাও ছিঁড়বে না।
কারণ সেইখানে রয়েছেন সেই প্রতাপময়,
আমাদের সপক্ষ সেই প্রভু!
তা হবে নদনদী ও বিস্তীর্ণ স্রোতমালার স্থান;
সেখানে দাঁড় বেয়ে কোন পোত যাতায়াত করবে না,
প্রতাপময় কোন জাহাজও তা পার হয়ে যাবে না।
কারণ স্বয়ং প্রভু আমাদের বিচারকর্তা,
স্বয়ং প্রভু আমাদের বিধানকর্তা,
স্বয়ং প্রভু আমাদের রাজা:
তিনিই আমাদের পরিত্রাণ করবেন।
তোমার সমস্ত দড়ি ঢিলা হয়ে পড়েছে,
মাস্তুলের গোড়া শক্ত করে রাখতে পারছে না,
পাল খাটিয়ে দিতে পারছে না।
তখন ভাগ করার মত এমন বিরাট লুটের মাল থাকবে যে,
খোঁড়ারাও লুট করতে থাকবে;
নগরবাসীরা কেউই বলবে না: 'আমি অসুস্থ';
সেখানকার নিবাসী জনগণ অপরাধের ক্ষমা পাবে।

শ্লোক ইসা ৩৩:২২; সাম ৯৬:১ দ্রঃ

℟ স্বয়ং প্রভু আমাদের বিচারকর্তা, স্বয়ং প্রভু আমাদের বিধানকর্তা, স্বয়ং প্রভু আমাদের রাজা:
℣ তিনি নিজে এসে আমাদের ত্রাণ করেন।
℟ প্রভু রাজত্ব করেন, পৃথিবী মেতে উঠুক, যত দ্বীপপুঞ্জ আনন্দ করুক।
℣ তিনি নিজে এসে আমাদের ত্রাণ করেন।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু আগস্তিন-লিখিত 'সামসঙ্গীত-মালায় উপদেশাবলি' সাম ৩৭, ১৩-১৪

তোমার আকাঙ্ক্ষাই তো তোমার প্রার্থনা

হৃদয়ের ক্রন্দনে আমি গর্জে উঠি। এমন ক্রন্দন আছে যা মানুষের পক্ষে শোনা সম্ভব নয়। তথাপি যদি কোন এক গভীর আবেগ হৃদয়কে এমনভাবেই দখল করে যার জন্য আন্তর আঘাত জোর গলায় ব্যক্ত হয়, তাহলে মানুষ এর কারণ জানতে চায় আর মনে মনে বলে, হয় তো এর জন্যই ও ক্রন্দন করছে, কিংবা, হয় তো ওর বিশেষ কিছু ঘটেছে। অথচ যাঁর চোখে ও যাঁর কানে ক্রন্দনটা গিয়ে পৌঁছে, তিনি ছাড়া কে তা বুঝতে পারে? কেননা লোকে একজনের ক্রন্দন শুনলেও কেবল বাহ্যিক ক্রন্দন শোনে, হৃদয়ের ক্রন্দন তারা মোটেই শুনতে পায় না। তবে কে জানতে পারছিল লোকটা কেন গর্জে উঠছিল? তিনি বলে চলেন, *তোমার সামনেই তো প্রতিটি আকাঙ্ক্ষা আমার।* যারা হৃদয় দেখতে পায় না, সেই মানুষদের সামনে নয়, *তোমারই সামনে* বরং

প্রতিটি আকাঙ্ক্ষা আমার। তোমার আকাঙ্ক্ষা যদি তাঁরই সামনে থাকে, তাহলে যিনি গোপন সবকিছু দেখতে পান, সেই পিতা তোমাকে সাড়া দেবেন।

আসলে তোমার আকাঙ্ক্ষাই তো তোমার প্রার্থনা; তোমার আকাঙ্ক্ষা অবিরত হলে তবে তোমার প্রার্থনাও অবিরত। *অবিরত প্রার্থনা কর,* প্রেরিতদূত একথা এমনি তো বলেননি! *অবিরত প্রার্থনা কর* এর অর্থ তবে কি এই যে, অবিরত হাঁটু পেতে থাকব, প্রণত থাকব, হাত উঁচু রাখব? আর যদিও আমরা বলি যে এইভাবেই প্রার্থনা করা উচিত, তবু আমি মনে করি না আমরা তা অবিরতই করতে পারব। কিন্তু আর এক ধরনের আন্তর প্রার্থনা রয়েছে, সেটি হল আকাঙ্ক্ষা। যাই কিছু কর না কেন, তুমি কিন্তু যদি সাব্বাতের [অর্থাৎ ঈশ্বরের বিশ্রামের] আকাঙ্ক্ষা কর, তাহলে তোমার প্রার্থনা অবিরত। প্রার্থনা থেকে যদি বিরত থাকতে না চাও, তাহলে আকাঙ্ক্ষা করা থেকে বিরত থেকো না। তোমার অবিরত আকাঙ্ক্ষাই তো তোমার অবিরত কণ্ঠস্বর। তখনই তুমি নিশ্চুপ হয়ে যাবে যখন ভালবাসা থেকে বিরত থাকবে। কে কে নিশ্চুপ হয়ে পড়েছিল? তারা, যাদের বিষয়ে লেখা আছে, *যেহেতু শঠতা বৃদ্ধি পেল, সেজন্য ভালবাসা শীতল হয়ে পড়ল।* ভালবাসার শীতল অবস্থাই তো হৃদয়ের নীরবতা; ভালবাসার উষ্ণ অবস্থাই তো হৃদয়ের স্বরধ্বনি। তোমার ভালবাসা স্থায়ী হলে তবেই তুমি তো অনুক্ষণ স্বরধ্বনি তোল; অনুক্ষণ স্বরধ্বনি তুললে তবেই তুমি তো অনুক্ষণ আকাঙ্ক্ষা কর; আকাঙ্ক্ষা করলে তবেই সাব্বাতের কথা তোমার মনে থাকে।

তোমার সামনেই তো প্রতিটি আকাঙ্ক্ষা আমার। আকাঙ্ক্ষা যদি তাঁর সামনে থাকে, কিন্তু ক্রন্দন যদি তাঁর সামনে না থাকে, তাহলে কী হবে? তেমন কিছু কি হতে পারে, যখন ক্রন্দন হলো আকাঙ্ক্ষারই কণ্ঠস্বর? এজন্য তিনি বলে চলেন, *আমার ক্রন্দন তোমার কাছে গোপন নয়।* তোমার কাছে তা গোপন নয়, কিন্তু লোকদের কাছে তা গোপন। মনে হয় যেন ঈশ্বরের সেই বিনম্র দাস মাঝে মাঝে বলেন, *আমার ক্রন্দন তোমার কাছে গোপন নয়।* আবার এও মনে হয় যেন ঈশ্বরের দাস মাঝে মাঝে হাসেন; এর অর্থ কি এই যে, তাঁর হৃদয়ে সেই আকাঙ্ক্ষা মরে গেল? আকাঙ্ক্ষা না থাকলে ক্রন্দনও থাকে না; তা মানুষের কানে সবসময় নাও পৌঁছতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরের কান ছেড়ে তা কখনও চলে যায় না।

শ্লোক ৮৬ নং সামসঙ্গীতে সাধু আগস্তিনের ব্যাখ্যা

ঞ্ খ্রীষ্টে চলতে চলতে আমরা এখনও প্রবাসী; যতদিন গন্তব্যস্থানে না পৌঁছি, এসো, ততদিন গান করি যেন আকাঙ্ক্ষা জেগে থাকে।

ট্ যে আকাঙ্ক্ষা করে, তার জিহ্বা বাক্‌শূন্য হলেও সে কিন্তু অন্তরে গান করে।

ঞ্ যে আকাঙ্ক্ষা করে না, নিজের চিৎকারে যতই আঘাত করুক মানুষের কান, সে কিন্তু ঈশ্বরের দৃষ্টিতে বাক্‌শূন্য।

ট্ যে আকাঙ্ক্ষা করে, তার জিহ্বা নীরব হলেও সে কিন্তু অন্তরে গান করে।

৪র্থ সপ্তাহের

রবিবার

প্রথম ও দ্বিতীয় পাঠ: ১৭ই–২৪শে ডিসেম্বরের ব্যবস্থা অনুসারে, পৃঃ ১০১ …

১৭ই ডিসেম্বর

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ইসা ৪০:১-১১

যেরুসালেমের সান্ত্বনা

‘সান্ত্বনা দাও, আমার জাতিকে সান্ত্বনা দাও,
—একথা বলছেন তোমাদের পরমেশ্বর—

যেরুসালেমের হৃদয়ের কাছে কথা বল,
তার কাছে একথা প্রচার কর :
তার কঠোর দাসত্বকাল পূর্ণ হল,
দেওয়াই হল তার শঠতার দাম,
কারণ তার সকল পাপের জন্য
প্রভুর হাত থেকেই সে পেল দ্বিগুণ শাস্তি।'

এক কণ্ঠস্বর চিৎকার করে বলে :
'মরুপ্রান্তরে প্রভুর জন্য পথ প্রস্তুত কর,
মরুভূমিতে আমাদের পরমেশ্বরের জন্য রাস্তা সমতল কর।
উঁচু করা হোক প্রতিটি উপত্যকা,
নিচু করা হোক প্রতিটি পর্বত, প্রতিটি উপপর্বত,
অসমতল ভূমি হোক সমতল,
শৈলশিরা হয়ে উঠুক সমভূমি।
তখনই প্রকাশ পাবে প্রভুর গৌরব,
মানবকুল সবাই মিলে তার দর্শন পাবে,
কারণ প্রভুর মুখ কথা উচ্চারণ করল।'

এক কণ্ঠস্বর বলে, 'চিৎকার কর!'
আর আমি বলি, 'চিৎকার করে কী বলব?'
'প্রতিটি মানুষ ঘাসের মত,
আর তার সমস্ত কান্তি মাঠের ফুলের মত।
শুষ্ক হয় ঘাস, ম্লান হয় ফুল,
কারণ প্রভুর ফুৎকার তার উপর বয়ে যায়।
—সত্যি, মানবকুল ঘাসেরই মত।
শুষ্ক হয় ঘাস, ম্লান হয় ফুল,
কিন্তু আমাদের পরমেশ্বরের বাণী চিরস্থায়ী।'

হে শুভসংবাদ-দাত্রী সিয়োন,
উচ্চ পর্বতে গিয়ে ওঠ!
হে শুভসংবাদ-দাত্রী যেরুসালেম,
যথাসাধ্য উচ্চকণ্ঠে চিৎকার কর!
উচ্চকণ্ঠে চিৎকার কর, ভয় করো না;
যুদার শহরগুলোকে বল :
'এই যে তোমাদের পরমেশ্বর!'
দেখ, প্রভু পরমেশ্বর মহাপরাক্রমে আসছেন,
আপন বাহুবলেই তিনি আধিপত্য করেন।
দেখ, তাঁর মজুরি আছে তাঁর সঙ্গে,
তাঁর আগে আগে চলছে তাঁর আপন পুরস্কার।
পালকের মত তিনি চরিয়ে বেড়ান তাঁর আপন পাল,
শাবকদের বাহুতে সংগ্রহ করেন;
কোলে করে তাদের বহন করেন,
দুগ্ধদাত্রী মেষিকাদের ধীরে ধীরেই চালনা করেন।

শ্লোক ইসা ৪০:২; জাখা ১:১৬,১৭

℟ যেরুসালেমের হৃদয়ের কাছে কথা বল, তার কাছে একথা প্রচার কর:
℣ তার কঠোর দাসত্বকাল পূর্ণ হল, দেওয়াই হল তার শঠতার দাম।
℟ আমি স্নেহভরে যেরুসালেমের দিকে ফিরে চাইলাম। প্রভু সিয়োনকে আবার সান্ত্বনা দেবেন, এবং যেরুসালেমকে আবার বেছে নেবেন।
℣ তার কঠোর দাসত্বকাল পূর্ণ হল, দেওয়াই হল তার শঠতার দাম।

দ্বিতীয় পাঠ - ইসাইয়ার পুস্তকে আলেক্‌জান্দ্রিয়ার ধর্মপাল সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা ৩য় পুস্তক ৪

এই দেখ! প্রভু মহাপরাক্রমে আসছেন

লেখা আছে, *উচ্চকণ্ঠে চিৎকার কর, ভয় করো না; যুদার শহরগুলোকে বল: এই দেখ, তোমাদের পরমেশ্বর! দেখ, প্রভু পরমেশ্বর মহাপরাক্রমে আসছেন, আপন বাহুবলেই তিনি আধিপত্য করেন।* দু'বার 'দেখ' ব'লে নবীর উদ্দেশ্যই প্রভুর আগমনের আশা যেন বেশি দূর ভবিষ্যতের কথা না হয়; তিনি বরং স্পষ্টভাবে দেখাতে চান, মুক্তিদাতা শীঘ্রই উপস্থিত হবেন, এমনকি তিনি ইতিমধ্যে দরজায় উপস্থিত। হাত বাড়িয়ে সেই পূর্বঘোষিত ব্যক্তিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করতেই নবী তাদের কেমন যেন আমন্ত্রণ করেন। *তিনি মহাপরাক্রমে আসছেন; আপন বাহুবলেই তিনি আধিপত্য করেন,* বাক্যটি স্পষ্টভাবে বোঝাতে চায়, প্রভু ধন্য নবীদের একজনের মত বা ভিক্ষুকের মত আসবেন না; তিনি বরং আসবেন স্বয়ং প্রভুর রাজ-অধিকার নিয়ে, ঈশ্বরেরই উপযুক্ত পরাক্রম ও আধিপত্য নিয়ে। যিনি আমাদের জন্য আমাদেরই হলেন এবং ক্রুশ বহন করে তার উপরে মৃত্যুবরণ করলেন, মুক্তি-রহস্যের ঐশব্যবস্থা অনুসারে যে সেই খ্রীষ্টকে প্রতিদানবিহীন অবস্থায় ফেলে রাখা হবে না, তা এ বাণীতে প্রকাশিত, *দেখ, তাঁর মজুরি আছে তাঁর সঙ্গে, তাঁর আগে আগে তাঁর সমস্ত জয়চিহ্ন।* তাঁর মৃত্যুর ফলস্বরূপ সেই পুরস্কার যে কী, তাও বলা আছে, আমি তোমাদের সত্যি বলছি: *গমের দানা যদি মাটিতে পড়ে মরে না যায়, তবে তা মাত্র একটাই হয়ে থাকে; কিন্তু যদি মরে যায়, তবে বহু ফল উৎপন্ন করে।* একথাও লেখা আছে, *আমাকে যখন ভূলোক থেকে উত্তোলন করা হবে, তখন সকলকে নিজের কাছে আকর্ষণ করব।* অতএব ঐশব্যবস্থা প্রতিদান ও প্রতিদানের ফল দু'টোই দান করে; আর আসলে তাঁর মেষগুলি তাঁর অনুসরণ করল: যিনি আপন বাহুতে অর্থাৎ আপন পরাক্রমে শাবকদের একত্রে সম্মিলিত করেন, তাঁর চোখের সামনেই যেন বহু মেষপাল এগিয়ে এল। যারা তাঁর বিশ্বাসী, তাদের ঊর্ধ্বলোক থেকে পাওয়া নবজন্মের মাধ্যমে ও পবিত্রাত্মার মাধ্যমে নবজাত শাবকদের মত নবজীবনে অনুপ্রবেশ করানো হল। এজন্য তারা প্রথমে আধ্যাত্মিক দুধ চায় ও শিশুর মতই তাদের খাদ্য দেওয়া হয়, তারপর কিন্তু তারা খ্রীষ্টের পূর্ণ পরিপক্কতায় বেড়ে ওঠে। তাই মেষগুলি যত্ন পেল বিধায় দুগ্ধদাত্রী মেষিকাগুলো সান্ত্বনা পেল। নবজাত মেষশাবকগুলিকে যুক্তির সঙ্গে বিজাতীয়দের মধ্য থেকে আগত নবদীক্ষিতদের প্রতীকরূপে ধরা যেতে পারে। দুগ্ধদাত্রী মেষিকাতে আমরা তাদেরই কথা দেখতে পারি যারা বিধান ও নবীদের শিক্ষা গ্রহণ ক'রে এখন খ্রীষ্টের সাহায্যে প্রসব করে। বস্তুতপক্ষে খ্রীষ্ট বিজাতীয়দের শুধু নয়, ইস্রায়েলের বংশধরদেরও পরিত্রাণ করলেন। তিনি নিজেই তো বলেছিলেন, সর্বপ্রথমে ও বিশেষভাবে তাদেরই কাছে তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন। যে রহস্য তাদের মাঝে ঘটেছিল, বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে তার সত্যজ্ঞান লাভ ক'রে তারাও সান্ত্বনা পেল।

শ্লোক প্রত্যা ২২:১২,৬,৭

℟ দেখ, আমি শীঘ্রই আসছি; দেওয়ার মজুরি আমার কাছে থাকবে;
℣ আমি প্রত্যেককে যে যার কর্ম অনুযায়ী প্রতিফল দেব।
℟ এই সমস্ত বাণী বিশ্বাসযোগ্য ও সত্যময়। এই দেখ, আমি শীঘ্রই আসব;
℣ আমি প্রত্যেককে যে যার কর্ম অনুযায়ী প্রতিফল দেব।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ইসা ৪৫:১-১৩

সাইরাসের মাধ্যমে পাওয়া ইস্রায়েলের পরিত্রাণ

প্রভু তাঁর অভিষিক্তজন সাইরাস সম্বন্ধে একথা বলেন,
'আমি তার ডান হাত শক্ত করে ধরে আছি,
যেন তার সামনে দেশগুলিকে বশীভূত করি,
রাজাদের কোমরের রাজবন্ধনী খুলে ফেলি,
তার সামনে সমস্ত দ্বারের অর্গল খুলে দিই,
যাতে আর কোন নগরদ্বার বন্ধ না থাকে।
আমি তোমার আগে আগে রণ-অভিযানে চলব,
অসমতল জায়গা সমতল করব,
ব্রঞ্জের অর্গল ভেঙে ফেলব,
লোহার ডাণ্ডা ছিন্ন করব।
আমি তোমার হাতে গুপ্ত ধন,
ও গোপন স্থানে লুক্কায়িত ঐশ্বর্য তুলে দেব,
যেন তুমি জানতে পার,
ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভু আমিই তোমাকে তোমার নাম ধরে ডাকি।
আমার দাস যাকোবের খাতিরে,
আমার বেছে নেওয়া সেই ইস্রায়েলের খাতিরেই
আমি তোমার নাম ধরে তোমাকে ডেকেছি;
তুমি আমাকে না জানা সত্ত্বেও আমি তোমাকে একটা উপাধি দিয়েছি।
আমিই প্রভু, আর কেউ নয়;
আমি ছাড়া অন্য ঈশ্বর নেই।
তুমি আমাকে না জানা সত্ত্বেও আমি তোমাকে বলবান করব,
যেন পুব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সকলে জানতে পারে যে,
আমি ব্যতীত অন্য কেউ নেই।
আমিই প্রভু, আর কেউ নয়।
আমি আলো গড়ে তুলি, অন্ধকার সৃষ্টি করি,
আমি সমৃদ্ধি ঘটাই, অমঙ্গল সৃষ্টি করি;
আমি প্রভু এই সমস্ত কিছু সাধন করি।
হে আকাশমণ্ডল, ঊর্ধ্ব থেকে শিশিরপাত কর,
মেঘমালা ধর্মময়তা বর্ষণ করুক।
উন্মোচিত হোক মর্তের মুখ, অঙ্কুরিত হোক পরিত্রাণ,
আর সেইসঙ্গে ধর্মময়তা ফুটে উঠুক।
আমি প্রভু এই সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছি।'
ধিক্ তাকে, যে তার আপন নির্মাতার সঙ্গে তর্ক করে;
সে তো মাটির পাত্রগুলির মধ্যে একটা পাত্রমাত্র।
মাটি কি কুমোরকে বলবে, 'তুমি কী করছ?'
কিংবা, 'তোমার এই নির্মিত বস্তুর হাত নেই!'
ধিক্ তাকে, যে তার আপন পিতাকে বলে, 'কিসের জন্ম দিচ্ছ?'
কিংবা একটা স্ত্রীলোককে বলে, 'কী প্রসব করছ?'

সেই প্রভু, যিনি ইস্রায়েলের পবিত্রজন ও তার নির্মাতা,
তিনি একথা বলছেন : 'আমার সন্তানদের বিষয়ে যা করা উচিত,
তোমরা কি তা আমার কাছ থেকে দাবি করছ?
আমার নিজের হাতের কাজ সম্বন্ধে আমাকে আজ্ঞা দিচ্ছ?
আমিই তো পৃথিবী নির্মাণ করেছি
ও তার উপরে মানুষকে সৃষ্টি করেছি ;
আমিই নিজের হাতে আকাশমণ্ডল বিস্তৃত করেছি
ও আকাশের সমস্ত বাহিনীকে আজ্ঞা দিয়েছি!
আমিই এই মানুষকে জাগিয়ে তুলেছি ধর্মময়তার উদ্দেশ্যে,
আমি তার সকল পথ সরল করব।
সে আমার নগরী পুনর্নির্মাণ করবে,
আমার নির্বাসিতদের ফিরিয়ে দেবে,
বিনামূল্যে, বিনা পুরস্কারেই তাদের ফিরিয়ে দেবে ;'
একথা বলছেন সেনাবাহিনীর প্রভু।

শ্লোক ইসা ৪৫:৮; ১৬:১ (লাতিন মূলপাঠ)

প্ হে স্বর্গ, ঊর্ধ্ব থেকে শিশিরপাত কর ; মেঘমালা সেই ধর্মাত্মাকে করুক বর্ষণ ;
উ মর্তের বুক হোক উন্মোচিত, পরিত্রাতাকে করুক অঙ্কুরিত।
প্ প্রেরণ কর, প্রভু, বিশ্বপতি সেই মেষশাবককে প্রান্তরের শৈল থেকে সিয়োন কন্যার পর্বতে।
উ মর্তের বুক হোক উন্মোচিত, পরিত্রাতাকে করুক অঙ্কুরিত।

দ্বিতীয় পাঠ - ইসাইয়ার পুস্তকে আলেক্‌জান্দ্রিয়ার ধর্মপাল সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা ৪র্থ পুস্তক ২

খ্রীষ্টের আগমনে মানুষ লাভ করল ঈশ্বরের দয়া

আগের উপদেশে মেদিয়া ও পারস্য দেশের রাজা সাইরাসের কথা বিস্তারিত ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। বলা হয়েছে কেমন করে তিনি কাল্‌দিয়া অধিবাসীদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়েছিলেন, বাবিলন দেশ জয় করে ভূমিসাৎ করার পর তিনি বন্দি ইস্রায়েলকে বন্দিদশা থেকে মুক্ত ক'রে যেরুসালেমের মন্দির পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য অনুমতি দিয়েছিলেন—তিনি এসব কিছু করেছিলেন সেই পরমেশ্বরের প্রেরণাগুণে যিনি তাঁর জন্য *ব্রঞ্জের ফটক ভেঙে ফেললেন ও লোহার অর্গল টুকরো টুকরো করলেন।* সেই বর্ণনার বিষয় কিন্তু সীমাবদ্ধ ছিল: কেবল ইস্রায়েলের বংশধরদেরই সেই শান্তি পুনর্লাভ ও বন্দিদশা থেকে মুক্তি পাবার কথা। এর পরেই কিন্তু বর্ণনাটি আসল গুরুত্ব লাভ করে, কেননা এ সকল প্রতীক সেই ইম্মানুয়েলকে আরোপ করা হয় যিনি পিতা ঈশ্বর দ্বারা বন্দিদের কাছে মুক্তি ও অন্ধদের কাছে দৃষ্টিশক্তি লাভের কথা ঘোষণা করতে অভিষিক্ত হয়েছিলেন। অর্থাৎ কিনা, যারা নিজেদের পাপের দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ ছিল তাদের মুক্ত করতে, যারা শয়তানের শাসনের অধীনে ছিল তাদের মুক্তি ঘোষণা করতেই তিনি অভিষিক্ত হয়েছিলেন, যাতে করে জগদ্বাসীরা তাঁর নিজের কাছে ফিরে এলে তিনি পিতা ঈশ্বরের কাছে তাদের চালিত করতে পারেন।

তিনি হয়ে উঠলেন ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে সেই মধ্যস্থ, যাঁর মধ্য দিয়ে আমরা এক আত্মায় পিতার সঙ্গে পুনর্মিলিত হয়েছি—যেমন শাস্ত্র বলে, *তিনি আমাদের শান্তি।* তিনি নিজে যত ঐশবাস্তবতা তথা তাঁর আপন মন্দির সেই মণ্ডলীকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করলেন, যাতে করে তিনি নিজের সামনে এমন কুমারীরূপেই তাকে এনে দাঁড় করাতে পারেন, যার কোন কলঙ্ক বা বলিরেখা বা অন্য ধরনের খুঁত নেই, বরং পবিত্র ও অনিন্দ্যই যে মণ্ডলী। এইভাবে আমরা সহজে সেই সাইরাস ও তাঁর কর্মকীর্তিতে সকল মর্তবাসীর উপর বর্ষিত ঐশআশিসধারার প্রতীক দেখতে পাই—এই উদ্দেশ্যেই তাঁর সেই সমস্ত কর্মকীর্তির কথা স্মরণ করা হল।

সুতরাং *স্বর্গ আনন্দ করুক,* অর্থাৎ আনন্দ করুন সেই সকল দূত ও মহাদূত যাঁরা স্বর্গীয় নগরীর বাসিন্দা, যাঁরা সেই উজ্জ্বল ও গৌরবময় বাসস্থানের অধিবাসী! বলতে চাই, আমাদের সকলের ত্রাণকর্তা সেই খ্রীষ্টের মাধ্যমে

ঈশ্বরের কাছে পথভ্রষ্ট যত মানুষের ফিরে যাওয়া, অন্ধদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া দৃষ্টিশক্তি, এক কথায় যারা হারিয়ে গেছিল তাদের সকলের পরিত্রাণ, স্বর্গীয় আত্মাগুলির কাছেও এ হল আনন্দের বিষয়। বস্তুতপক্ষে তাঁরা যখন একজনমাত্র অনুতপ্ত পাপীর জন্য আনন্দ করেন, তখন আমরা কি করে সন্দেহ করতে পারি যে সমগ্র জগতের পরিত্রাণ দেখে তাঁরা আনন্দিত ও উল্লসিত হবেন না? এজন্য লেখা রয়েছে, *হে স্বর্গ, ঊর্ধ্ব থেকে শিশিরপাত কর; মেঘমালা সেই ধর্মাত্মাকে করুক বর্ষণ।* আমরা বলি, দয়াই হল সেই ভালবাসা, যে ভালবাসা বিধানের পূর্ণতা এনে দেয়, কেননা দয়া হাত মিলিয়ে চলে সুসমাচারের সেই ধর্মময়তার সঙ্গে, খ্রীষ্ট নিজেই যার দাতা ও গুরু হয়ে উঠলেন। এমনকি একথাও বলতে পারি যে, যে দয়া ও ধর্মময়তা মর্তের বুকে জন্ম নিয়ে অঙ্কুরিত হয়, তা হল স্বয়ং প্রভু যীশুখ্রীষ্ট। কেননা পিতা ঈশ্বর তাঁকে আমাদের দয়া ও ধর্মময়তা করে তুললেন—আর সত্যিই আমরা তাঁর মধ্যে দয়া পেয়েছি এবং অতীত অপরাধের ক্ষমালাভ গুণে ধর্মময় হয়ে উঠে তাঁর কাছ থেকে পরিত্রাণের পথ সেই ধর্মময়তাও পেয়েছি যা আমাদের সমস্ত মঙ্গলদানের উত্তরাধিকারী করতে পারে।

মর্তের বুককে ধর্মময়তা অঙ্কুরিত করার আদেশ দেওয়া হল, একথা যদি কারও মনে অদ্ভুত লাগে, তাহলে সে স্মরণ করুক যে সামসঙ্গীত-মালার রচয়িতা পিতা ঈশ্বর ও স্বয়ং ইম্মানুয়েল সম্বন্ধে একথাও বলেন, *তিনি মর্তের বুকে সাধন করলেন পরিত্রাণ।* খ্রীষ্ট দেহকে স্বর্গ থেকে নিয়ে এসেছিলেন এমন নয়, তিনি বরং মর্তবাসী সাধারণ একটি নারীর গর্ভে জন্ম নিলেন। তাই যখন তাঁকে মর্তের ফল ও অঙ্কুর বলা হয়, তখন বুঝতে হয় যে দেহের দিক দিয়ে তিনি মর্তবাসী এমন নারীর গর্ভে জন্ম নিলেন যিনি এ বিশেষ কাজের জন্য মনোনীতা হয়েছিলেন।

শ্লোক সাম ৯৬:১১; ইসা ৪৯:১৩; সাম ৭২:৭

প্র আকাশমণ্ডল আনন্দ করুক, পৃথিবী মেতে উঠুক, আনন্দচিৎকারে ফেটে পড়, পর্বতমালা,
উ কারণ প্রভু তাঁর আপন জনগণকে সান্ত্বনা দেন, তাঁর দীনদুঃখীদের স্নেহ করেন।
প্র তাঁর জীবনকালে ধর্মময়তা হবে প্রস্ফুটিত, মহাশান্তি হবে বিরাজিত।
উ কারণ প্রভু তাঁর আপন জনগণকে সান্ত্বনা দেন, তাঁর দীনদুঃখীদের স্নেহ করেন।

১৮ই ডিসেম্বর

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ইসা ৪০:১২-১৮,২১-৩১

ঈশ্বরের মহত্ত্ব

নিজ করতলে কেবা মেপেছে জলরাশি,
  বিঘত দিয়ে নিরূপণ করেছে আকাশমণ্ডল?
  এক পাত্রে কেবা ধরে রেখেছে পৃথিবীর ধুলা,
  দাঁড়িপাল্লায় ওজন করেছে পাহাড়পর্বত,
  তুলাদণ্ডে উপপর্বত সকল?
প্রভুর আত্মাকে কেইবা দিয়েছে নির্দেশ,
  কিংবা পরামর্শদাতা রূপে তাঁকে কেইবা দিয়েছে জ্ঞান?
এমন কার্ কাছেই বা তিনি পরামর্শ চাইলেন,
  সে যেন তাঁকে বুদ্ধি দেয় ও শেখায় ন্যায়-পথ,
  তাঁকে যেন জ্ঞানশিক্ষা দেয় ও দেখায় সদ্বিবেচনার পথ?
সত্যি, দেশগুলি কলসির এক জলবিন্দুরই মত,
  তুলাদণ্ডে ধূলিকণার মতই গণ্য তারা;
  সত্যি, পাতলা ধুলার মতই তিনি তুলে ধরেন যত দ্বীপ।

লেবানন যথেষ্ট নয় ইন্ধনের জন্য,
তার যত পশুও যথেষ্ট নয় আহুতির জন্য।
তাঁর সামনে কিছুই তো নয় সকল দেশ,
তাঁর কাছে অসারের চেয়েও অসার আর শূন্যতা বলেই গণ্য তারা।
তোমরা কার্ সঙ্গেই বা ঈশ্বরের তুলনা করবে?
তাঁর মত ব'লে কোন্ মূর্তিই বা উপস্থিত করবে?
তোমরা কি জান না?
তোমরা কি শোননি?
আদি থেকে কি একথা তোমাদের জানানো হয়নি?
তোমরা কি পৃথিবীর ভিত্তি বোঝনি?
তিনিই পৃথিবীর ঊর্ধ্বচক্রের উপরে সমাসীন!
সেখান থেকে তাঁর চোখে মর্তবাসীরা পঙ্গপালমাত্র।
তিনি আকাশমণ্ডল চাঁদোয়ার মত বিছিয়ে দেন,
তাঁর আপন নিবাস-তাঁবুর মত তা বিস্তার করেন।
তিনি প্রতাপশালীদের বিলুপ্ত করেন,
পৃথিবীর শাসকদের নিশ্চিহ্ন করেন।
তারা এখনও রোপিত হয়নি,
এখনও তাদের বোনা হয়নি,
তাদের মূলকাণ্ডও এখনও মাটিতে শিকড় গাড়েনি,
অমনি তিনি তাদের উপর ফুৎকার দেন আর তারা শুকিয়ে যায়,
ঘূর্ণিবায়ু তাদের খড়কুটোর মত উড়িয়ে দেয়।
'তোমরা কার্ সঙ্গে আমার তুলনা করবে?
কেইবা আমার মত?'—সেই পবিত্রজন বলছেন।
ঊর্ধ্বের দিকে চোখ তুলে দেখ:
এই সমস্ত কিছু কে সৃষ্টি করেছেন?
তিনি তাদের বাহিনী সঠিক সংখ্যা অনুসারে বের করে আনেন,
সকলের নাম ধরে তাদের আহ্বান করেন,
তাঁর সর্বশক্তি ও তাঁর প্রবল পরাক্রম গুণে
তাদের একটাও অনুপস্থিত নয়!
তবে, যাকোব, তুমি কেমন করে বলতে পার,
তুমিও, ইস্রায়েল, কেমন করে বলতে পার:
'আমার পথ প্রভুর কাছ থেকে গুপ্ত,
আমার অধিকার আমার পরমেশ্বরের অবহেলার বিষয়?'
তোমরা কি জান না? তোমরা কি শোননি?
প্রভুই সনাতন পরমেশ্বর,
তিনিই পৃথিবীর প্রান্তের সৃষ্টিকর্তা।
তিনি ক্লান্তও হন না, শ্রান্তও হন না,
তাঁর বুদ্ধি অনুসন্ধানের অতীত।
তিনি ক্লান্তকে শক্তি দেন,
শক্তিহীনের বল বৃদ্ধি করেন।
তরুণেরা ক্লান্ত শ্রান্ত হয়,
যুবকেরা হোঁচট খেয়ে লুটিয়ে পড়ে;

কিন্তু যারা প্রভুতে আশা রাখে, তারা নবীন শক্তি লাভ করবে,
তারা ঈগলের মত ডানা মেলবে,
দৌড়লে শ্রান্ত হবে না,
হাঁটলে ক্লান্ত হবে না।

শ্লোক রো ১১:৩৪; ইসা ৪০:১৪

℣ কেবা জেনেছে প্রভুর মন? কেবা হয়েছে তাঁর মন্ত্রণাদাতা?
℟ কেইবা প্রথমে তাঁকে কিছু দান করেছে সে যেন পেতে পারে প্রতিদান?
℣ কার্ কাছেই বা ঈশ্বর পরামর্শ চাইলেন, সে যেন তাঁকে জ্ঞানশিক্ষা দেয় ও দেখায় সদ্বিবেচনার পথ?
℟ কেইবা প্রথমে তাঁকে কিছু দান করেছে সে যেন পেতে পারে প্রতিদান?

দ্বিতীয় পাঠ - মহাপ্রাণ সাধু লিওর পত্রাবলি **পত্র ৩১:২-৩**

আমাদের পুনর্মিলনের সাক্রামেন্ত

ধন্যা কুমারী মারীয়ার সন্তান আমাদের সেই প্রভুকে যদি সুসমাচারে দেওয়া সেই বংশতালিকারই মানুষ বলে বিশ্বাস করা না হয়, তাহলে তাঁকে সত্যকার ও প্রকৃত মানুষ বলে স্বীকার করা অর্থহীন। মথি একথা বলেন, *যীশুখ্রীষ্টের বংশতালিকা, যিনি দাউদসন্তান, আব্রাহামসন্তান।* তারপর যীশুর মাতার স্বামী যোসেফ পর্যন্ত বংশতালিকার সূত্র দেখাবার জন্য তিনি তাঁর মানবীয় উৎপত্তির অনুক্রম পালন করেন। অপর পক্ষে লুক সেই বংশপরম্পরা উল্টো দিক থেকে ক্রমাগত ভাবে অনুসরণ ক'রে মানবজাতির স্বয়ং আদিপুরুষ পর্যন্ত ফিরে যান। এইভাবে তিনি দেখাতে চান, প্রথম আদম ও চরম আদম একই স্বরূপের অধিকারী।

অবশ্য ঈশ্বরের পুত্রের সর্বশক্তি মানুষকে শিক্ষা ও ধর্মময়তা দান করার জন্য সেই মানবীয় আকারেই আবির্ভূত হতে পারত, ঠিক যেইভাবে কুলপতি ও নবীদের কাছে আবির্ভূত হয়েছিল সেসময় যখন তাঁদের সঙ্গে কুশতিযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিল, কথোপকথন করেছিল, তাঁদের আতিথ্য গ্রহণ করেছিল, এমনকি তাঁদের পরিবেশন করা খাদ্যও খেয়েছিল। কিন্তু সেই সমস্ত প্রতিমূর্তি ছিল এই মানুষের একটা চিহ্নমাত্র, যে মানুষের সেই রহস্যময় চিহ্নের পূর্বঘোষণা অনুসারে পূর্বপুরুষদের বংশ থেকে সত্যকার স্বরূপ ধারণ করার কথা ছিল। কোন প্রতিমূর্তি অনাদিকাল থেকে নিরূপিত আমাদের পুনর্মিলনের সাক্রামেন্তের পূর্ণতা দিতে পারত না, কেননা পবিত্র আত্মা তখনও কুমারীর উপরে নেমে আসেননি, পরাৎপরের শক্তিও তখনও তাঁর উপর ছায়া বিস্তার করেননি যার ফলে প্রজ্ঞা তাঁর অক্ষুণ্ন গর্ভে নিজের জন্য আবাস নির্মাণ করলে বাণী মাংস হতে পারতেন, কালের স্রষ্টা ঈশ্বরের আকার ও দাসের আকার একটিমাত্র ব্যক্তিতে মিলিত করে কালের সীমায় জন্ম নিতে পারতেন, এবং যাঁর দ্বারা সবকিছু হয়েছে তিনি নিজেও সবকিছুর মাঝে জন্ম নিতে পারতেন।

পাপী মানবের সাদৃশ্যে গড়া সেই নবমানুষ যদি আমাদের প্রাচীনতা না বরণ করতেন, এবং পিতার স্বরূপের যিনি সহভাগী তিনি যদি মাতারও স্বরূপের সহভাগী হতে প্রসন্ন না হতেন, যিনি পাপ থেকে মুক্ত একমাত্র ব্যক্তি তিনি যদি আমাদের স্বরূপকে তাঁরই নিজের কাছে সংযুক্ত না করতেন, তবে গোটা মানবজাতি শয়তানের অধীনে বন্দি অবস্থায় থাকত। তাছাড়া বিজয় যদি আমাদের স্বরূপের বাইরে লাভ করা হত, তাহলে আমরা সেই গৌরবময় বিজেতার বিজয়েরও সহভাগী হতে পারতাম না। কিন্তু এ আশ্চর্য সহভাগিতার ফলে নবজন্ম রহস্য আমাদের উপর উদ্ভাসিত হল, যাতে করে খ্রীষ্টের গর্ভধারণ ও জন্মগ্রহণ যিনি ঘটিয়েছেন, সেই স্বয়ং আত্মার মধ্য দিয়ে আমরাও যেন আত্মিক উৎপত্তির দিক দিয়ে নবজন্ম লাভ করতে পারি। এজন্যই বিশ্বাসীদের সম্বন্ধে সুসমাচার-রচয়িতা বলেন, *রক্তগত জন্মে নয়, মাংসের বাসনায়ও নয়, পুরুষের কামনায়ও নয়, ঈশ্বর থেকেই তারা সঞ্জাত।*

শ্লোক ইসা ১১:১০; লুক ১:৩২ দ্রঃ

℣ এই দেখ! যেসের শিকড় জাতিগুলির পরিত্রাণ দানের জন্যই নেমে আসবেন; দেশগুলি তাঁকে অনুনয় করবে।
℟ তাঁর নাম গৌরবমণ্ডিত হবে।

℣ প্রভু পরমেশ্বর তাঁকে তাঁর পিতৃপুরুষ দাউদের সিংহাসন দান করবেন; তিনি যাকোবকুলের উপর চিরকাল রাজত্ব করবেন।
℟ তাঁর নাম গৌরবমন্ডিত হবে।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ইসা ৪৬:১-১৩

বাবিলনের দেব-দেবীর বিরুদ্ধে বাণী

বেল নুব্জ, নেবো উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে;
তাদের মূর্তিগুলো জন্তুদের ও পশুদের পিঠে ফেলানো;
তোমরা যে বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছিলে,
তা ক্লান্ত পশুর পক্ষেও ভারী।
তারা মিলে উপুড় হয়ে আছে, নুব্জ হয়ে আছে,
তাদের যারা বয়ে বেড়াচ্ছিল, তারা তাদের ত্রাণ করতে পারেনি,
বরং নিজেরাই বন্দিদশায় চলে যাচ্ছে।
হে যাকোবকুল, হে ইস্রায়েলকুলের সকলেই যারা রেহাই পেয়েছ,
তোমরা আমার কথা শোন,
সেই তোমরা, মাতৃগর্ভ থেকেই যাদের আমি বহন করে আসছি,
মাতৃবক্ষ থেকেই যাদের তুলে বহন করা হচ্ছে।
তোমাদের বার্ধক্যকাল পর্যন্ত আমি সেই একই থাকব,
তোমাদের চুল পাকা হওয়া পর্যন্ত আমিই তোমাদের বহন করে চলব।
আগেও যেমন করেছি, তেমনি আমিই তোমাদের তুলে বহন করব;
আমি নিজেই তোমাদের বহন করব, তোমাদের নিষ্কৃতি দেব।
তোমরা কার্ সঙ্গে আমার তুলনা করবে?
আমাকে কার্ সমান করবে?
আমাকে কার্ সদৃশ করলে তোমরা আমাদের উভয়কে সমকক্ষ করবে?
তারা থলি থেকে সোনা ঢালে,
তুলাদণ্ডে রুপোর ওজন নেয়:
স্বর্ণকারকে বানি দেয়, যেন সে এক দেবতা গড়ে,
পরে প্রণত হয়ে তা পূজাই করে;
কাঁধে তুলে নিয়ে তা বয়ে বেড়ায়,
পরে তা তার ভিত্তির উপরে বসিয়ে দেয়, তাতে তা অচল হয়ে দাঁড়ায়,
তার সেই স্থান থেকে আর সরে না।
প্রত্যেকে তার কাছে চিৎকার করে, কিন্তু তা সাড়া দেয় না;
সঙ্কট থেকে কাউকে ত্রাণ করে না।
কথাটা মনে রাখ, পুরুষত্ব দেখাও;
হে বিদ্রোহীর দল, ব্যাপারটা উপলব্ধি কর।
প্রাচীনকালের ঘটনাগুলো স্মরণ কর,
কেননা আমিই ঈশ্বর, আর কেউ নয়;
আমিই পরমেশ্বর, আমার মত কেউ নেই।
আমি আদি থেকেই শেষের পূর্বসংবাদ দিই;
যা এখনও সাধিত নয়, এমন কিছুর সংবাদ বহুদিন আগেই জানিয়ে
আমি বলি: 'আমার পরিকল্পনা স্থির থাকবে,

আমার মনোবাঞ্ছা আমি সিদ্ধ করব!’
আমি পুব থেকে শিকারী পাখিকে,
দূরতম এক দেশ থেকে আমার পরিকল্পনার মানুষকে ডাকি।
আমি যেমন কথা বলেছি, সেইমত ঘটবে;
আমি যেমন কল্পনা করেছি, সেইমত কাজ সাধন করব।
হে অদম্য হৃদয়ের মানুষ,
তোমরা যারা ধর্মময়তা থেকে দূরে রয়েছ, আমাকে শোন।
আমি আমার ধর্মময়তা কাছে নিয়ে আসছি:
তা দূরে নয়, আমার পরিত্রাণ দেরি করবে না।
সিয়োনে আমি পরিত্রাণ,
ইস্রায়েলে আমার গৌরব স্থাপন করব।

শ্লোক ইসা ৪৬:১২,১৩

℟ হে অদম্য হৃদয়ের মানুষ, তোমরা যারা ধর্মময়তা থেকে দূরে রয়েছ, আমাকে শোন।
℣ সিয়োনে আমি পরিত্রাণ, ইস্রায়েলে আমার গৌরব স্থাপন করব।
℟ আমি আমার ধর্মময়তা কাছে নিয়ে আসছি: তা দূরে নয়, আমার পরিত্রাণ দেরি করবে না।
℣ সিয়োনে আমি পরিত্রাণ, ইস্রায়েলে আমার গৌরব স্থাপন করব।

দ্বিতীয় পাঠ - দিওগ্নেতোসের কাছে পত্র **৮:৫–৯:৬**

ঈশ্বর আপন ভালবাসা পুত্রে প্রকাশ করলেন

কোন মানুষ ঈশ্বরকে কখনও দেখেনি, জানেওনি; বরং তিনি নিজেই নিজেকে প্রকাশ করেছেন। তিনি বিশ্বাসের মধ্য দিয়েই নিজেকে প্রকাশ করেছেন, আর শুধু বিশ্বাসের মধ্য দিয়েই ঈশ্বরকে দেখা যেতে পারে। সুতরাং যিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন ও সঠিকভাবে নিরূপণ করেছেন, বিশ্বজগতের স্রষ্টা ও প্রভু সেই পরমেশ্বর আমাদের প্রতি স্নেহশীল শুধু নয়, ধৈর্যশীলও হলেন। আর সত্যি তিনি তা-ই ছিলেন, তা-ই আছেন আর চিরকাল ধরে তা-ই হয়ে থাকবেন—দয়াবান, মঙ্গলময়, ক্রোধমুক্ত, সত্যময়; কেবল তিনিই মঙ্গলময়।

তিনি অপূর্ব ও অনির্বচনীয় একটা পরিকল্পনা করেছিলেন, তবু তিনি শুধু তাঁর পুত্রের কাছে তা জানিয়েছিলেন। অতএব যতদিন তিনি তাঁর সেই প্রজ্ঞাপূর্ণ সঙ্কল্প আবৃত করে রেখেছিলেন, ততদিন মানুষের মনে হচ্ছিল, তিনি যেন আমাদের উপেক্ষাই করেন, যেন আমাদের জন্য তাঁর চিন্তাটুকুও নেই। কিন্তু আদি থেকে তিনি যা যা নিরূপণ করেছিলেন, যখন তাঁর প্রিয় পুত্রের মাধ্যমে সেই সবকিছু প্রকাশ ও ব্যক্ত করলেন, তখন তিনি সে সকল দান আমাদের একভাবেই উপভোগ করতে, দেখতে ও জানতে দিলেন। আমাদের কেউ কি এ সমস্ত কিছু প্রত্যাশা করতে পারত?

তাঁর আপন পুত্রের সঙ্গে এ সবকিছু নিরূপণ করার পর তিনি দেহধারণ-কাল পর্যন্ত এও ঘটতে দিলেন যে, বাসনা ও লালসায় আকৃষ্ট হয়ে আমরা ইচ্ছামত উচ্ছৃঙ্খল উত্তেজনা দ্বারা প্রণোদিত হই। আমাদের পাপাচরণে তিনি তো প্রীত ছিলেন না বটে, আমাদের শুধু সহ্যই করছিলেন। সেই অধর্মের কালে তাঁর সম্মতিও ছিল না বটে, বরং তিনি ইতিমধ্যে ধর্মময়তার কাল প্রস্তুত করছিলেন। এ সবকিছুর অর্থ, আমরা যেন আমাদের কাজকর্ম বিচার-বিবেচনা করে স্বীকার করতে পারতাম যে, সেইসময় আমরা জীবনের অযোগ্যই ছিলাম, আর এখন শুধু ঈশ্বরের কৃপায়ই সেই জীবনের যোগ্য হয়ে উঠলাম। এবং ফলত আমরা যে একা হয়ে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে অক্ষম, একথাও স্পষ্ট বুঝে আমরা যেন স্বীকার করতে পারতাম যে শুধু ঈশ্বরের মহাশক্তি গুণেই সেই ঐশরাজ্যে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়ে উঠলাম।

কিন্তু যখন সেই অধর্মের মাত্রা পূর্ণ হল আর সুস্পষ্ট হল যে, সেই অধর্মের প্রতিফল ছিল শাস্তি ও মৃত্যু, যখন অবশেষে সেই কালই উপস্থিত হল, যে কাল তাঁর প্রসন্নতা ও ক্ষমতা প্রকাশ করার জন্য ঈশ্বর পূর্বনিরূপণ করেছিলেন,—আহা, ঈশ্বরের উদারতা ও ভালবাসা কতই না মহান!—তখন তিনি আমাদের ঘৃণা ও পরিত্যাগ

করেননি, আমাদের অধর্মও মনে রাখেননি, বরং আমাদের প্রতি অসীম ধৈর্যশীল ও করুণাময় বলেই নিজেকে প্রকাশ করলেন: দয়ার বশে তিনি আমাদের সকল পাপ নিজের উপর তুলে নিলেন ও আমাদের মুক্তিপণ হিসাবে তাঁর সেই নিজ পুত্রকে দান করলেন, যিনি পাপীদের জন্য পরমপবিত্রজন, অপরাধীদের জন্য নিরপরাধীজন, অধার্মিকদের জন্য সেই ধর্মময়, ক্ষয়শীলদের জন্য অক্ষয়শীলজন, মরণশীলদের জন্য অমরজন। বস্তুত তাঁর সেই ধর্মময়তা ছাড়া আর কীবা আমাদের পাপরাশিকে আবৃত করতে পারত? ঈশ্বরের পুত্র ছাড়া আর কার্ দ্বারাই বা আমরা পবিত্রীকৃত হতে পারতাম—আমরা যে পাপাচারী, আমরা যে অধর্মে লিপ্ত! আহা, কী মধুর বিনিময়! আহা, কী অবর্ণনীয় ক্রিয়াকান্ড! কী অপ্রত্যাশিত উপকার! একটিমাত্র ধর্মনিষ্ঠের দ্বারা অনেকের অধর্ম মোচন করা হয়, এবং কয়েকজনের ধর্মময়তা অনেক পাপীকে ধর্মময় করে তোলে!

শ্লোক শিষ্য ৪:১২; ইসা ৯:৬

℟ তাঁর হাতে ছাড়া আর অন্য কারও হাতে পরিত্রাণ নেই,
℣ কারণ আকাশের নিচে মানুষের কাছে যত নাম দেওয়া থাকুক না কেন, কেবল এই নামগুণেই আমরা পরিত্রাণ পেতে পারি বলে স্থির করা আছে।
℟ তাঁর নাম হবে 'আশ্চর্য মন্ত্রণাদাতা, শক্তিশালী ঈশ্বর, ভাবীযুগের পিতা, শান্তিরাজ'।
℣ কারণ আকাশের নিচে মানুষের কাছে যত নাম দেওয়া থাকুক না কেন, কেবল এই নামগুণেই আমরা পরিত্রাণ পেতে পারি বলে স্থির করা আছে।

১৯শে ডিসেম্বর

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ইসা ৪১:৮-২০

নব-মুক্তির প্রতিশ্রুতি

হে আমার দাস ইস্রায়েল,
হে যাকোব, যাকে আমি বেছে নিয়েছি,
তুমি যে আমার বন্ধু আব্রাহামের বংশ,
তোমাকেই আমি পৃথিবীর প্রান্ত থেকে শক্ত করে ধরে নিয়েছি,
তোমাকেই দূরতম অঞ্চল থেকে আহ্বান করে বলেছি, 'তুমি আমার দাস,
আমি তোমাকে বেছে নিয়েছি, তোমাকে পরিত্যাগ করিনি।'
ভয় করো না, কারণ আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি;
ব্যাকুল হয়ো না, কারণ আমি তোমার পরমেশ্বর;
আমি তোমাকে শক্তিশালী করে তুলছি, সাহায্যও করছি,
সত্যিই আমার বিজয়ী হাতে তোমাকে ধরে রাখছি।
দেখ, যারা তোমার বিরুদ্ধে রোষ দেখাচ্ছিল,
তারা সকলে লজ্জিত ও অবনমিত হবে;
যারা তোমার সঙ্গে বিবাদ করছিল,
তাদের নিশ্চিহ্ন করা হবে, তাদের বিনাশ হবে।
যারা তোমার বিরোধিতা করছিল,
তুমি তাদের খোঁজ করবে, কিন্তু তাদের উদ্দেশ পাবে না;
যারা তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিল,
তাদের নিশ্চিহ্ন করা হবে, শূন্যই করা হবে।
কেননা আমিই তোমার পরমেশ্বর প্রভু,
আমি তোমার ডান হাত শক্ত করে ধরে আছি,

আমি তোমাকে বলছি, 'ভয় করো না,
আমি তোমার সহায়তা করব।'
হে কীটমাত্র যাকোব,
হে মরাদেহ ইস্রায়েল, ভয় করো না!
আমিই তোমার সহায়তা করব—প্রভুর উক্তি—
ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজনই তোমার মুক্তিসাধক।
দেখ, আমি তোমাকে শস্যমাড়াই-যন্ত্রের তীক্ষ্ণ বহুদন্তময় নতুন গুঁড়ির মত করছি;
তুমি পর্বতগুলো মাড়িয়ে গুঁড়ো করবে,
উপপর্বতগুলো তুষে পরিণত করবে।
তুমি তাদের ঝাড়বে আর হাওয়া তাদের উড়িয়ে নেবে,
ঝড়ো বাতাস তাদের চারদিকে ছড়িয়ে দেবে।
কিন্তু তুমি প্রভুতে উল্লাস করবে,
ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজনে গর্ববোধ করবে।
দীনহীন ও নিঃস্ব জলের সন্ধান করছে, কিন্তু জল নেই;
পিপাসায় তাদের জিহ্বা শুষ্ক হয়েছে;
আমি প্রভু তাদের সাড়া দেব,
আমি ইস্রায়েলের পরমেশ্বর তাদের ফেলে রাখব না।
আমি গাছশূন্য উপপর্বতের উপরে নদনদী উৎসারিত করব,
উপত্যকার মাঝে স্থানে স্থানে ঝরনার জল প্রবাহিত করব;
আমি মরুপ্রান্তরকে জলাশয়ে, শুষ্ক ভূমিকে জলের উৎসধারায় পরিণত করব।
আমি মরুপ্রান্তরে এরস, শিরীষ, গুলমেদি ও জলপাইগাছ রোপণ করব,
মরুভূমিতে দেবদারু, তালিশ ও সরলগাছ পাশে পাশে বসিয়ে রাখব;
যেন তারা দেখে জানতে পারে,
যেন সকলে বিবেচনা করে বুঝতে পারে যে,
প্রভুর হাত এই কাজ সাধন করল,
ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজন এই সমস্ত কিছু সৃষ্টি করলেন।

শ্লোক মথি ১২:১৮; ইসা ৪২:১; দ্বিঃবিঃ ১৮:১৫

℣ এই যে আমার দাস, আমার প্রাণ এঁতে প্রসন্ন,
℟ আমি তাঁর উপর আমার আত্মা প্রেরণ করেছি; সকল দেশের কাছে তিনি নিয়ে যাবেন সুবিচার।
℣ তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমার জন্য তোমার মধ্য থেকে, তোমার ভাইদেরই মধ্য থেকে এক নবীর উদ্ভব ঘটাবেন।
℟ আমি তাঁর উপর আমার আত্মা প্রেরণ করেছি; সকল দেশের কাছে তিনি নিয়ে যাবেন সুবিচার।

দ্বিতীয় পাঠ - তুরিনের ধর্মপাল সাধু মাক্সিমের উপদেশাবলি **উপদেশ ৬১ক:১-৩**

খ্রীষ্ট প্রভুর জন্মোৎসব সন্নিকট

ভাইবোনেরা, আমি নীরব থাকলেও এ শীতকালই আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়, খ্রীষ্ট প্রভুর জন্মোৎসব কাছে এসে গেছে: আসলে এ শেষ দিনগুলিই আমার উপদেশের প্রসঙ্গ নির্দিষ্ট করছে। আপন দুশ্চিন্তা নিয়ে জগৎ এমন আসন্ন কিছু ঘোষণা করছে যা তার নবায়ন ঘটাবে; অধিক ব্যাকুলতার সঙ্গে জগৎ এমন প্রতীক্ষায় রয়েছে যখন উজ্জ্বলতর এক সূর্যের বিভা তার অন্ধকার আলোকিত করবে। দিন ছোট হয়ে যাচ্ছে দেখে জগৎ একদিকে ভয় করছে, তার দৌড় শেষ হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু অন্যদিকে কেমন যেন একটা আশা নিয়ে অনুভব করছে, বছর আপন চক্র পরিবর্তন করতে যাচ্ছে। আর যখন সৃষ্টি তেমন আশা পোষণ করে, তখন আমাদের অন্তরেও আশা জাগে যে আমাদের পাপের অন্ধকারের উপর আলো দিতে খ্রীষ্ট নতুন সূর্যোদয়ের মতই আসবেন, এবং

নবজন্মের উদ্দীপনায় সেই ধর্মময়তার সূর্য আমাদের অন্তর থেকে অপরাধের ঘন রাত্রিকে বিলীন করবেন। আমাদের দৃঢ় আশা, তিনি আমাদের জীবনকে এমন ভয়াবহ খাটো সীমার মধ্যে শেষ হতে দেবেন না, বরং তাঁর শক্তিশালী অনুগ্রহ গুণে তা প্রসারিত করবেন। আর যেহেতু প্রকৃতির লক্ষণগুলি থেকেই আমরা প্রভুর জন্মতিথির একটা পূর্বাভাস পেতে পারি, সেজন্য এসো, আমরাও প্রকৃতির আদর্শ পালন করি: যেমন বড়দিন শুরু ক'রে পৃথিবী দিনের বেলায় বেশি আলো পেতে যাচ্ছে, তেমনি আমরাও যেন আমাদের সদ্‌গুণাবলির মাত্রা প্রসারিত করি; যেমন ধনী নির্ধন উভয়ই বড়দিনের একই আলো উপভোগ করে, তেমনি আমাদের বদান্যতাও যেন অভাবগ্রস্ত ও প্রবাসীদের পর্যন্ত বিস্তারিত হয়; বড়দিন থেকে শুরু ক'রে যেমন পৃথিবী রাত্রির অন্ধকার দূর করে দেয়, তেমনি আমরাও যেন আমাদের কৃপণতার অন্ধকার দূর করে দিই।

অতএব, আমার ভাইবোনেরা, খ্রীষ্টের জন্মতিথিকে সাদর অভ্যর্থনা জানাতে গিয়ে, এসো, উজ্জ্বল নির্মল সজ্জায় নিজেদের সজ্জিত করি—আমি তো দেহের নয়, আত্মারই সজ্জার কথা বলছি। রেশমী কাপড়ের দিকে নয়, ভালবাসার মূল্যবান কাজকর্মের দিকেই আমাদের যত্নবান হতে হবে। সুন্দর কাপড় আমাদের দেহকে পরিবৃত করে বটে, এতে কিন্তু বিবেক কোন অলঙ্কারই পায় না। এমনকি একজনের অন্তর কলুষিত হলে সে সুন্দর সুন্দর কাপড় পরিধান করলে তার দশা আর কতই না শোচনীয় হবে! এসো, আমরা সর্বপ্রথমে অন্তরের কামনা-বাসনা পরিশুদ্ধ করি, এরপর আমাদের বাহ্যিক চেহারা এমনিই সুন্দর দেখাবে। বাহ্যিক সজ্জা যাতে উজ্জ্বল নির্মল দেখায়, আগে আধ্যাত্মিক যত কালিমা ধুয়ে নিতে হবে। আত্মা পাপে কলুষিত হলে ঝকঝকে কাপড় পরা অর্থহীন, কেননা বিবেক অন্ধকারময় হলে গোটা দেহটাও অন্ধকারাচ্ছন্ন।

যাই হোক, বিবেকের কালিমা ধুয়ে নেবার জন্য আমাদের উপায় আছে, কেননা লেখা রয়েছে, *অর্থদান কর, তবেই তোমাদের পক্ষে সবই শুচিশুদ্ধ হয়ে উঠবে।* আহা, এ নির্দেশ কতই না মূল্যবান: হাত অর্থদান করতে করতে হৃদয় শুদ্ধ হয়ে ওঠে।

শ্লোক লুক ১৯:১০; সাম ৮০:২০ দ্রঃ

প্র পরিত্রাণ আসন্ন, মুক্তিদাতা পথে আছেন: গাব্রিয়েল তাঁর সংবাদ দিলেন, মারীয়া তাঁকে গর্ভে ধারণ করলেন।
উ প্রভু যাকে গড়েছিলেন, তিনি সেই পতিত মানুষের মুক্তি পুনঃসাধন করতে আসছেন।
প্র সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর, আমাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত কর; শ্রীমুখ উজ্জ্বল করে তোল, তবেই আমরা পাব পরিত্রাণ।
উ প্রভু যাকে গড়েছিলেন, তিনি সেই পতিত মানুষের মুক্তি পুনঃসাধন করতে আসছেন।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ইসা ৪৭:১,৩খ-১৫

বাবিলনের উপর বিলাপ

নামো! ধুলায় বসো,
  হে কুমারী বাবিলন-কন্যা!
  মাটিতে বসো, সিংহাসন আর নেই,
  হে কাল্‌দীয়দের কন্যা!
  কেননা তোমার এমনটি আর ঘটবে না যে,
  তুমি কোমলা ও সুখভোগিনী বলে অভিহিতা হবে।
'আমি প্রতিশোধ নিতে যাচ্ছি, কেউই রেহাই পাবে না;'
আমাদের মুক্তিসাধক যিনি,
  যাঁর নাম সেনাবাহিনীর প্রভু, তিনি ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজন।
নীরবে বস, অন্ধকারে আশ্রয় নাও,
  হে কাল্‌দীয়দের কন্যা।
  কেননা তুমি রাজ্যগুলির ঠাকুরানী বলে আর অভিহিতা হবে না।

আমি আমার আপন জনগণের উপরে ক্রুদ্ধ ছিলাম,
আমার আপন উত্তরাধিকার অপবিত্র করেছিলাম ;
এজন্য তোমার হাতে তাকে ছেড়ে দিয়েছিলাম ;
কিন্তু তুমি তাদের প্রতি কোন মমতা দেখাওনি,
বরং তার বৃদ্ধদের উপরেও তোমার দুর্বহ জোয়াল ভারী করেছ।
তুমি নাকি ভাবছিলে :
‘চিরকাল ধরেই আমি ঠাকুরানী হয়ে থাকব।’
এই সমস্ত বিষয়ে তুমি কখনও মন দাওনি,
ভবিষ্যতের কথাও চিন্তা করনি।
সুতরাং তুমি এখন একথা শোন, হে বিলাসিনী,
তুমি যে ভরসাভরে বসে বসে ভাবছিলে,
‘আমি ! এবং আমি ছাড়া আর কেউ নেই !
আমি বিধবা হয়ে বসব না,
সন্তানদের মৃত্যুশোকও আমি চিনব না।’
অথচ তোমার বেলায় উভয় ঘটনাই খাটবে—অকস্মাৎ, একদিনেই :
তোমার প্রচুর জাদু সত্ত্বেও,
তোমার বহু মন্ত্রতন্ত্র সত্ত্বেও
সন্তানদের মৃত্যু ও বৈধব্য তোমার উপরে নেমে পড়বে।
তোমার অধর্মে ভরসা রেখে
তুমি ভাবছিলে, ‘কেউই আমাকে দেখতে পাচ্ছে না।’
তোমার প্রজ্ঞা ও তোমার জ্ঞান তোমাকে পথভ্রষ্টা করেছে।
অথচ তুমি নাকি মনে মনে বলছিলে :
‘আমি ! এবং আমি ছাড়া আর কেউ নেই !’
এবার তোমার উপরে এমন অমঙ্গল ঝাঁপিয়ে পড়বে,
যা তুমি মন্ত্রবলে দূর করতে পারবে না ;
তোমার উপরে এমন বিপদ এসে পড়বে,
যা তুমি এড়াতে পারবে না ;
তোমার উপরে এমন আকস্মিক সর্বনাশ নেমে পড়বে,
যার কথা তুমি কল্পনাও করতে পার না।
তোমার তরুণ বয়স থেকে যাতে তুমি শ্রম করে আসছ,
তোমার সেই নানা মন্ত্রতন্ত্র ও বহু জাদু নিয়ে বসেই থাক ;
কি জানি, তোমার উপকার হতেও পারে !
হ্যাঁ, হয় তো তুমি ভয় দেখাতে পারবে !
তোমার বহু জাদু-সভার ফলে তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছ ;
এখন সেই সমস্ত জ্যোতিষী তোমাকে বাঁচাতে এগিয়ে আসুক,
সেই সমস্ত নক্ষত্রদর্শীও, যারা মাসে মাসে তোমাকে বলে
তোমার প্রতি যা যা ঘটবার কথা।
এই যে, ওরা খড়ের মত,
আগুন ওদের পুড়িয়ে ফেলবে ;
অগ্নিশিখার হাত থেকে নিজেদেরও বাঁচাতে পারবে না ;
এ আগুন তাপ পোহাবার অঙ্গার বা সামনে বসবার আগুন নয় !
তরুণ বয়স থেকে যার জন্য তুমি এত শ্রম করেছ,

তোমার সেই সমস্ত জাদুকরের যোগ্যতা তোমার পক্ষে ঠিক তাই হল;
প্রত্যেকে যে যার পথে চলে যায়,
তোমাকে বাঁচাবে, এমন কেউ নেই।

শ্লোক ইসা ৪৯:১৩; ৪৭:৪

℣ সানন্দে চিৎকার কর, আকাশমণ্ডল; পৃথিবী, মেতে ওঠ, আনন্দচিৎকারে ফেটে পড়, পর্বতমালা,
℟ প্রভু তাঁর আপন জনগণকে সান্ত্বনা দেন।
℣ আমাদের মুক্তিসাধক যিনি, যাঁর নাম সেনাবাহিনীর প্রভু, তিনি ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজন।
℟ প্রভু তাঁর আপন জনগণকে সান্ত্বনা দেন।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু ইরেনেউস-লিখিত 'ভ্রান্তমতের বিরুদ্ধে' ৩য় পুস্তক ২০:২-৩

মুক্তিদায়ী দেহধারণ ব্যবস্থা

ঈশ্বরই মানুষের গৌরব; অপরদিকে মানুষই ঈশ্বরের কাজকর্মের, তাঁর সমস্ত প্রজ্ঞা ও শক্তির আধার। যেমন চিকিৎসক রোগীদের মধ্যে আপন দক্ষতা ব্যক্ত করে, তেমনি ঈশ্বর মানুষের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করেন। এজন্য পল বলেন, *ঈশ্বর সকলকেই অবিশ্বাসের মধ্যে আবদ্ধ করেছেন, যেন সকলকেই দয়া দেখাতে পারেন।* তিনি বলতে চান যে ঈশ্বরের প্রতি অবাধ্য হয়ে অমরত্ব থেকে বঞ্চিত হবার পর মানুষ পুত্রের গুণে ও তাঁর মধ্য দিয়ে দত্তকপুত্রত্ব লাভ ক'রে দয়া অর্জন করেছে।

যিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, অর্থাৎ যিনি সর্বশক্তিমান, যিনি সবকিছুর অস্তিত্ব রক্ষা করে থাকেন, সেই ঈশ্বর থেকে ও যা কিছু সৃষ্ট হয়েছে তা থেকে নির্গত গৌরবকে মানুষ যদি অসার দম্ভ ও আস্ফালন না ক'রে গ্রহণ করে, সে যদি বাধ্যতা দেখিয়ে ও ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর ভালবাসায় থাকে, তাহলে মানুষ তাঁর কাছ থেকে মহত্তর গৌরব পাবে, আর তা পেতে পেতে বৃদ্ধিশীল হতে থাকবে যতদিন না তাঁরই সদৃশ হয়ে উঠবে যিনি তার হয়ে মৃত্যু বরণ করলেন।

বস্তুতপক্ষে তিনি নিজে পাপময় মাংসের সাদৃশ্যে এলেন যাতে পাপকে দণ্ডিত করতে পারেন, এমনকি দণ্ডিত ক'রে যাতে সেই পাপকে মানবদেহের বাইরে নিক্ষেপ ক'রে তিনি যেন মানুষকে তাঁরই আপন সাদৃশ্য ধারণ করতে অনুপ্রাণিত করতে পারেন। তিনি মানুষকে ঈশ্বরের অনুকরণ করতে নিয়োগ করেছেন, ঈশ্বরকে দেখবার জন্য তাকে পিতৃসুলভ নিয়ম দিয়েছেন, এবং তাকে পিতাকে পাবার দান মঞ্জুর করেছেন। এসব কিছু করেছেন সেই ঈশ্বরের বাণী যিনি মানুষের ঘরে বাস করলেন ও মানবপুত্র হলেন যেন তিনি পিতার মঙ্গল-ইচ্ছা অনুসারে মানুষকে ঈশ্বরকে অনুভব করতে ও ঈশ্বরকে মানুষের ঘরে বাস করতে অভ্যস্ত করতে পারেন।

এজন্য স্বয়ং প্রভু আমাদের পরিত্রাণের চিহ্নস্বরূপ তাঁকেই দিলেন যিনি কুমারীর গর্ভে জাত ইম্মানুয়েল, কেননা যেহেতু মানুষ নিজে থেকে পরিত্রাণ পেতে অক্ষম ছিল, সেজন্য প্রভু নিজেই ছিলেন মানুষের পরিত্রাণের সাধক। একারণে পল মানুষের দুর্বলতা নির্দেশ করে বলেন, *আমি জানি, আমার মধ্যে—অর্থাৎ আমার মাংসে—মঙ্গল বাস করে এমন নয়,* এর অর্থ, আমাদের পরিত্রাণের মঙ্গল আমাদের কাছ থেকে নয়, ঈশ্বরের কাছ থেকেই আসে। তিনি একথাও বলেন, *দুর্ভাগা যে আমি! মৃত্যু-পরিণামী এই দেহ থেকে কে আমাকে নিস্তার করবে?* এরপর তিনি মুক্তিদাতার কথা অনুমান করেন: তা হল আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের অনুগ্রহ।

স্বয়ং ইসাইয়া একথা বলেন, *সবল হও, দুর্বল যত হাত ও কম্পিত যত হাঁটু; সুস্থির হও, ভীরুহৃদয়, সাহস ধর, ভয় করো না। এই দেখ, আমাদের পরমেশ্বর প্রতিশোধ নিয়ে আসছেন, নিয়ে আসছেন ঐশপ্রতিফল। তিনি নিজে এসে আমাদের পরিত্রাণ করবেন।* এতে প্রকাশ পায়, আমরা নিজে থেকে নয়, বরং সহায়তাদানকারী ঈশ্বর থেকেই পরিত্রাণ লাভ করি।

শ্লোক যেরে ৩১:১০; ৪:৫ দ্রঃ

℣ জাতি-বিজাতি, প্রভুর বাণী শোন, পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত তা প্রচার কর,
℟ সুদূর উপকূলকে বল, আমাদের ত্রাণকর্তা আসছেন!

℟ শুভসংবাদ ঘোষণা কর, তা সকলকে শোনাও, চিৎকার করে তা জ্ঞাত কর;
℣ সুদূর উপকূলকে বল, আমাদের ত্রাণকর্তা আসছেন!

২০শে ডিসেম্বর

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ইসা ৪১:২১-২৯

প্রভু একজন মুক্তিসাধকের প্রতিশ্রুতি দেন

প্রভু একথা বলছেন: 'তোমাদের বিবাদ উপস্থিত কর;'
যাকোবের রাজা বলছেন: 'তোমাদের সমস্ত যুক্তি সামনে আন।'
ওরা সেইসব সামনে নিয়ে এসে
যা যা ঘটতে যাচ্ছে, আমাদের তেমন সংবাদ দিক।
অতীত কালে কী কী ঘটেছে? তা বর্ণনা কর,
যেন আমরা তা বিচার-বিবেচনা করে
স্বীকার করতে পারি যে, সেই সবকিছু সিদ্ধিলাভ করেছে;
কিংবা আসন্ন সমস্ত ঘটনা আমাদের শুনিয়ে দাও,
ভাবীকালে কী কী ঘটবে, তোমরা তেমন সংবাদও দাও,
তবে আমরা স্বীকার করব যে, তোমরা সত্যিই দেবতা।
হ্যাঁ, তোমরা মঙ্গলকর কি অমঙ্গলকর একটা কিছু কর,
আর আমরা ব্যাকুল হয়ে সবাই মিলে অভিভূত হব।
এই যে, তোমরা কিছুই না, তোমাদের কর্ম মূল্যহীন,
তোমাদের যে বেছে নেয়, সে জঘন্য।
উত্তর থেকে আমি একজনের উদ্ভব ঘটিয়েছি, আর সে উপস্থিত হল;
সূর্যোদয়ের দেশ থেকে তাকে নাম ধরে আহ্বান করা হয়েছে;
কুমোর যেমন পা দিয়ে মাটিতে চাপ দেয়,
তেমনি সে প্রতাপশালীদের কাদার মত মাড়িয়ে দেবে।
কে আদি থেকে এর পূর্বসংবাদ দিয়েছে, যেন আমরা তা জানতে পারি?
অতীতেও কে একথা বলেছে, যেন আমরা বলতে পারি, 'একথা ঠিক'?
কেউই এর পূর্বসংবাদ দেয়নি,
কেউই একথা শোনায়নি,
কেউই তোমাদের কথা বলতে শোনেনি।
আমিই প্রথম সিয়োনকে এ সংবাদ দিয়েছি, 'দেখ, এই যে তারা!'
যেরুসালেমকে আমি শুভসংবাদ-দাতা একজনকে প্রেরণ করেছি।
আমি চেয়ে দেখলাম, কেউই নেই,
না, ওদের মধ্যে মন্ত্রণাদাতা এমন কেউ নেই যে,
আমি জিজ্ঞাসা করলে সে আমাকে একটা উত্তর দেবে।
দেখ, ওরা সকলে মিলে কিছুই না,
ওদের কর্ম অসার, ওদের যত দেবমূর্তি বাতাস ও শূন্যতামাত্র।

শ্লোক দ্বিঃবিঃ ১৮:১৮; লুক ২০:৯; যোহন ৬:১৪

℟ আমি তাদের মধ্যে এক নবীর উদ্ভব ঘটাব; তাঁর মুখে আমার বাণী রেখে দেব।
℣ আমি তাঁকে যা কিছু আজ্ঞা করব, তা তিনি তাদের বলবেন।

প্র আমি আমার আপন প্রিয় পুত্রকে প্রেরণ করব। ইনি সত্যি সেই নবী জগতে যিনি আসছেন।
উ আমি তাঁকে যা কিছু আজ্ঞা করব, তা তিনি তাদের বলবেন।

দ্বিতীয় পাঠ - ইসাইয়ার পুস্তকে আলেক্‌জান্দ্রিয়ার ধর্মপাল সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা ৪র্থ পুস্তক ৪

আমাদের-সঙ্গে-ঈশ্বর সংক্রান্ত প্রতিশ্রুতি

নবী ইসাইয়ার পুস্তকে লেখা আছে, *দেখ, কুমারীটি গর্ভবতী হয়ে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে, তাঁর নাম রাখবে ইম্মানুয়েল।* অথচ ঈশ্বরজননী ধন্যা মারীয়ার কাছে এ রহস্য প্রকাশ ক'রে গাব্রিয়েল দূত তাঁকে বলেন, *ভয় করো না, মারীয়া; তুমি তো ঈশ্বরের কাছে অনুগ্রহই পেয়েছ। দেখ, গর্ভধারণ করে তুমি একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে, ও তাঁর নাম যীশু রাখবে, কারণ তিনিই নিজ জনগণকে তাদের পাপ থেকে ত্রাণ করবেন।*

তা কেমন করে হতে পারে? স্বর্গদূতের সংবাদ ও নবীর বাণী কি ভিন্ন? না। আত্মার আবেশে রহস্যের কথা বলতে গিয়ে ঈশ্বরের নবী ভবিষ্যদ্বাণী দিলেন, ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে থাকবেন; যে নামে তাঁকে সম্বোধন করেন সেই ইম্মানুয়েল নাম নির্দেশ করে যে তাঁর ঐশস্বরূপ মানবস্বরূপের সঙ্গে রহস্যময়ভাবে যুক্ত। অপরদিকে স্বর্গদূত এমন নাম প্রকাশ করেন, যে নাম তাঁর কাজ ও প্রেরণকর্মই চিহ্নিত করে: আপন জনগণকে পরিত্রাণ করেন বিধায় তিনি পরিত্রাতা বলে অভিহিত।

যে ক্ষণে তিনি আমাদের খাতিরে এ মানবজন্মে নিজেকে অধীনস্থ করেছিলেন, সেই ক্ষণে স্বর্গের এক বিরাট দূতবাহিনী রাখালদের কাছে শুভ আনন্দদায়ী ঘটনাটিকে জানিয়ে বলেছিলেন, *ভয় করো না, কেননা দেখ, আমি তোমাদের এমন মহা আনন্দের শুভসংবাদ জানাচ্ছি, যে আনন্দ সমস্ত জনগণেরই হবে: আজ দাউদ-নগরীতে তোমাদের জন্য এক ত্রাণকর্তা জন্মেছেন—তিনি খ্রীষ্ট প্রভু।* স্বরূপে আমাদের-সঙ্গে-ঈশ্বর হলেন অর্থাৎ মানুষ হলেন বিধায় তিনি ইম্মানুয়েল বলে অভিহিত; আবার তিনি যীশু বলেও অভিহিত কেননা মানুষ-হওয়া-স্বয়ং-ঈশ্বর বিধায় তাঁর জগৎকে ত্রাণ করার কথা। মানবস্বরূপে তাঁর জন্মলগ্নে তাঁকে নাম ধরেই সম্বোধন করা হল; মাংসগত জন্মগ্রহণের আগে বাণী-ঈশ্বরকে খ্রীষ্ট বলে সম্বোধন করা উচিত ছিল না: তিনি তো তখনও অভিষেক গ্রহণ করেননি, তাই কেমন করে তাঁকে খ্রীষ্ট অর্থাৎ অভিষিক্ত বলে সম্বোধন করা যেতে পারত? কিন্তু তিনি যখন আমাদের মানবস্বরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখনই তিনি সেই নাম লাভ করলেন যে নাম তাঁর মানবজন্ম অনুসারে উপযুক্ত নাম। তখন তাঁর মুখ যেন *তীক্ষ্ণ খড়্গের মত* হয়ে গেল; এও সত্য। স্বয়ং নবী ইসাইয়া এবিষয়ে বলেন, *ধর্মময়তা হবে তাঁর কোমরের বন্ধনী, বিশ্বস্ততা হবে তাঁর সজ্জা; নিজ মুখের ফুৎকারে তিনি দুর্জনকে ধ্বংস করবেন।* খ্রীষ্টের মুখ দিয়ে প্রচারিত সুসমাচারের সেই ঐশবাণী ছিল শয়তানের অত্যাচারের বিরুদ্ধে, *এ অন্ধকারময় জগতের অধিপতিদের তথা মন্দাত্মাদের বিরুদ্ধে* একটা তীক্ষ্ণ ও প্রবল খড়্গ। তিনি ভুলভ্রান্তির অন্ধকার বিলীন করে সকল মানুষের অন্তরে ঈশ্বর সংক্রান্ত সত্যজ্ঞানের এক রশ্মি সঞ্চার করলেন; আমাদের সকলকে পুণ্যাচরণে প্রীত করে তিনি জগৎকে সদাচরণের অভ্যাসে উদ্দীপিত করলেন; বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে দুর্জনকে ধর্মময় ক'রে ও বিশ্বাসে নবাগত সকলকে পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ ক'রে তিনি বিশ্বপাপকে ছিন্ন করে প্রায় ধ্বংসই করলেন। নবাগতদের তিনি ঈশ্বর-সন্তান হওয়ার অধিকার দান করেন, সংগ্রামে তাদের অন্তরে প্রবল ও সাহসী প্রাণ সঞ্চার করেন, এবং তাদের হাতে আত্মার খড়্গ তথা ঐশবাণীকে দেন, যত শত্রু একসময় সংগ্রামে তাদের উপর বিজয়ী ছিল, তাদের প্রতিরোধ ক'রে তারা যেন অবাধে ধাবিত হতে পারে সেই লক্ষ্যের পুরস্কারেরই দিকে যা দেবার জন্য ঊর্ধ্বলোকে ঈশ্বর আমাদের আহ্বান করেন।

শ্লোক ইসা ৭:১৪; ৯:৫,৬; লুক ১:৩২-৩৩ দ্রঃ

প্র দেখ, কুমারীটি গর্ভবতী হয়ে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবেন;—প্রভুর উক্তি;
উ তাঁর নাম হবে 'আশ্চর্য মন্ত্রণাদাতা, শক্তিশালী ঈশ্বর'।
প্র তিনি দাউদের সিংহাসন গ্রহণ করে চিরকাল রাজত্ব করবেন।
উ তাঁর নাম হবে 'আশ্চর্য মন্ত্রণাদাতা, শক্তিশালী ঈশ্বর'।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ইসা ৪৮:১-১১

চরমকালের একমাত্র প্রভু যিনি
তিনি ঈশ্বর

যাকোবকুল, একথা শোন,
হ্যাঁ, তোমরা যারা ইস্রায়েল নামে অভিহিত,
যুদা-বংশ থেকে যাদের উদ্ভব,
যারা প্রভুর নামের দিব্যি দিয়ে শপথ করে থাক,
যারা ইস্রায়েলের পরমেশ্বরকে ডাক,
—কিন্তু সততায় নয়, সরলতায় নয়—
কারণ তোমরা পবিত্র নগরীর মানুষ বলে পরিচয় দাও,
এবং ইস্রায়েলের সেই পরমেশ্বরের উপর নির্ভর কর,
সেনাবাহিনীর প্রভু যাঁর নাম।
আমি তো সেকাল থেকেই অতীত ঘটনার পূর্বসংবাদ দিয়েছিলাম,
সেগুলি আমার মুখ থেকে নির্গত হয়েছিল,
আমি সেই সমস্ত কিছু শুনিয়েছিলাম;
আমি অকস্মাৎ কাজ সাধন করলাম, আর সেগুলি উপস্থিত হল।
কারণ আমি জানতাম যে, তুমি জেদি,
তোমার গ্রীবা লোহার ডাণ্ডার মত,
তোমার কপাল ব্রঞ্জেরই কপাল!
আমি সেকাল থেকে তোমাকে তার পূর্বসংবাদ দিয়েছিলাম,
ঘটবার আগেই তা তোমার কাছে শুনিয়েছিলাম,
যেন তুমি না বলতে পারতে, 'আমার দেবমূর্তিই এসব করেছে,
আমার প্রতিমা, আমার ছাঁচে ঢালাই করা প্রতিমূর্তিই এসবের আজ্ঞা দিয়েছে।'
তুমি তো এর পূর্বসংবাদ শুনেছিলে, এর সিদ্ধিও এখন দেখতে পাচ্ছ;
তুমি কি তা স্বীকার করবে না?
এখন আমি তোমাকে এমন নতুন ও রহস্যময় বিষয়ের কথা শোনাব,
যা তুমি কল্পনাও করতে পার না।
এই সমস্ত কিছু এখনকার সৃষ্টি, আগেকার নয়;
আজকের আগে তুমি তার বিষয়ে কিছুই শোননি,
পাছে তুমি বল, 'এ আগেও জানতাম।'
না, তুমি তা কখনও শোননি, কখনও জাননি,
তোমার কান অনেক দিন থেকেই উন্মুক্ত নয়,
কেননা আমি জানতাম যে, তুমি নিতান্ত ধূর্ত,
মাতৃগর্ভে থাকতেই তুমি বিদ্রোহী বলে পরিচিত।
আমার নামের খাতিরেই আমার ক্রোধ সংযত রাখব,
আমার সম্মানের খাতিরেই তোমার ব্যাপারে মুখে বল্গা দেব,
পাছে তোমাকে উচ্ছেদ করি।
দেখ, আমি তোমাকে খাঁটি করেছি, কিন্তু রুপোর মত নয়;
দুঃখ-জ্বালার হাপরেই তোমাকে যাচাই করেছি।
আমার নিজের খাতিরে, কেবল নিজেরই খাতিরে তেমনটি করছি;

কেমন করে নিজেকে অপবিত্র হতে দেব?
আমার আপন গৌরব আমি অন্যকে দেব না!

শ্লোক ইসা ৪৮:১০-১১; ৫৪:৮ দ্রঃ

℣ আমি দুঃখ-জ্বালার হাপরেই তোমাকে যাচাই করেছি। আমার নিজের খাতিরে, কেবল নিজেরই খাতিরে তেমনটি করছি:
℟ আমার আপন গৌরব আমি অন্যকে দেব না!
℣ আমি ক্রোধের আবেশে এক মুহূর্তের জন্য তোমা থেকে শ্রীমুখ লুকিয়েছিলাম, কিন্তু চিরকালীন কৃপায় তোমাকে স্নেহ করেছি।
℟ আমার আপন গৌরব আমি অন্যকে দেব না!

দ্বিতীয় পাঠ - ৪৯ নং সামসঙ্গীতে সাধু যোহন খ্রীসোস্তমের ব্যাখ্যা **১-২**

প্রভুর দ্বিবিধ আগমন

নবী বলেন, *পরমেশ্বর প্রকাশ্যে আসবেন।* তোমার মনে কি এ প্রশ্ন জাগে যে হয় তো তিনি অন্যভাবেই এলেন? হ্যাঁ, তিনি অন্যভাবেই এলেন। তাঁর প্রথম আগমন নীরব ছিল; এমন আগমন যা প্রায় সকলেরই কাছে গোপন ছিল এবং অনেক বছর ধরে অজানাও থাকল। কিন্তু যখন তাঁর গর্ভবতী কুমারীও তাঁর রহস্যের কথা জানতেন না, তাঁর আপনজনেরাও তাঁকে বিশ্বাস করত না, এবং যিনি তাঁর পিতা বলে গণ্য ছিলেন যখন তিনিও তাঁকে তেমন উচ্চতম ব্যক্তি বলে মানতেন না, তখন কেনই বা আমি বলেছি, তাঁর আগমন প্রায় সকলেরই কাছে গোপন ছিল?

আমি কয়েকজন মানুষের কথা উল্লেখ করেছি, কিন্তু শয়তান নিজেও জানত না তিনি কে। সে যদি জানত, তাহলে বহুবছর পর সেই পর্বতচূড়ায় সে তাঁকে জিজ্ঞাসা করত না তিনি ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন কিনা; তিন তিনবারই সে এ প্রশ্ন রেখেছিল! যোহন তাঁর পরিচয় প্রকাশ করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু যীশু তাঁকে বললেন, *এবারের মত থাক্*, অর্থাৎ এবারের মত কিছুই বলো না; আমার দেহধারণ রহস্য প্রকাশ করার সময় এখনও আসেনি, এমনকি শয়তানের কাছেও আমি একথা গোপন রাখতে চাই। চুপ কর। চুপ করা উচিত।

খ্রীষ্ট পৃথিবীতে এলেন এমন এক পালকের মত যে হারানো মেষ খোঁজ করে বেড়াচ্ছে; বিদ্রোহী সৃষ্টজীবকে ধরবার জন্যই তিনি নিজের পরিচয় গোপন রাখলেন। যেমন চিকিৎসক সতর্ক থাকেন রোগী যেন প্রথম থেকেই উদ্বিগ্ন না হয়ে ওঠে, তেমনি সেই পরিত্রাতা নিজেকে সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাশ করতে চাইলেন না, বরং আস্তে আস্তেই তা করলেন। এ নীরব আগমনের কথা ইঙ্গিত করে নবী বলেন, *তিনি নেমে আসবেন মেষলোমের উপর বৃষ্টির মত, পৃথিবীর উপর ধারাপতনের মত।*

মহা কোলাহল, ভূমিকম্প, বিদ্যুৎ-ঝলক, আকাশের নানা ধরনের আলোড়নের মধ্যে বজ্রনাদের সঙ্গে তিনি তো এলেন না। দূতবাহিনীর সঙ্গেও এলেন না, মেঘবাহনে অবতীর্ণ হবার জন্য তিনি আকাশমণ্ডলকেও বিদীর্ণ করলেন না। না! তিনি নীরবেই এলেন। নয় মাস তাঁকে কুমারীর গর্ভে বরণ করা হল। তিনি ছুতোরের সন্তানের মতই জন্ম নিলেন; তাঁকে একটা জাবপাত্রেই রাখা হল। তিনি নবজাত শিশুর কাঁথার মধ্যে থাকতেও তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলছিল, যার ফলে তিনি মায়ের সঙ্গে মিশরে পালিয়ে গেলেন। তারপর, অমন বড় হত্যাকাণ্ডের সাধকের মৃত্যু হলে তিনি ফিরে এসে সব দিক দিয়ে সাধারণ মানুষের মতই ঘুরতে ঘুরতে জীবনযাপন করে চললেন।

দ্বিতীয় বারের মত কিন্তু তিনি এভাবে আসবেন না। সেই আগমন এতই প্রকাশ্য হবে যে তা ঘোষণা করার প্রয়োজন হবে না। তা যে কত প্রকাশ্য হবে, বিষয়টা তিনি নিজেই প্রকাশ করলেন: *তারা যদি বলে তিনি ঘরের ভিতরে আছেন, তোমরা ভিতরে যেয়ো না; যদি বলে তিনি মরুপ্রান্তরেই আছেন, তোমরা বেরিয়ে পড়ো না। কেননা বিদ্যুৎ-ঝলক যেমন পুব থেকে পশ্চিমে আকাশ পার হয়, তেমনি হবে মানবপুত্রের সেই আগমন।* তা প্রকাশ্যই হবে, নিজের কথা নিজেই প্রচার করবে।

শ্লোক সাম ২৫:৯-১০; জাখা ৭:৯

℟ প্রভু ন্যায়মার্গে বিনম্রদের চালনা করেন, বিনম্রদের শিখিয়ে দেন তাঁর আপন পথ।
℟ যারা তাঁর সন্ধি পালন করে, তাদের জন্য প্রভুর সকল পথ কৃপা ও সত্যেরই পথ।
℟ তোমরা ন্যায়বিচার সম্পাদন কর, প্রত্যেকে একে অপরের প্রতি সহৃদয়তা ও করুণা দেখাও।
℟ যারা তাঁর সন্ধি পালন করে, তাদের জন্য প্রভুর সকল পথ কৃপা ও সত্যেরই পথ।

২১শে ডিসেম্বর

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ইসা ৪২:১০-২৫

ত্রাণকর্তা ঈশ্বরের স্তুতিগান ; ইস্রায়েল জাতির অন্ধতা

প্রভুর উদ্দেশে গাও নতুন গান,
পৃথিবীর প্রান্তসীমা থেকে ধ্বনিত হোক তাঁর প্রশংসাগান ;
তাঁর স্তুতিগান করুক সাগর ও তার গভীরে যা কিছু আছে,
দ্বীপপুঞ্জ ও তার যত অধিবাসী।
মেতে উঠুক প্রান্তর ও তার যত শহর, কেদারের যত বাসস্থান,
শেলা-বাসীরা আনন্দধ্বনি তুলুক,
পর্বতচূড়া থেকে চিৎকার করুক।
তারা প্রভুতে আরোপ করুক গৌরব,
দ্বীপগুলিতে প্রচার করুক তাঁর প্রশংসাবাদ।
বীরের মত বেরিয়ে আসছেন প্রভু,
যোদ্ধার মত নিজ উদ্যোগ করেন উত্তেজিত,
জয়ধ্বনি করেন, রণনিনাদ তোলেন,
নিজ বীরত্ব দেখান শত্রুদের উপর।
বহুদিন ধরে আমি চুপ করে থাকলাম,
নীরব থাকলাম, নিজেকে সংযত রাখলাম ;
হাঁপ ধরে দীর্ঘশ্বাস ফেলে এখন
প্রসবিনী নারীর মত চিৎকার করব।
পর্বত-উপপর্বত উচ্ছন্ন করে দেব,
তাদের ঘাস শুষ্ক করে ফেলব ;
নদনদী দ্বীপপুঞ্জে পরিণত করব,
জলাশয় শুকিয়ে দেব।
আমি অন্ধ মানুষকে নিয়ে যাব তাদের অজানা পথে,
তাদের অজানা রাস্তায় তাদের চালনা করব ;
তাদের সামনে অন্ধকার আলোতে পরিণত করব,
অসমতল ভূমি করব সমতল।
তেমন কিছুই করব, তা করায় অবহেলা করব না !
যারা দেবমূর্তিতে ভরসা রাখে,
যারা প্রতিমাকে বলে, 'তোমরাই আমাদের দেবতা,'
তারা সকলে লজ্জিত হয়ে পিছনে হটে যাবে।
বধিরসকল, শোন ;

অন্ধেরা, দেখবার জন্য চেয়ে দেখ।
আমার দাস ছাড়া আর অন্ধ কে?
আমার প্রেরিতদূতের মত বধির কে?
আমার প্রিয় বন্ধুর মত অন্ধ কে?
প্রভুর দাসের মত বধির কে?
তুমি তো অনেক কিছু দেখেছ, কিন্তু মন দাওনি ;
তোমার কান খোলা, কিন্তু তুমি শোন না।
আপন ধর্মময়তার খাতিরে
প্রভু বিধানকে মহান ও মহিমময় করতে প্রীত হলেন।
অথচ এরা অপহৃত লুণ্ঠিত এক জাতি,
সকলে গুহাতে ফাঁদে বাঁধা,
সকলে কারারুদ্ধ।
এরা অপহৃত ছিল, আর উদ্ধারকর্তা কেউ ছিল না ;
লুণ্ঠিত ছিল, আর কেউ বলেনি, 'ফিরিয়ে দাও।'
তোমাদের মধ্যে কে এতে কান দেয়?
মনোযোগ দিয়ে কে ভবিষ্যতের জন্য তা শুনে রাখে?
কে যাকোবকে লুটেরাদের হাতে তুলে দিয়েছেন?
ইস্রায়েলকে অপহারকদের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন?
সেই প্রভু কি নয়, যাঁর বিরুদ্ধে আমরা পাপ করেছি?
তারা তাঁর পথে চলতে অসম্মত ছিল,
তাঁর বিধানের প্রতি অবাধ্য ছিল।
এজন্য তিনি তার উপরে
তাঁর জ্বলন্ত ক্রোধ ও যুদ্ধের প্রচণ্ডতা বর্ষণ করলেন।
ফলে তার চারদিকে ঐশক্রোধের আগুন জ্বলে উঠল,
—তা সত্ত্বেও সে বুঝল না ;
সেই আগুন তাকে পুড়িয়ে ফেলল,
—তা সত্ত্বেও সে মনোযোগ দিল না।

শ্লোক ইসা ৪২:১৬; যোহন ৮:১২

℣ আমি অন্ধ মানুষকে নিয়ে যাব তাদের অজানা পথে, তাদের অজানা রাস্তায় তাদের চালনা করব।
℟ আমি তাদের সামনে অন্ধকার আলোতে পরিণত করব, অসমতল ভূমি করব সমতল।
℣ যে কেউ আমার অনুসরণ করে, সে কখনও অন্ধকারে চলবে না।
℟ আমি তাদের সামনে অন্ধকার আলোতে পরিণত করব, অসমতল ভূমি করব সমতল।

দ্বিতীয় পাঠ - ক্লুনির মঠাধ্যক্ষ সাধু অদিলোর উপদেশাবলি **প্রভুর জন্মোৎসব, উপদেশ ১**

খ্রীষ্টই নবীদের ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা

দেখ, আমি প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি—যুগান্ত পর্যন্ত। যখন আমাদের প্রভু তাঁর ভক্তদের সঙ্গে প্রতিদিন থাকবেন বলে প্রতিশ্রুত হলেন, তখন আমরা নিশ্চিত হয়ে এ প্রত্যাশাও রাখতে পারি, তাঁর জন্মতিথিতে তিনি অধিক ঘনিষ্ঠভাবেই আমাদের সঙ্গে থাকবেন। তাঁর সেবা করার জন্য আমাদের একাগ্রতা যতখানি বড়, ততখানি আমরা আমাদের মাঝে তাঁর উপস্থিতি অনুভব করব। হ্যাঁ, তিনিই সেই প্রজ্ঞা যিনি সলোমনের মুখ দিয়ে বলেন, *সমস্ত সৃষ্টির আগে প্রথমজাত রূপেই আমি পরাৎপরের মুখ থেকে নির্গত হলাম, এবং আপন কর্মের সূচনা থেকেই প্রভু আমাকে সৃষ্টি করেছেন, হ্যাঁ, তাঁর কর্মসাধনের প্রারম্ভে—সেসময় থেকে! অনাদিকাল থেকে আমি অভিষিক্ত হয়েছি।* আবার যিনি যেরেমিয়ার পুস্তকে বলেন, *স্বর্গ ও মর্ত কি আমাতে পরিপূর্ণ নয়?*

তিনি হলেন সেই ব্যক্তি যিনি ঈশ্বরের অপরূপ ও রহস্যময় পরিকল্পনা অনুসারে পৃথিবীতে জন্ম নিলেন এবং যাঁকে একটা জাবপাত্রে রাখা হল—সেই একই ব্যক্তি, সলোমনের উক্তি অনুসারে যিনি কালের আগে অনাদিকাল থেকেই বিদ্যমান, এবং ইসাইয়ার কথা অনুসারে *যিনি সর্বত্রই উপস্থিত।*

তিনি সনাতন, তিনি কোন স্থানেও অনুপস্থিত হতে পারেন না। খ্রীষ্টের সনাতন বিদ্যমানতা এবং তাঁর সীমাহীন দিব্য উপস্থিতির বিষয়ে প্রাচীনকালের নবীদের সাক্ষ্য সত্যিই বিশ্বাসযোগ্য ও সত্যাশ্রয়ী; এমনকি সেই অনুপ্রাণিত স্বর্গীয় তুরিধ্বনির ডাকেও প্রমাণিত, *যীশুখ্রীষ্ট এক-ই আছেন, কাল, আজ ও চিরকাল।* আমাদের ত্রাণকর্তা নিজেই সুসমাচারে ইহুদীদের বলেন, *আব্রাহাম জন্মাবার আগে থেকেই আমি আছি।* আব্রাহামের জন্মের আগে থেকে, এমনকি সবকিছু অস্তিত্ব পাবার আগে থেকেই পিতা ঈশ্বরের সঙ্গে অনাদিকাল থেকেই সনাতন বিদ্যমানতার অধিকারী হয়েও তিনি কালের গন্ডিতে আব্রাহামের বংশধর হয়েই জন্ম নিতে চাইলেন—সেই আব্রাহাম যাঁকে পিতা ঈশ্বর বলেছিলেন, *তোমার বংশে পৃথিবীর সকল জাতি আশিসধন্য হবে।*

একই ধরনের প্রতিশ্রুতির মহান অনুগ্রহ ধন্য দাউদকেও মঞ্জুর করা হয়েছিল, *তোমার ঔরসের এক ফল আমি তোমার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করব।*

অন্যান্য পিতৃপুরুষদের চেয়ে এ দু'জন ব্যক্তিই ত্রাণকর্তার আগমনের প্রতিশ্রুতি অধিক স্পষ্টভাবে পেয়েছিলেন বিধায় তাঁরাই আমাদের প্রভুর বংশতালিকায় প্রথম ও প্রধান স্থান পেতে যোগ্য হলেন। মথি-রচিত সুসমাচারের উদ্বোধনী বাণী এরূপ, *যীশুখ্রীষ্টের বংশতালিকা, যিনি দাউদসন্তান, আব্রাহামসন্তান।* নবীদের ভবিষ্যদ্বাণী ও প্রেরিতদূতদের প্রচার, দু'টোই সুসমাচার-রচয়িতার এ পুণ্য বাণীর সঙ্গে মেলে। যখন নবী ইসাইয়ার মুখ দিয়ে পিতা ঈশ্বর বলেছিলেন, *হে আমার দাস ইস্রায়েল, হে যাকোব, যাকে আমি বেছে নিয়েছি, তুমি যে আমার বন্ধু আব্রাহামের বংশ, তোমাকেই আমি পৃথিবীর প্রান্ত থেকে ধরে নিয়েছি,* তখন নবীর এ ভবিষ্যদ্বাণীর অর্থ এ ছিল, ঈশ্বর ও মানবকুলের মধ্যে দেহগত দিক দিয়ে আব্রাহামের বংশ থেকেই সেই মধ্যস্থের জন্মাবার কথা।

সুসমাচার অনুসারে যে জন্মান্ধ লোক অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে মুক্ত হয়ে বিশ্বাসগুণে আলো পেয়েছিল, সেই লোক ঈশ্বরের পুত্রকে দাউদ-সন্তান বলেই অভিহিত করেছিল। সে আধ্যাত্মিক শুধু নয়, দৈহিক দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবার যোগ্য হয়ে উঠেছিল। খ্রীষ্ট প্রভু চান, মানুষ তাঁকে এ নামেই ডাকবে, কেননা তিনি জানেন যে আর অন্য নাম নেই যে নাম গুণে জগৎ পরিত্রাণ পেতে পারে। অতএব, প্রিয় ভ্রাতৃগণ, আমরা যদি তাঁরই দ্বারা পরিত্রাণ পেতে চাই যিনি অনন্য একমাত্র পরিত্রাতা, তাহলে আমাদের এক একজনকেও তাঁকে বলতে হবে, *হে দাউদসন্তান প্রভু, আমাদের প্রতি দয়া কর!* আমেন।

শ্লোক যেরে ২৩:৫-৬

প্/ দেখ, এমন দিনগুলি আসছে—প্রভুর উক্তি—যখন আমি দাউদের জন্য ধর্মময় এক অঙ্কুর উৎপন্ন করব;
তিনি প্রকৃত রাজারূপে রাজত্ব করবেন, হবেন সুবুদ্ধিসম্পন্ন, পৃথিবী জুড়ে ন্যায় ও ধর্মময়তা অনুশীলন করবেন।
উ/ তিনি এ নামেই আখ্যাত হবেন: 'প্রভু-আমাদের-ধর্মময়তা'।
প্/ তাঁর দিনগুলিতে যুদা পরিত্রাণ পাবে ও ইস্রায়েল ভরসাভরে বসবাস করবে;
উ/ তিনি এ নামেই আখ্যাত হবেন: 'প্রভু-আমাদের-ধর্মময়তা'।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ইসা ৪৮:১২-২১; ৪৯:৯খ-১৩

নব মুক্তিদান

হে যাকোব, হে ইস্রায়েল, যাকে আমি আহ্বান করেছি, আমাকে শোন:
আমি, কেবল এই আমিই আদি, আবার আমিই অন্ত।
আমার এই হাত পৃথিবীর ভিত্তি স্থাপন করেছে,
আমার এই ডান হাত আকাশমণ্ডল বিস্তৃত করেছে;
আমি তাদের ডাকলেই তারা সকলে মিলে এসে উপস্থিত হয়।

একত্র হও, তোমরা সকলে, আমাকে শোন ;
তোমাদের মধ্যে কে এই সবকিছুর পূর্বসংবাদ দিয়েছে?
প্রভু যাকে ভালবাসেন,
তেমন ব্যক্তিই বাবিলন ও কাল্‌দীয়-জাতি সম্বন্ধে আমার মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ করবে।
আমি, আমিই কথা বলেছি ; আমিই তাকে আহ্বান করেছি,
তাকে এনেছি, আর তার কর্মকীর্তি সফল হবে।
তোমরা এগিয়ে এসো, এই কথা শোন।
আদি থেকে আমি কখনও গোপনে কথা বলিনি ;
যেসময় এই ঘটনা ঘটে, সেসময় আমি সেখানে উপস্থিত ;
আর এখন প্রভু পরমেশ্বর আমাকে ও তাঁর আত্মাকে প্রেরণ করেছেন।
যিনি তোমার মুক্তিসাধক, ইস্রায়েলের পবিত্রজন,
সেই প্রভু একথা বলছেন :
'আমি প্রভু, তোমার পরমেশ্বর,
আমি তোমার মঙ্গলের জন্য তোমাকে উদ্বুদ্ধ করি,
যে পথে তোমাকে চলতে হয়, সেই পথে আমিই তোমাকে চালনা করি।
আহা ! তুমি যদি আমার আজ্ঞায় মনোযোগ দিতে !
তবে তোমার সমৃদ্ধি হত নদীর মত,
তোমার ধর্মময়তা হত সমুদ্র-তরঙ্গের মত ;
তোমার বংশ হত বালুকার মত,
তোমার ঔরসজাত সন্তানেরা বালুকণার মত ;
আমার সামনে থেকে তোমার নাম
কখনও উচ্ছিন্ন হত না, কখনও লুপ্ত হত না।'

বাবিলন ছেড়ে বেরিয়ে এসো,
কাল্‌দীয়দের কাছ থেকে পালিয়ে যাও ;
আনন্দোচ্ছ্বাসের কণ্ঠে একথা ঘোষণা কর,
তা প্রচার কর,
পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত কথাটা ব্যাপ্ত কর ;
বল : 'প্রভু তাঁর আপন দাস যাকোবের মুক্তি পুনঃসাধন করেছেন।'
মরুপ্রান্তর দিয়ে তিনি তাদের চালনা করতে করতে
তারা কখনও পিপাসিত হল না ;
তাদের জন্য তিনি শৈল থেকে জলস্রোত নির্গত করলেন ;
তিনি শৈল ফাটালেন, জল প্রবাহিত হল।

তারা চরে বেড়াবে যত পথে,
গাছশূন্য সমস্ত পাহাড়ে পাবে চারণভূমি,
তারা কখনও ক্ষুধার্ত তৃষ্ণার্ত হবে না,
উত্তপ্ত বাতাস ও রোদ তাদের কখনও আঘাত করবে না।
কারণ যিনি তাদের প্রতি স্নেহশীল,
তিনি নিজেই তাদের চালনা করবেন,
তিনি তাদের চালিত করবেন জলের উৎসধারার কূলে।
আমি সমস্ত পর্বত পথেই পরিণত করব,
আমার রাস্তা সকল উঁচু করা হবে।

ওই দেখ, এরা দূর থেকে আসছে;
ওই দেখ, ওরা উত্তর ও পশ্চিম থেকে,
আবার ওরা আসুয়ান দেশ থেকে আসছে।

সানন্দে চিৎকার কর, আকাশমণ্ডল; পৃথিবী, মেতে ওঠ,
আনন্দচিৎকারে ফেটে পড়, পর্বতমালা,
কারণ প্রভু তাঁর আপন জনগণকে সান্ত্বনা দেন,
তাঁর দীনদুঃখীদের স্নেহ করেন।

শ্লোক ইসা ৪৯:১৩; সাম ৭২:৭

℟ সানন্দে চিৎকার কর, আকাশমণ্ডল; পৃথিবী, মেতে ওঠ, আনন্দচিৎকারে ফেটে পড়, পর্বতমালা:
℣ প্রভু তাঁর আপন জনগণকে সান্ত্বনা দেন।
℟ তাঁর জীবনকালে ধর্মময়তা হবে প্রস্ফুটিত, মহাশান্তি হবে বিরাজিত।
℣ প্রভু তাঁর আপন জনগণকে সান্ত্বনা দেন।

দ্বিতীয় পাঠ - লুক-রচিত সুসমাচারে সাধু আম্ব্রোজের ব্যাখ্যা **পুস্তক ২:১৯,২২-২৩,২৬-২৭**

এলিজাবেথের গৃহে মারীয়ার গমন

যখন স্বর্গদূত কুমারী মারীয়াকে সেই রহস্যময় সংবাদ দিলেন, তখন একটি চিহ্নের মধ্য দিয়ে তাঁর বিশ্বাস দৃঢ়তর করার জন্য তাঁকে বৃদ্ধা ও বন্ধ্যা একটি নারীর গর্ভধারণের সংবাদ দিলেন, যাতে প্রমাণ করতে পারেন যে ঈশ্বর যা ইচ্ছা করেন তাঁর পক্ষে তা সাধ্য। একথা শুনে মারীয়া রওনা হলেন। তিনি যে দৈববাণী অবিশ্বাস করলেন এমন নয়, সেই সংবাদ সম্বন্ধেও তিনি অনিশ্চিত ছিলেন না, সেই চিহ্ন বিষয়েও তিনি কোন সন্দেহ বোধ করলেন না; বরং প্রতিশ্রুতির জন্য আনন্দিতা হয়ে ও ভক্তির সঙ্গে সেবা করার জন্যই তিনি মনের আনন্দে পাহাড়িয়া অঞ্চলের দিকে ছুটে চললেন। ঈশ্বরে পরিপূর্ণ হওয়ায় তিনি ঊর্ধ্বের দিকে ছাড়া আর কোথায় বা যেতে পারতেন? পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ তো কোন মন্থরতা সহ্য করে না। আর আসলে মারীয়ার গমন ও প্রভুর উপস্থিতির আশীর্বাদ শীঘ্রই ব্যক্ত হল: *এলিজাবেথ মারীয়ার অভিবাদন শোনামাত্র তাঁর গর্ভে শিশুটি উল্লাস করলেন এবং তিনি পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণা হলেন।*

বিভিন্ন শব্দগুলির বিশেষ বিশেষ অর্থের দিকে মনোযোগ দাও। প্রথম এলিজাবেথ কণ্ঠস্বর শুনলেন, কিন্তু যোহনই প্রথম অনুগ্রহ অনুভব করলেন; এলিজাবেথ প্রকৃতির পর্যায়ে শুনলেন, যোহন রহস্য গুণেই উল্লাস করলেন; এলিজাবেথ মারীয়ার আগমন, যোহন প্রভুরই আগমন উপলব্ধি করলেন; নারী আর এক নারীর উপস্থিতি, শিশু আর এক শিশুর উপস্থিতি টের পেলেন; নারী দু'জন পাওয়া অনুগ্রহ সম্বন্ধে কথা বললেন, শিশু দু'জন গর্ভের মধ্যে আপন মাতাদের পক্ষে দয়া রহস্য কার্যকর করেন, ফলে দ্বিবিধ অলৌকিক কাজ গুণে মাতা দু'জন শিশুদের প্রেরণায় নবীয় বাণী উচ্চারণ করেন।

শিশু উল্লাস করলেন, মাতা পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণা হলেন। সন্তানের চেয়ে মাতাই প্রথম পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণা হলেন এমন নয়, বরং সন্তান পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হওয়ায়ই মাতাকেও পরিপূর্ণ করলেন। যোহন উল্লাস করলেন, মারীয়ার আত্মাও উল্লাস করল। যোহন উল্লাস করলে এলিজাবেথ পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণা হলেন, কিন্তু মারীয়া আগে থেকেই পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণা ছিলেন বিধায় তাঁর আত্মাই উল্লাস করল—যিনি বোধের অতীত, তিনি আপন মাতার মধ্যে এমনভাবেই সক্রিয় ছিলেন যা বোধের অতীত: এলিজাবেথ গর্ভধারণের পরে, মারীয়া কিন্তু গর্ভধারণের আগেই পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণা হলেন।

এলিজাবেথ বললেন, *তুমি সুখী; তুমি যে বিশ্বাস করেছ।* তোমরাও কিন্তু সুখী, যারা শুনেছ ও বিশ্বাস করেছ: যে কোন প্রাণ বিশ্বাস করে, সে ঈশ্বরের বাণী গর্ভে ধারণ করে, তাঁকে জন্ম দেয় ও তাঁর কাজ সকল স্বীকার করে।

তোমাদের এক একজনের অন্তরে মারীয়ার প্রাণ থাকুক, সেই প্রাণ যেন প্রভুকে মহিমান্বিত করে; এক একজনের অন্তরে থাকুক মারীয়ার আত্মা, সেই আত্মা যেন ঈশ্বরে উল্লাস করে; যদিও দৈহিক দিক দিয়ে খ্রীষ্টের

একটিমাত্র মাতা আছেন, তবু বিশ্বাসের দিক দিয়ে খ্রীষ্ট হলেন সকলেরই ফল, কেননা প্রতিটি প্রাণ ঈশ্বরের বাণীকে পায়—অবশ্যই, সেই প্রাণ যদি নিষ্কলঙ্ক ও রিপুমুক্ত হয়ে অক্ষুণ্ন শালীনতায় পবিত্রতা বজায় রাখে।

যে কোন প্রাণ তেমন অবস্থায় থাকতে পারলে প্রভুকে মহিমান্বিত করে, যেইভাবে মারীয়ার প্রাণ প্রভুকে মহিমান্বিত করল এবং ত্রাতা পরমেশ্বরে তাঁর আত্মা উল্লাস করল।

প্রভু তো মহিমান্বিত, যেমনটি তোমরা অন্যত্রও পড়েছ, *আমার সঙ্গে প্রভুকে মহিমান্বিত কর।* মানুষের কণ্ঠস্বর ঈশ্বরের মহত্ত্বে অতিরিক্ত কিছু আরোপ করতে পারে এজন্য যে প্রভুকে মহিমান্বিত করা হয় তেমন নয়, বরং আমাদের অন্তরে তাঁকে মহিমান্বিত করা হয়, এজন্যই তিনি মহিমান্বিত। খ্রীষ্ট হলেন ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি, সুতরাং প্রাণ যদি ন্যায্য ও ধর্মময় কিছু করে, তাহলে যাঁর সাদৃশ্যে সে সৃষ্ট হয়েছিল, ঈশ্বরের সেই প্রতিমূর্তিকেই সে মহিমান্বিত করে; আর ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিকে মহিমান্বিত করতে করতে সেই প্রাণ তাঁর মহত্ত্বের সহভাগী হয়ে উন্নতিশীল হয়ে ওঠে।

শ্লোক লুক ১:৪৫,৪৬; সাম ৬৬:১৬ দ্রঃ

℣ তুমি সুখী; তুমি যে বিশ্বাস করেছ, তোমাতেই প্রভুর প্রতিশ্রুতি পূর্ণতা লাভ করবে। তখন মারীয়া বললেন,
℟ প্রভুকে মহিমান্বিত করে আমার প্রাণ।
℣ এসো, শোন, তোমাদের বলব আমার জন্য কী করেছেন ঈশ্বর।
℟ প্রভুকে মহিমান্বিত করে আমার প্রাণ।

২২শে ডিসেম্বর

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ইসা ৪৩:১-১৩

ইস্রায়েলের মুক্তি

এখন একথা বলছেন সেই প্রভু,
যিনি, হে যাকোব, তোমাকে সৃষ্টি করলেন,
যিনি, হে ইস্রায়েল, তোমাকে গড়লেন:
ভয় পেয়ো না, কারণ আমি তোমার মুক্তি সাধন করলাম;
নাম ধরেই তোমাকে ডাকলাম: তুমি তো আমারই।
তোমাকে জলরাশির মধ্য দিয়ে যেতে হলে
আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকব;
নদনদীও তোমাকে নিমজ্জিত করবে না।
তোমাকে আগুনের মধ্য দিয়ে চলতে হলে
তোমার কোন জ্বালা হবে না,
তার শিখা তোমাকে পুড়িয়ে দেবে না;
কেননা আমি প্রভু, তোমার পরমেশ্বর,
ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজন, তোমার ত্রাণকর্তা।
তোমার মুক্তিমূল্য হিসাবে আমি মিশরকে দিয়েছি,
ইথিওপিয়া ও শেবাকে তোমার বদলে দিয়েছি।
যেহেতু তুমি আমার চোখে মূল্যবান,
যেহেতু তুমি মর্যাদার পাত্র, আর আমি তোমাকে ভালবাসি,
সেজন্য আমি তোমার পরিবর্তে মানুষদের,
তোমার প্রাণের বিনিময়ে দেশগুলোকে দিই।

ভয় করো না, আমি তো তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি;
পুব দিক থেকে তোমার বংশকে আনব,
পশ্চিম দিক থেকে তোমাকে জড় করব।
উত্তর দিককে বলব, ‘এদের ছেড়ে দাও!’
দক্ষিণ দিককে বলব, ‘এদের রুদ্ধ রেখো না!’
দূর থেকে আমার সন্তানদের এনে দাও;
পৃথিবীর প্রান্ত থেকে আমার কন্যাদের ফিরিয়ে আন;
সেই সকলকে, যারা আমার নামে অভিহিত,
যাদের আমার গৌরবের খাতিরেই সৃষ্টি করেছি,
গড়েছি, ও নির্মাণ করেছি!
বের করে আন সেই জাতিকে যে অন্ধ, অথচ যার চোখ আছে,
সেই বধিরকেও, অথচ যার কান আছে।
সকল দেশ মিলে একত্র হোক,
জাতিসকল এখানে সমবেত হোক।
তাদের মধ্যে কে এর সংবাদ দিতে পারে?
কে অতীত ঘটনা আমাদের শোনাতে পারে?
নিজ নিরপরাধিতা দেখাতে তারা নিজেদের সাক্ষীদের উপস্থিত করুক,
যেন অন্যরা শুনে বলতে পারে, ‘কথা সত্য।’
তোমরাই আমার সাক্ষী—প্রভুর উক্তি—
আমার সেই দাস, যাকে আমি বেছে নিয়েছি,
তোমরা যেন আমাকে জেনে আমাতে বিশ্বাস রাখ,
এবং বুঝতে পার যে, আমিই তিনি।
আমার আগে কোন দেবতা গড়া হয়নি,
আমার পরেও কোন দেবতা থাকবে না।
আমি, আমিই প্রভু!
আমি ব্যতীত আর ত্রাণকর্তা নেই।
আমিই পূর্বসংবাদ দিয়েছি, আমিই পরিত্রাণ সাধন করেছি;
আমিই তোমাদের কাছে নিজেকে শুনিয়েছি,
তোমাদের মধ্যবর্তী কোন বিজাতীয় দেবতা নয়!
তোমরা আমার সাক্ষী—প্রভুর উক্তি।
আমি ঈশ্বর,
অনাদিকাল থেকে আমি সর্বদা সেই একই।
আমার হাত থেকে কেউ কিছু উদ্ধার করতে পারে না;
আমি যা কিছু করি, কে তার অন্যথা করবে?’

শ্লোক ইসা ৪৩:১০; যোহন ৩:৩১,৩২

℣ তোমরাই আমার সাক্ষী, আমার সেই দাস যাকে আমি বেছে নিয়েছি,
℟ তোমরা যেন আমাকে জেনে আমাতে বিশ্বাস রাখ, এবং বুঝতে পার যে, আমিই তিনি।
℣ যিনি ঊর্ধ্বলোক থেকে আসেন, তিনি সকলের ঊর্ধ্বে। তিনি যা দেখেছেন ও শুনেছেন, তার বিষয়ে সাক্ষ্য দেন,
℟ তোমরা যেন আমাকে জেনে আমাতে বিশ্বাস রাখ, এবং বুঝতে পার যে, আমিই তিনি।

প্রভু মুক্তিসাধক, জীবন ও পরিত্রাণ বলে প্রেরিত হলেন

প্রভুর আগমন ও দেহধারণ বিষয়ে কথা বলার সময় এসেছে; এ দিনগুলিতে সে বিষয়ে নীরব থাকা উচিত নয়। *হে সিয়োন, উল্লাস কর: এই দেখ, তোমার রাজা আসছেন!* আমিও বলি, সিয়োন আনন্দ করুক, কিন্তু সিয়োন বলতে আমি আমাদের প্রাণ বোঝাই; অতএব যত মন্দ প্রত্যাখ্যান ক'রে ও আসন্ন আশিসধারার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই আমাদের প্রাণ উল্লাস করুক। *দেখ, তিনি আসবেন যিনি তোমাতেই বসবাস করবেন।* এই বাসিন্দা আর কেইবা হতে পারেন সেই ঈশ্বর ছাড়া যিনি আমাদের তাঁর আপন সম্পদই করতে চাইলেন এবং আমাদের নিয়ে তাঁর আপন স্বত্বাংশ গঠন ক'রে নিজের জন্য আমাদের সম্মিলিত করলেন? তাঁর বিষয়ে নবী অন্যত্র বলেন, *আমি তাদের মাঝে বসবাস করব আর তাদের সঙ্গে পথ চলব; আমি হব তাদের আপন ঈশ্বর আর তারা হবে আমার আপন জনগণ।*

আমাদের মাঝে নিজ বাসস্থান প্রতিষ্ঠা ক'রে ও আমাদের প্রাণ নিজ সম্পদরূপে দখল ক'রে তিনি এমনটি করবেন যাতে আমাদের মধ্যে সবকিছুই পবিত্র, পুণ্য ও অনিন্দনীয় হতে পারে। তবে আসুন তিনি! যাদের মুক্তি সাধন করেছেন, তাদের আপন সম্পদরূপে দখল করুন; যারা প্রাথমিক পর্যায়ে আছে, তাদের সিদ্ধপুরুষ করে তুলুন; যাদের বাবিলন দেশ থেকে বের করে এনেছেন, তাদের তিনি গন্তব্য স্থানে চালিত করুন! এ বাসিন্দা তখনই আমাদের মাঝে বিশ্রামস্থান পেয়ে গৌরবান্বিত হন, যখন লোকে আমাদের সৎকর্ম দে'খে গৌরবান্বিত করবে আমাদের সেই স্বর্গস্থ পিতাকে যাঁর সন্তান আমরা হয়ে উঠেছি নিজেদের বাধ্যতা বা পুণ্যের ফলেও নয়, সৎকর্ম সাধনের ফলেও নয়, বরং তাঁর দয়া ও বদান্যতারই খাতিরে—হ্যাঁ, তাঁর দয়ার খাতিরেই তিনি আমাদের তাঁর আপন দত্তকপুত্র বলে পরিগণিত করেছেন!

ঈশ্বর তখনই আমাদের মাঝে গৌরবান্বিত হন, যখন আমরা ভ্রাতৃপ্রেমের পথে এগিয়ে চলি, যখন অধ্যবসায়ের সঙ্গে তাঁর আজ্ঞাগুলি মেনে চলি। আমরা তো জানি, প্রভু মুক্তিসাধক, জীবন ও পরিত্রাণ, মঙ্গলময়তা ও অপ্রত্যাশিত অনুগ্রহ বলে আমাদের কাছে প্রেরিত হয়েছেন। সুতরাং আমরা যখন দেখি, তিনি পৃথিবীর ধুলা থেকে স্বর্গীয় পুরস্কারেই আমাদের উন্নীত করেন, তখন বিশ্বাসীদের অন্তর আনন্দে মেতে উঠুক: আমাদের প্রাণ মৃত প্রাণের মত নয়, জীবনোৎফুল্ল প্রাণেরই মত প্রভুর অন্বেষণ করুক!

তেমন মঙ্গলদানের জন্য প্রতিদানে আমরা প্রভুকে কী দিতে পারব? মাথা নত করে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে, এসো, সেই কর-আদায়কারীর সঙ্গে আমরাও বলি, *ঈশ্বর, আমি পাপী, আমাকে দয়া কর!*

অতএব তেমন অসংখ্য উপকার নিয়ে মেতে ওঠ, তেমন অসংখ্য দান নিয়ে আনন্দ কর; তোমরা তাঁর কাছ থেকে শ্রেয় যা কিছু পেয়েছ, তা স্বকৃত কাজ বলে গণ্য করো না, নইলে সবকিছুই হারাবে; গ্রহণ করা ছাড়া নিজস্ব বলে তোমাদের কিছুই নেই, এবিষয়ে তোমাদের নিশ্চিত হওয়া উচিত। আর যখন তোমরা এই সব গ্রহণই করেছ, তখন গর্ব করে এমন ভান করো না যে গ্রহণ করনি; তবেই যা পেয়েছ, তা তোমাদের মধ্যে রাখা হবে এবং শ্রেয় যা কিছু এখনও তোমাদের বাকি রয়েছে তা তোমাদের মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বেড়ে উঠবে। আমেন।

শ্লোক শিষ্য ১০:৪৩; ২:২১,৩৯

প্র সকল নবী তাঁর বিষয়ে এ সাক্ষ্য দেন যে, তাঁর প্রতি যে কেউ বিশ্বাস রাখে, তাঁর নাম দ্বারা সে পাপমোচন লাভ করবে।

উ তখন যে কেউ প্রভুর নাম করবে, সে পরিত্রাণ পাবে।

প্র এই প্রতিশ্রুতি সেই সকলেরই জন্য আমাদের ঈশ্বর প্রভু যাদের ডেকে আনবেন;

উ তখন যে কেউ প্রভুর নাম করবে, সে পরিত্রাণ পাবে।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ইসা ৪৯:১৪–৫০:১

সিয়োনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা

সিয়োন বলল,
  ‘প্রভু আমাকে ত্যাগ করেছেন,
  প্রভু আমাকে ভুলে গেছেন।’
কোন নারী কি নিজের কোলের শিশুকে ভুলে যেতে পারে?
  নিজের গর্ভজাত সন্তানকে কি স্নেহ না করে পারে?
  তারা যদিও ভুলে যায়, আমি তোমাকে ভুলব না।
দেখ, আমি আমার আপন হাতের তালুতেই তোমার আকৃতি খোদাই করেছি,
  তোমার নগরপ্রাচীর সর্বদাই আমার সামনে আছে।
যারা তোমাকে পুনর্নির্মাণ করবে, তারা ছুটে আসছে,
  তোমার ধ্বংসন ও বিনাশ-সাধকেরা তোমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

তুমি চারদিকে চোখ তুলে দেখ,
  এরা সকলে সমবেত হচ্ছে, তোমারই কাছে আসছে।
  ‘আমার জীবনের দিব্যি—প্রভুর উক্তি—
  তুমি ভূষণের মত এদের সকলকে পরে নেবে,
  কনের অলঙ্কারের মত এদের সকলকে ধারণ করবে।’
কেননা তোমার ধ্বংসস্তূপ, তোমার ভগ্নস্থান ও তোমার উৎসন্ন দেশ
  তোমার অধিবাসীদের পক্ষে এখন থেকে বেশি সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়বে,
  এবং যারা তোমাকে গ্রাস করছিল, তারা দূরে থাকবে।
যাদের কাছ থেকে তুমি বঞ্চিতা হয়েছিলে,
  সেই সন্তানেরা তোমার কানে আবার বলবে:
  ‘আমার পক্ষে এই স্থান সঙ্কীর্ণ;
  সর, বাস করার মত আমাকে জায়গা দাও।’
তখন তুমি ভাববে:
  ‘আমার এই সকলের পিতা কে?
  আমি তো সন্তান-বঞ্চিতা, বন্ধ্যাই ছিলাম;
  আমি তো নির্বাসিতা, গৃহছাড়াই ছিলাম;
  এদের কে লালন-পালন করেছে?
  দেখ, আমি একাকিনী হয়ে পড়েছিলাম,
  তবে এরা কোথা থেকে এল?’
প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন,
  ‘দেখ, হাত দিয়ে আমি দেশগুলিকে ইশারা করব,
  জাতিসকলের জন্য একটা নিশানা উত্তোলন করব:
  তারা তোমার সন্তানদের কোলে করেই ফিরিয়ে আনবে,
  তোমার কন্যাদের কাঁধে করেই বহন করবে।
রাজারাই হবে তোমার প্রতিপালক পিতা,
  তাদের রাজকন্যারা হবে তোমার ধাইমা।
  তারা মাটিতে অধমুখ হয়ে তোমার সম্মুখে প্রণিপাত করবে,
  তোমার পায়ের ধুলা চেটে খাবে;

তখন তুমি জানবে যে : আমিই প্রভু,
যারা আমাতে প্রত্যাশা রাখে, তাদের লজ্জিত হতে হবে না!'
বীরের কাছ থেকে কি লুটের মাল কেড়ে নেওয়া যায়?
বন্দি কি দুরন্তের হাত থেকে কখনও মুক্তি পেতে পারে?
অথচ প্রভু একথা বলছেন :
বীরের বন্দিকে কেড়ে নেওয়াই হবে, দুরন্তের লুটের মাল মুক্ত করাই হবে;
তোমার বিরোধীদের আমিই বিরোধিতা করব;
তোমার সন্তানদের আমিই ত্রাণ করব।
তোমার অত্যাচারীদের আমি তাদের নিজেদের দেহমাংস খেতে বাধ্য করব,
তারা নতুন আঙুররসের মত নিজেদের রক্তেই মত্ত হবে।
তখন সমস্ত মানবকুল জানতে পারবে যে,
আমিই প্রভু, তোমার পরিত্রাতা, তোমার মুক্তিসাধক, যাকোবের বীর।
প্রভু একথা বলছেন,
'আমি যে ত্যাগপত্র দিয়ে তোমাদের মাকে ত্যাগ করেছি,
তার সেই ত্যাগপত্র কোথায়?
কিংবা আমার পাওনাদারদের মধ্যে
কার্ কাছে তোমাদের বিক্রি করেছি?
দেখ, তোমাদের সমস্ত শঠতার কারণেই তোমাদের বিক্রি করা হয়েছে,
তোমাদের সমস্ত বিদ্রোহ-কর্মের কারণেই তোমাদের মাকে ত্যাগ করা হয়েছে।'

শ্লোক ইসা ৪৯:১৫; সাম ২৭:১০ দ্রঃ

℣ কোন নারী কি নিজের শিশুকে ভুলে যেতে পারে? নিজের গর্ভজাত সন্তানকে কি স্নেহ না করে পারে?
℟ তারা যদিও ভুলে যায়, আমি তোমাকে কখনও ভুলব না—প্রভুর উক্তি।
℣ আমার পিতা, আমার মাতা আমায় পরিত্যাগ করলেন, প্রভু কিন্তু গ্রহণ করলেন আমায়।
℟ তারা যদিও ভুলে যায়, আমি তোমাকে কখনও ভুলব না—প্রভুর উক্তি।

দ্বিতীয় পাঠ - স্তুদিওসের মঠাধ্যক্ষ সাধু থেওদরসের উপদেশাবলি

ধন্যা কুমারী মারীয়ার জন্মতিথি উপলক্ষে, উপদেশ ৩

নব আদম-খ্রীষ্টকে গ্রহণ করার জন্য মারীয়াই সেই নবসৃষ্টি

ধন্যা মহাপ্রশংসনীয়া কুমারী মারীয়ার মত কোন সৃষ্টজীব কখনও তত পুণ্যময় হয়নি। তাঁর চেয়ে পবিত্র কীবা থাকতে পারে? তাঁর চেয়ে ত্রুটিহীন কীবা আছে? যিনি সর্বোত্তম ও পবিত্রতম আলো, সেই ঈশ্বর তাঁকে এতইখানি ভালবাসলেন যে পবিত্র আত্মার আগমনের মধ্য দিয়ে তাঁর স্বরূপের সঙ্গে তাঁর নিজের স্বরূপ মিলিত করলেন এবং তাঁর গর্ভ থেকে প্রকৃত মানুষ রূপেই বেরিয়ে এলেন—তথাপি তাঁর দিব্য স্বরূপে কোন বিকৃতি বা মিশ্রণ ঘটেনি।

আহা, কতই না চমৎকার: আমাদের প্রতি মহাপ্রেমের খাতিরে ঈশ্বর তাঁর আপন দাসীকে আপন মাতারূপে গ্রহণ করতে লজ্জাবোধ করেননি! যিনি সর্বাতীত মঙ্গলময়, তিনি তাঁর আপন সৃষ্টজীবের সন্তান বলে অভিহিত হতে অস্বীকার করেননি, কেননা সকল সৃষ্টজীবদের মধ্যে যিনি সুন্দরতমা, তাঁকেই ঈশ্বর ভালবাসলেন, এবং স্বর্গীয় যত শক্তির চেয়ে যিনি যোগ্যতমা, তাঁকেই ঈশ্বর আপন সম্পদরূপে নিলেন।

সানন্দে চিৎকার কর, উল্লাস কর, সিয়োন কন্যা, কারণ আমি আসছি, আমি বাস করব তোমার অন্তঃস্থলে, একথা বলছেন প্রভু। একথা ব'লে সেই প্রশংসনীয় জাখারিয়া মারীয়াকেই ইঙ্গিত করেন। আর আমি মনে করি, ধন্য যোয়েল মারীয়াকেই উদ্দেশ করে বলে ওঠেন, *দেশ, ভয় করো না; আনন্দ কর, উল্লাস কর, কারণ প্রভু তোমার জন্য মহা মহা কাজ করেছেন।*

আসলে মারীয়া দেশস্বরূপ। তিনিই সেই দেশভূমি যার উপর ধন্য মোশীকে পাদুকা খুলে নিতে আদেশ দেওয়া হয়েছিল—পাদুকাটা সেই বিধানেরই প্রতীক যার ভূমিকা অনুগ্রহই দখল করার কথা। মারীয়াই সেই দেশ যার উপর যিনি *দৃঢ় ভিত্তির উপরে পৃথিবী স্থাপন করেছিলেন* তিনি নিজেই পবিত্র আত্মা দ্বারা মাংসে স্থাপিত হলেন। মারীয়াই সেই দেশভূমি, যে ভূমি কোন বীজ না পেয়েও তাঁকেই খাদ্য দান করল যিনি সকলকে খাদ্য দান করেন। তিনিই সেই দেশভূমি যেখানে পাপের কাঁটাগাছ কখনও উৎপন্ন হয়নি বরং এ ভূমি যে অঙ্কুর অঙ্কুরিত করল, সেই অঙ্কুর দ্বারা পাপ উচ্ছেদ করা হল। তিনিই সেই দেশভূমি, আগেকার সেই অভিশপ্ত ভূমির মত নয় যেখানে ফসল কাঁটাগাছে পূর্ণ ছিল, বরং এ ভূমি প্রভুর আশীর্বাদে ধন্য। যেমনটি শাস্ত্র বলে, ধন্য এ দেশভূমির গর্ভফল!

উল্লাস কর, হে প্রভুর বাসস্থান, হে দেশ, যার উপর দিয়ে স্বয়ং ঈশ্বর চলাচল করলেন! আপন ঈশ্বরত্বে যিনি সর্বস্থানের অতীত, দেহধারণের মধ্য দিয়ে তুমি তাঁকে একটা স্থান দিলে। যাঁর স্বরূপ অনন্য স্বরূপ, তোমার মধ্য দিয়ে তিনি মানবস্বরূপও গ্রহণ করলেন। যিনি সর্বকালের অতীত, তিনি কালের গণ্ডিতে প্রবেশ করলেন; যিনি সীমার অতীত, তিনি নিজেকে সীমাবদ্ধ করলেন। হে ঈশ্বরের বাসস্থান, হে দিব্য প্রভায় উজ্জ্বল আবাস, উল্লাস কর! হে প্রসাদপূর্ণা মারীয়া, উল্লাস কর! তুমি সমস্ত আনন্দদায়ী প্রসাদের আধার বলে অভিহিতা, আর তুমি তো তাই, কেননা তোমার গর্ভে জন্ম নিলেন সেই খ্রীষ্ট যিনি সনাতন আনন্দ, যিনি আমাদের দুঃখের বিতাড়ক। উল্লাস কর, তুমি যে এদেন উদ্যানের চেয়ে অধিকতর ধন্য স্বর্গীয় উদ্যান, এমন উদ্যান যেখানে সদ্‌গুণের যত গাছ পুনরায় গজে উঠল ও জীবনবৃক্ষ প্রকাশিত হল।

শ্লোক লুক ১:৩১,৪২ দ্রঃ

℣ দূতসংবাদে প্রভু তোমাকে যে বাণী জানালেন, হে কুমারী মারীয়া, সেই বাণী গ্রহণ কর। গর্ভধারণ করে তুমি এমন পুত্রসন্তানকে প্রসব করবে যিনি একাধারে ঈশ্বর ও মানুষ।
℟ তুমি নারীকুলে ধন্যা বলে অভিহিতা হবে।
℣ কুমারীত্ব অক্ষুণ্ণ রেখেও তুমি একটি সন্তানের জন্ম দেবে। একটি সন্তানের জননী হয়ে তুমি অক্ষুণ্ণ নিত্যকুমারী।
℟ তুমি নারীকুলে ধন্যা বলে অভিহিতা হবে।

২৩শে ডিসেম্বর

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ইসা ৪৩:১৮-২৮

ইস্রায়েলের মুক্তি

তোমরা অতীতের কথা আর মনে করো না,
  প্রাচীন যত ঘটনা আর চিন্তা করো না!
এই দেখ, আমি নতুন কিছু করতে যাচ্ছি:
  ঠিক এখনই তা গজে উঠছে, তোমরা কি এবিষয়ে সচেতন নও?
  হ্যাঁ, আমি প্রান্তরে একটা পথ প্রস্তুত করছি,
  মরুভূমিতে নানা রাস্তা করে দিচ্ছি।
বন্যজন্তু, শিয়াল ও উটপাখি আমার গৌরবকীর্তন করবে,
  কারণ আমি প্রান্তরে জল দিই, মরুভূমিতে নদনদী যোগাই,
  আমার জনগণের, আমার বেছে নেওয়াই লোকদের পিপাসা মিটিয়ে দেবার জন্য,
যে জনগণকে আমি নিজের জন্য গড়েছি,
  তারা যেন প্রচার করে আমার প্রশংসাবাদ।

কিন্তু তুমি, যাকোব, তুমি তো আমাকে ডাকনি,
এমনকি আমার বিষয়ে তুমি ক্ষান্তই হয়েছ, হে ইস্রায়েল।
আহুতির জন্য তুমি তো একটা মেষশাবকও আননি,
তোমার বলিদান দিয়ে আমাকে শ্রদ্ধা-সম্মান জানাওনি।
শস্য-নৈবেদ্য দাবি করে আমি তোমাকে বিরক্ত করিনি,
ধূপ চেয়েও তোমাকে ক্লান্ত করিনি।
নিজের অর্থব্যয়ে তুমি তো গন্ধনল কেননি,
তোমার বলীকৃত পশুর চর্বি দানেও আমাকে পরিতৃপ্ত করনি।
বরং তোমার পাপ দ্বারা আমাকে শ্রান্ত করেছ,
তোমার শঠতা দ্বারা আমাকে ক্লান্ত করেছ।
আমি, আমিই তোমার যত বিদ্রোহ কর্ম
আমার নিজের খাতিরে মুছে দিই,
এবং তোমার সমস্ত পাপ আর স্মরণে রাখি না!
আমাকে স্মরণ করিয়ে দাও,
তবে আমরা মিলে ব্যাপারটা বিচার করব;
কথা বল, নিজের নিরপরাধিতা দেখাও।
আচ্ছা, তোমার আদিপিতা পাপ করল,
তোমার ধর্ম-ব্যাখ্যাতারা আমার প্রতি বিদ্রোহ করল,
এজন্য আমি পবিত্রধামের প্রধানদের অপমানের পাত্র করলাম;
এজন্য যাকোবকে বিনাশ-মানতের বস্তু হতে দিলাম,
ইস্রায়েলকে বিদ্রূপে সঁপে দিলাম।

শ্লোক ইসা ৪৩:১৯,২৫; যোহন ১:২৯

প্ এই দেখ, আমি নতুন কিছু করতে যাচ্ছি: ঠিক এখনই তা গজে উঠছে, তোমরা কি এবিষয়ে সচেতন নও?
উ আমি, আমিই তোমার যত বিদ্রোহ কর্ম আমার নিজের খাতিরে মুছে দিই, এবং তোমার সমস্ত পাপ আর স্মরণে রাখি না!
প্ ওই দেখ, ঈশ্বরের মেষশাবক, জগতের পাপ যিনি হরণ করেন!
উ আমি, আমিই তোমার যত বিদ্রোহ কর্ম আমার নিজের খাতিরে মুছে দিই, এবং তোমার সমস্ত পাপ আর স্মরণে রাখি না!

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু যেরোম-লিখিত ‘সামসঙ্গীত-মালার উপদেশাবলি’ সাম ৮৪

**যিনি একদিন মারীয়ার গর্ভে জন্ম নিলেন,
তিনি প্রতিদিন আমাদের অন্তরে জন্ম নেন**

কৃপা ও সত্যের হল সম্মিলন, ধর্মময়তা ও শান্তি করল পরস্পর চুম্বন। এ কী উত্তম বন্ধুত্ব! কৃপা ও সত্যের হল সম্মিলন। তুমি কি পাপী? শোন তিনি কী বলেন: ‘কৃপা’। তুমি কি ধার্মিক? শোন তিনি কী বলেন: ‘সত্য’। পাপী হলে নিরাশ হয়ো না; ধার্মিক হলে গর্ব করো না।

এসো, অন্য ধরনের ব্যাখ্যা দিই। বিশ্বাসী জাতি দু’টো: একটি বিজাতীয়দের মধ্য থেকে আগত, অপরটি ইহুদী জাতি থেকে। ইহুদীদের কাছে ত্রাণকর্তার আগমনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল; কিন্তু আমরা যারা ঈশ্বরের বিধানের বাইরে ছিলাম, এই আমাদের কাছে তেমন প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়নি। সুতরাং কৃপা হল বিজাতীয়দের জন্য, কিন্তু প্রতিশ্রুতি বাস্তব হল বিধায় সত্য ইহুদী জাতির মধ্যেই রয়েছে; প্রকৃতপক্ষে পিতৃপুরুষদের কাছে যা প্রতিশ্রুত হয়েছিল, তা সন্তানদের মধ্যে পূর্ণতা লাভ করেছে।

ধর্মময়তা ও শান্তি করল পরস্পর চুম্বন। ধর্মময়তা ও শান্তির মধ্যে এ যে চুম্বন, তার অর্থ কী? কৃপা ও

সত্যের বেলায় উপরে যা বলেছি, সেই একই কথা। কৃপা বলা ও শান্তি বলা একই, সত্যও ধর্মময়তার নামান্তর। শান্তির সঙ্গে যা সম্পর্কযুক্ত, তা কৃপার সঙ্গেও সম্পর্কযুক্ত, আর সত্যের সঙ্গে যা সম্বন্ধীয়, তা ধর্মময়তার সঙ্গেও সম্বন্ধীয়। অতএব ধর্মময়তা ও শান্তি করল পরস্পর চুম্বন বলতে একথা বোঝায়, কৃপা ও সত্য বন্ধুত্ব করল: বিজাতীয়রা এবং ইহুদী জাতি একমাত্র মেষপালক সেই খ্রীষ্টের অধীনে একমাত্র জাতিতে সম্মিলিত হয়েছে।

মর্ত থেকে সত্য হল অঙ্কুরিত এবং *আমিই পথ, সত্য ও জীবন।* সুতরাং যিনি বললেন আমি সত্য, তিনি মর্ত থেকে অঙ্কুরিত হলেন। *যেসের মূলকান্ড থেকে এক পল্লব উৎপন্ন হবেন, তার শিকড় থেকে এক নবাঙ্কুর অঙ্কুরিত হবেন।* অন্যত্র লেখা আছে, *ঈশ্বর পৃথিবীর বুকে সাধন করলেন পরিত্রাণ।* হ্যাঁ, যিনি সত্য, সেই পরিত্রাতা মর্ত থেকে তথা মারীয়া থেকে অঙ্কুরিত হলেন।

স্বর্গ থেকে ধর্মময়তা বাড়াবে মুখ। পরিত্রাতা যে তাঁর আপন জাতিকে দয়া দেখাবেন, তা সত্যি সমীচীন ছিল; শোন: *কতই না দুর্জ্ঞেয় তাঁর বিচার সকল, সন্ধানের অতীত তাঁর কর্মপথ।*

সত্য মর্ত থেকে হল অঙ্কুরিত: স্বয়ং পরিত্রাতাই সত্য। *স্বর্গ থেকে ধর্মময়তা বাড়াবে মুখ:* আবার স্বয়ং পরিত্রাতাই ধর্মময়তা। তা কি করে মর্ত থেকে অঙ্কুরিত হল? আর কি করে স্বর্গ থেকে বাড়াল মুখ? মানুষের মত জন্ম নেওয়ায়ই সত্য মর্ত থেকে অঙ্কুরিত হল; ধর্মময়তা স্বর্গ থেকে মুখ বাড়াল কেননা ঈশ্বর সর্বদা স্বর্গলোকে বিরাজিত। অর্থাৎ তিনি মর্ত থেকে জন্ম নিলেন বটে; যিনি কিন্তু মর্ত থেকে জন্ম নিলেন তিনি সর্বদা স্বর্গেও বিরাজমান। তিনি স্বর্গ না ছেড়েই মর্তে আবির্ভূত হলেন, কেননা ঈশ্বর সর্বস্থানে বিরাজমান।

তিনি মুখ বাড়ালেন: আমরা পাপ করছিলাম, তিনি কিন্তু আমাদের দিকে না তাকিয়ে অন্যদিকে দৃষ্টি রাখছিলেন। যা লেখা আছে তা সত্য। আপন কারুকার্যের প্রতি যত্ন দেখানো কুমোরের পক্ষে ন্যায্য ও বিহিত; আপন মেষপালের প্রতি দয়া দেখানো, তাও পালকের পক্ষে ন্যায্য ও বিহিত। আমরা তাঁর জনগণ, তাঁর সৃষ্টজীব; আপন ধর্মময়তা পূর্ণমাত্রায় দেখাবেন ও আপন কারুকার্যের প্রতি দয়া দেখাবেন, এজন্যই তিনি মর্ত থেকে অঙ্কুরিত হলেন এবং স্বর্গ থেকে মুখ বাড়ালেন। আর যাতে তোমরা জানতে পার যে ধর্মময়তা বলতে নির্মম ন্যায্যতা নয়, দয়াই বোঝায়, সেজন্য একথাও শোন: *স্বয়ং প্রভু দান করবেন মঙ্গল।* আপন সৃষ্টজীবদের প্রতি দয়া দেখাবেন, এজন্যই তিনি স্বর্গ থেকে মুখ বাড়াবেন।

আর আমাদের ভূমি দান করবে তার আপন ফসল। সত্য মর্ত থেকে অঙ্কুরিত হল, এ তো ঐতিহাসিক ঘটনা; কিন্তু এবার ভবিষ্যতের কথা ইঙ্গিত করা হচ্ছে। মারীয়ার গর্ভে খ্রীষ্টের জন্মগ্রহণ যে অতীতকালেরই এমন একটি ঘটনা যা দ্বিতীয়বারের মত ঘটতে পারবে না, এর জন্য নিরাশ হয়ো না: তিনি তো প্রতিদিন আমাদের অন্তরে জন্মগ্রহণ করেন।

আর আমাদের ভূমি দান করবে তার আপন ফসল। ইচ্ছা করলে আমরাও খ্রীষ্টকে জন্ম দিতে পারি। *আর আমাদের ভূমি দান করবে তার আপন ফসল,* যা দিয়ে সেই স্বর্গীয় রুটিকে বানানো যেতে পারে, যে রুটির বিষয়ে লেখা আছে, *আমিই স্বর্গ থেকে অবতীর্ণ সেই জীবনের রুটি।*

শ্লোক সাম ৮৫:১১,১৩; ইসা ২:৩ দ্রঃ

প্র কৃপা ও সত্যের হল সম্মিলন; ধর্মময়তা ও শান্তি করল পরস্পর চুম্বন।
উ স্বয়ং প্রভু দান করবেন মঙ্গল, আর আমাদের ভূমি দান করবে তার আপন ফসল।
প্র তিনি আমাদের দেখিয়ে দেবেন তাঁর মার্গসকল, আমরা যেন তাঁর সকল পথ ধরে চলতে পারি।
উ স্বয়ং প্রভু দান করবেন মঙ্গল, আর আমাদের ভূমি দান করবে তার আপন ফসল।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ইসা ৫১:১-১১

আব্রাহাম-সন্তান যারা
সেই বিশ্বাসীদের কাছে পরিত্রাণ প্রতিশ্রুত

আমার কথা শোন, তোমরা যারা ধর্মময়তা অনুসরণ কর,

যারা প্রভুর অন্বেষণ কর।
বিবেচনা করে দেখ সেই শৈলের কথা, যা থেকে তোমাদের কেটে নেওয়া হয়েছে,
সেই পাথরখাদের কথা, যা থেকে তোমাদের তুলে নেওয়া হয়েছে।
বিবেচনা করে দেখ তোমাদের পিতা আব্রাহাম
ও তোমাদের প্রসব করেছিলেন যিনি, সেই সারার কথা :
আমি যখন তাকে আহ্বান করেছিলাম, সে তখন একাই ছিল ;
আমি কিন্তু তাকে আশিসধন্য করেছি ও তার বংশবৃদ্ধি ঘটিয়েছি।
সত্যি, প্রভু সিয়োনের প্রতি করুণা দেখান,
তার সমস্ত ধ্বংসস্তূপের প্রতি করুণা দেখান,
তার মরুপ্রান্তর তিনি এদেনের মত,
তার মরুভূমি প্রভুর উদ্যানের মত করে তোলেন।
তার মধ্যে থাকবে পুলক ও আনন্দ,
থাকবে স্তুতিগান ও বাদ্যের ঝঙ্কার।
হে আমার আপন জনগণ, আমার কথা মন দিয়ে শোন,
হে আমার আপন জাতি, আমার বচনে কান দাও ;
কেননা আমা থেকেই বিধান নির্গত হবে,
আমার ন্যায় হয়ে উঠবে জাতিসকলের আলো।
আমার ধর্মময়তা আসন্ন,
আমার পরিত্রাণ সন্নিকট ;
আমার বাহু জাতিসকলের কাছে ন্যায় বয়ে আনবে।
দ্বীপপুঞ্জ আমার প্রত্যাশায় থাকবে,
আমার বাহুতে আশা রাখবে।
তোমরা আকাশমণ্ডলের দিকে চোখ তোল,
নিচে এই ভূমণ্ডলের দিকে তাকাও,
কেননা আকাশমণ্ডল ধোঁয়ার মত উবে যাবে,
ভূমণ্ডল বস্ত্রের মত জীর্ণ হবে,
তার অধিবাসীরা কীটের মত মারা পড়বে।
কিন্তু আমার পরিত্রাণ হবে চিরস্থায়ী,
আমার ধর্মময়তা কখনও লোপ পাবে না।
তোমরা, যারা ধর্মময়তায় বিজ্ঞ,
হে জনগণ, যারা আমার বিধান হৃদয়েই বহন কর, আমাকে শোন।
মানুষের অপমান ভয় করো না,
তাদের বিদ্রূপে উদ্বিগ্ন হয়ো না ;
কারণ কীটে তাদের বস্ত্রের মত গ্রাস করবে,
পোকায় তাদের পশমের মত খেয়ে ফেলবে,
কিন্তু আমার ধর্মময়তা হবে চিরস্থায়ী,
আমার পরিত্রাণ হবে যুগযুগস্থায়ী।

জাগ, জাগ, শক্তি পরিধান কর, হে প্রভুর হাত!
জাগ, যেমনটি সেই পুরাকালে, সেই অতীত যুগে জেগেছিলে।
তুমিই কি সেই রাহাবকে টুকরো টুকরো করে কাটনি?
সেই প্রকাণ্ড নাগকে বিঁধিয়ে দাওনি?

তুমিই কি সমুদ্রকে,
সেই মহাগহ্বরের জলরাশিকে শুষ্ক করনি?
সমুদ্রের গভীরতম স্থানকে কি পথ করনি
যেন বিমুক্তরা পার হয়ে যায়?
প্রভু যাদের মুক্তিকর্ম সাধন করলেন, তারা ফিরে আসবে,
হর্ষধ্বনি তুলতে তুলতে তারা সিয়োনে প্রবেশ করবে;
তাদের মাথা হবে চিরন্তন আনন্দে বিভূষিত;
সুখ ও আনন্দ হবে তাদের সহচর;
শোক ও কান্না তখন পালিয়ে যাবে।

শ্লোক ইসা ৫১:৪,৫; ৩৫:১০ দ্রঃ

প্ জাতিসকল, আমার কথা মন দিয়ে শোন, দেশগুলি, আমার বচনে কান দাও:
উ আমার ধর্মাত্মা সন্নিকট; পরিত্রাতা আসন্ন।
প্ প্রভু যাদের মুক্তিকর্ম সাধন করলেন, তারা হর্ষধ্বনি তুলতে তুলতে সিয়োনে প্রবেশ করবে।
উ আমার ধর্মাত্মা সন্নিকট; পরিত্রাতা আসন্ন।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু হিপলিতুস-লিখিত ‘নয়েতোসের ভ্রান্তমতের বিরুদ্ধে’ ৯-১২

অদৃশ্য ঈশ্বরের ঐশপ্রকাশ

ভ্রাতৃগণ, একটিমাত্র ঈশ্বর আছেন, কেবল পবিত্র শাস্ত্রের মাধ্যমেই আমরা তাঁকে জানতে পারি। সুতরাং পবিত্র শাস্ত্র যা কিছু বলে, তা আমাদের জানা উচিত; যা কিছু শেখায়, তা আমাদের শেখা উচিত। পিতাকে আমাদের সেইভাবে বিশ্বাস করা উচিত যেভাবে তিনি চান আমরা তাঁকে বিশ্বাস করব, পুত্রকে আমাদের সেইভাবে গৌরবান্বিত করা উচিত যেভাবে তিনি চান আমরা তাঁকে গৌরবান্বিত করব, পবিত্র আত্মাকে আমাদের সেইভাবে গ্রহণ করা উচিত যেভাবে তিনি চান আমরা তাঁকে গ্রহণ করব। নিজেদের ইচ্ছা অনুসারে নয়, নিজেদের ধারণা অনুসারেও নয়, ঈশ্বরের দানগুলি বিষয়ে জোর করে কিছুটা অনুমান করেও নয়, বরং তিনি নিজে পবিত্র শাস্ত্রের মধ্য দিয়ে যেভাবে শিক্ষা দিতে ইচ্ছা করলেন, সেই অনুসারেই আমাদের বোঝা উচিত।

ঈশ্বর যখন একা ছিলেন, যখন তাঁর মত সনাতন কিছুই তাঁর সঙ্গে ছিল না, তখনই ইচ্ছা করলেন, তিনি জগৎ নির্মাণ করবেন। আর তিনি যেইভাবে ভাবলেন, ইচ্ছা করলেন ও বাণী উচ্চারণ করলেন, সেইভাবেই তা নির্মাণ করলেন; আর যেভাবে তিনি ইচ্ছা করলেন ঠিক সেইভাবে জগৎ হঠাৎ অস্তিত্ব পেল, আর যেভাবে তিনি ইচ্ছা করলেন সেইভাবে তার বাস্তব রূপ দিলেন। অতএব আমাদের পক্ষে একথাই জানা যথেষ্ট যে, ঈশ্বর একা ছিলেন আর তাঁর মত সনাতন কিছুই ছিল না। তিনি ছাড়া কিছুই ছিল না; একা হয়েও তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণই ছিলেন: আসলে তাঁর পক্ষে বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, শক্তি, সুমন্ত্রণার অভাব ছিল না। সবকিছু তাঁরই মধ্যে ছিল: তিনি নিজেই ছিলেন সবকিছু। যখন তিনি ইচ্ছা করলেন ও যেইভাবে তিনি ইচ্ছা করলেন, তাঁর সেই নিরূপিত সময়েই তিনি সেই বাণীকে প্রকাশ করলেন যাঁর মধ্য দিয়ে তিনি সবকিছু করেছিলেন।

যেহেতু তাঁর মধ্যে বাণী ছিলেন আর সেই বাণী সৃষ্টজগতের পক্ষে অগম্য ছিলেন, সেজন্য ঈশ্বর প্রথম কণ্ঠস্বর নির্গত করে বাণীকে গম্য করলেন; এবং আলো থেকে আলোকে জন্ম দান ক'রে তিনি স্বয়ং সৃষ্টির কাছে তাঁর আপন মনকে প্রভুরূপে উপস্থাপন করলেন, আর যিনি আগে কেবল তাঁরই কাছে দৃশ্য ছিলেন কিন্তু জগতের কাছে ছিলেন অদৃশ্য, ঈশ্বর তাঁকে দৃশ্য করলেন যাতে জগৎ, যাঁর আবির্ভাব ঘটেছিল, তাঁকে দে'খে পরিত্রাণ পেতে পারে। এই যে মন জগতের মধ্যে প্রবেশ করল, ঈশ্বরের পুত্ররূপেই নিজেকে প্রকাশ করল। অতএব সবকিছু তাঁরই মধ্য দিয়ে অস্তিত্ব পেল, কিন্তু কেবল তিনিই পিতা থেকে আগত।

ইনিই তো বিধানকে ও নবীদের দান করলেন, তাঁদের দান ক'রে পবিত্র আত্মার প্রেরণায় কথা বলতে তাঁদের অনুপ্রাণিত করলেন, তাঁরা যেন পিতৃশক্তির উদ্দীপনা গ্রহণ করে পিতার সঙ্কল্প ও ইচ্ছা ঘোষণা করতে পারেন। সুতরাং এভাবেই বাণীকে প্রকাশমান করা হল—যেমনটি ধন্য যোহনও বলেন। তিনি স্বল্প কথায় নবীদের বিভিন্ন

কথা পুনরুপস্থাপন ক'রে দেখান, এ হল সেই বাণী যাঁর দ্বারা সবকিছু হয়েছিল। তাঁর কথা এরূপ: *আদিতে ছিলেন বাণী, আর বাণী ছিলেন ঈশ্বরের সঙ্গে, আর বাণী ছিলেন ঈশ্বর। সবই তাঁর দ্বারা হয়েছিল, আর যা কিছু হয়েছে, তার কোন কিছুই তাঁকে ব্যতীত হয়নি।* এর পরে তিনি একথাও বলেন, জগৎ *তাঁরই দ্বারা হয়েছিল, অথচ জগৎ তাঁকে চিনল না। তিনি আপনজনদের মধ্যে এলেন, কিন্তু তাঁর আপনজনেরা তাঁকে গ্রহণ করল না।*

শ্লোক ইসা ৯:৫,৬; যোহন ১:৪ দ্রঃ

প্র এক শিশু জন্ম নেবেন আমাদের জন্য, তাঁর নাম হবে 'শক্তিশালী ঈশ্বর'।
উ তিনি দাউদের সিংহাসন গ্রহণ করে রাজত্ব করবেন, তাঁর কাঁধে থাকবে আধিপত্য-ভার।
প্র তাঁর মধ্যে ছিল জীবন, আর জীবন ছিল মানুষের আলো।
উ তিনি দাউদের সিংহাসন গ্রহণ করে রাজত্ব করবেন, তাঁর কাঁধে থাকবে আধিপত্য-ভার।

২৪শে ডিসেম্বর

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ইসা ৪৪:১-৮,২১-২৩

ইস্রায়েলকে নবায়ন

হে আমার দাস যাকোব,
হে ইস্রায়েল, যাকে আমি বেছে নিয়েছি, এখন শোন।
যিনি তোমাকে গড়েছেন,
যিনি মাতৃগর্ভে তোমাকে গঠন করেছেন,
যিনি তোমাকে সহায়তা করবেন,
সেই প্রভু একথা বলছেন:
'হে আমার দাস যাকোব,
হে যেশুরুন, যাকে আমি বেছে নিয়েছি, ভয় করো না;
কেননা আমি তৃষাতুর ভূমির উপরে জল,
ও শুষ্ক মাটির উপরে খরস্রোত প্রবাহিত করব।
তোমার বংশের উপরে আমার আত্মা,
তোমার সন্তানদের উপরে আমার আশীর্বাদ বর্ষণ করব;
তারা জলাশয়ে ঘাসের মত,
জলস্রোতের ধারে ঝাউগাছের মত গজে উঠবে।
একজন বলবে: "আমি তো প্রভুরই,"
আর একজন যাকোবের নামে অভিহিত হবে,
এবং আর একজন নিজের হাতের উপরে লিখবে, "প্রভুর উদ্দেশে,"
আর সে ইস্রায়েল বলে পরিচিত হবে।'
প্রভু, ইস্রায়েলের রাজা, তার মুক্তিসাধক, সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন:
'আমিই আদি, আমিই অন্ত,
আমি ব্যতীত আর কোন ঈশ্বর নেই।
কেইবা আমার মত? সে এগিয়ে আসুক, তা-ই ঘোষণা করুক;
নিজেই তা স্বীকার করুক, আমার সামনে কথাটা ব্যক্ত করুক,
আমি যখন সেই পুরাকালীন জনগণকে প্রতিষ্ঠিত করেছি,
সেসময় থেকে যত ভাবী ঘটনা সে বলে দিক,

যা যা ঘটবে, তার পূর্বসংবাদ আমাদের জানিয়ে দিক।
তোমরা অস্থির হয়ো না, ভয় করো না;
আমি তোমাদের কাছে কি দীর্ঘকাল থেকে
এই সমস্ত কিছু শোনাইনি, তার পূর্বসংবাদ দিইনি?
তোমরাই আমার সাক্ষী: আমি ব্যতীত আর কোন ঈশ্বর কি আছে?
না, অন্য শৈল নেই! কোন শৈলও আমার জানা নেই!'

হে যাকোব, এই সমস্ত কথা স্মরণে রেখ,
কারণ, হে ইস্রায়েল, তুমি আমার দাস।
আমিই তোমাকে গড়েছি; তুমি আমার দাস;
ইস্রায়েল, তোমার বিষয়ে আমি আশাভ্রষ্ট হব না।
আমি ঘুচিয়ে ফেলেছি তোমার অন্যায় সকল একটা মেঘের মত,
তোমার যত পাপ কুয়াশার মত।
আমার কাছে ফিরে এসো, কেননা আমি তোমার মুক্তি সাধন করেছি।
হে আকাশমণ্ডল, আনন্দধ্বনি তোল,
কেননা প্রভু আপন কাজ সাধন করলেন;
হে পৃথিবীর গভীরতম যত স্থান, জয়ধ্বনি তোল!
হে পাহাড়পর্বত, সানন্দে চিৎকার কর,
তোমরাও, যত বন ও তোমাদের সমস্ত গাছপালা,
কেননা প্রভু যাকোবের মুক্তি পুনঃসাধন করলেন,
ইস্রায়েলে তাঁর আপন গৌরব প্রকাশ করলেন।

শ্লোক ইসা ৪০:৯

প্র তুমি যে সিয়োনের কাছে শুভসংবাদ প্রচার কর, উচ্চ পর্বতে গিয়ে ওঠ!
উ যুদার শহরগুলোকে বল, এই যে তোমাদের পরমেশ্বর।
প্র তুমি যে যেরুসালেমের কাছে শুভসংবাদ প্রচার কর, যথাসাধ্য উচ্চকণ্ঠে চিৎকার কর!
উ যুদার শহরগুলোকে বল, এই যে তোমাদের পরমেশ্বর।

দ্বিতীয় পাঠ - ১১৮ নং সামসঙ্গীতে সাধু আম্ব্রোজের ব্যাখ্যা ১২:১৩-১৫

খ্রীষ্ট মানুষের অন্বেষণ করেন

পিতা ও আমি *তার কাছে আসব ও তার কাছে করব আমাদের নিজেদের বাসস্থান।* এতে তুমি দেখতে পার, ঐশবাণী শিথিল মানুষকে নাড়া দেন ও ঘুমন্ত মানুষকে জাগিয়ে তোলেন। বস্তুতপক্ষে যে কেউ এসে দরজায় আঘাত করে, সে যে ঢুকতে চায়, একথা স্পষ্ট। সে কিন্তু যে সবসময় ঢুকবে না বা সবসময় থাকবে না, তা আমাদের উপরেই নির্ভর করে। যিনি আসছেন, তাঁর জন্য তোমার দরজা যেন সবসময় খোলা থাকে! অতএব তোমার দরজা খুলে দাও, তোমার আত্মার অন্তরতম স্থান সম্পূর্ণ ভাবে উন্মুক্ত কর, তিনি যেন সরলতার ঐশ্বর্য, শান্তির সিন্দুক ও অনুগ্রহের মাধুর্য দেখতে পান। হৃদয় প্রসারিত কর, এগিয়ে যাও সেই সনাতন আলোর সূর্যের দিকে, যে আলো সকল মানুষকে আলোকিত করে। সেই আলোর উদ্ভাস সকলেরই জন্য বটে, কিন্তু যে কেউ জানালা বন্ধ রাখে, সে নিজে থেকেই সেই সনাতন জ্যোতি থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে।

অতএব তুমি তোমার আত্মার দরজা বন্ধ রাখ আর খ্রীষ্ট বাইরে পড়ে থাকবেন! তাঁকে ঢুকতে দেবে না যদিও কারও তেমন সাধ্য নেই, তিনি তবু বিরক্ত করার জন্য ঢুকতে রাজি নন, যে কেউ তাঁকে চায় না, তিনি জোর করে তাঁর সম্মতি আদায় করতে পছন্দ করেন না। কুমারী থেকে জাত হয়ে তিনি তাঁর গর্ভ ছেড়ে বেরিয়ে এসে সমগ্র জগৎকে উদ্ভাসিত করলেন সবাই যেন আলোকিত হতে পারে। যে আলোর প্রভাকে কোন রাত্রি নিবাতে পারে না, যারা সেই সনাতন প্রভার কিরণ দেখবার আকাঙ্ক্ষা করে, তারাই শুধু তাঁকে গ্রহণ করতে পারে।

আসলে আমাদের দৈহিক অভিজ্ঞতার সূর্য রাতে অন্ধকারকে নিজ স্থান ছেড়ে দেয়, ধর্মময়তার সূর্যের কিন্তু অস্ত নেই, কারণ শঠতা কখনও প্রজ্ঞার স্থান দখল করতে পারবে না।

সুখী সেই মানুষ, যার দরজায় খ্রীষ্ট করাঘাত করেন! আমাদের দরজা হল বিশ্বাস; দরজা শক্ত হলে সমস্ত ঘর নিরাপদ। এ দরজা দিয়েই তো খ্রীষ্ট ঢোকেন। তাই এসো, সতর্ক থাকি, নইলে বর এসে দরজা বন্ধ পেলে চলে যেতেও পারেন। কিন্তু তোমার হৃদয় জাগ্রত হলে, করাঘাত ক'রে তিনি চান আমরা যেন দরজা খুলে দিই। সুতরাং এসো, আমাদের আত্মার দরজা খুলে দিই, সেই প্রবেশদ্বারও খুলে দিই, যা সম্বন্ধে শাস্ত্র বলে, *হে নেতৃবৃন্দ, তোরণদ্বারের শির উত্তোলন কর; উত্তোলিত হও, সনাতন সিংহদ্বার; প্রবেশ করুন গৌরবের রাজা।* তুমি তোমার বিশ্বাসের এ তোরণদ্বার খুলতে রাজি হলে, তবেই গৌরবের রাজা তাঁর যন্ত্রণাভোগের জয়ধ্বজা বহন ক'রে তোমার ঘরে প্রবেশ করবেন। ধর্মময়তারও তোরণদ্বার আছে; এ দ্বার সম্বন্ধেও আমরা শাস্ত্রে এমন কথা পাই যা প্রভু যীশু নবীর মুখ দিয়ে উচ্চারণ করলেন, *আমার জন্য খুলে দাও ধর্মময়তার তোরণদ্বার*, এবং অন্যত্র লেখা আছে, *যেরুসালেম! প্রভুর মহিমাকীর্তন কর; সিয়োন! তোমার পরমেশ্বরের প্রশংসা কর, তিনি যে সুদৃঢ় করলেন তোমার দ্বারের অর্গল।*

সুতরাং আত্মার দরজা আছে, প্রবেশদ্বারও আছে; এ দরজায়, এ প্রবেশদ্বারেই এখন খ্রীষ্ট এসে করাঘাত করছেন। তাঁর জন্য দরজা খুলে দাও; তিনি তো ঢুকতে চান, তাঁর কনেকে জাগ্রতই দেখতে চান।

শ্লোক ২ বংশ ২০:১৭

প্র সাহস ধর, তবেই হে যুদা, হে যেরুসালেম, তোমরা দেখতে পাবে তোমাদের জন্য প্রভু কেমন ত্রাণকর্ম সাধন করতে যাচ্ছেন; ভয় পেয়ো না:
উ আগামীকাল তোমরা বেরিয়ে যাবে, আর প্রভু তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন।
প্র হে ইস্রায়েলসন্তান, নিজেদের শোধন কর, প্রস্তুত হও:
উ আগামীকাল তোমরা বেরিয়ে যাবে, আর প্রভু তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ইসা ৫১:১৭–৫২:২,৭-১০

যেরুসালেমের কাছে পরিত্রাণ প্রতিশ্রুত

জাগ, জাগ,
 ওঠ, যেরুসালেম!
 তুমি প্রভুর হাত থেকে তাঁর রোষের পানপাত্রে পান করেছ;
 সেই মাদ্যপাত্রে পান করেছ,
 তার তলানি পর্যন্ত চেটে খেয়েছ।
যত সন্তানকে সে প্রসব করেছে,
 তাদের মধ্যে তাকে চালনা করবে এমন কেউ নেই;
 যত সন্তানকে সে লালন-পালন করেছে,
 তাদের মধ্যে তার হাত ধরবে এমন কেউ নেই।
দ্বিগুণ সর্বনাশ তোমার প্রতি ঘটেছে—
 কে সহানুভূতি দেখাচ্ছে?
 লুটতরাজ ও বিনাশ, দুর্ভিক্ষ ও খড়্গ—
 কে তোমাকে সান্ত্বনা দান করছে?
জালে বদ্ধ হরিণের মত
 তোমার সন্তানেরা অসহায় হয়ে পথের কোণে কোণে পড়ে আছে;
 তারা প্রভুর রোষে,
 তোমার পরমেশ্বরের ধমকে পরিপূর্ণ।

তাই দুঃখিনী যে তুমি, এই কথাও শোন,
মত্তা যে তুমি, কিন্তু আঙুররসে নয়, শোন।
তোমার প্রভু পরমেশ্বর,
তোমার ঈশ্বর, যিনি তাঁর আপন জনগণের পক্ষসমর্থক,
তিনি একথা বলছেন :
দেখ, আমি সেই মাদ্যপাত্র,
আমার রোষের সেই পানপাত্র তোমার হাত থেকে নিলাম ;
সেই পানপাত্রে তোমাকে আর পান করতে হবে না।
তা আমি তোমার পীড়কদের হাতে তুলে দেব,
যারা তোমাকে বলত, হেঁট হও, আমরা তোমার উপর দিয়ে চলব।
আর তখন তুমি তোমার পিঠ ভূমি ও রাস্তার মত করছিলে
যেন তারা তোমার উপর দিয়ে হাঁটতে পারে।

জাগ, জাগ,
হে সিয়োন, শক্তি পরিধান কর ;
হে পবিত্র নগরী যেরুসালেম,
তোমার সুন্দরতম বসন পরিধান কর ;
কেননা অপরিচ্ছেদিত বা অশুচি কোন মানুষ
তোমার মধ্যে আর কখনও প্রবেশ করবে না।
গায়ের ধুলা ঝেড়ে ফেল, ওঠ,
হে বন্দি যেরুসালেম !
তোমার ঘাড়ের সেই বন্ধনগুলো খুলে ফেল,
হে বন্দি সিয়োন কন্যা !

আহা, কত না সুন্দর পাহাড়পর্বতের উপরে তারই চরণ
যে শুভসংবাদ প্রচার করে,
শান্তি ঘোষণা করে,
মঙ্গলের শুভসংবাদ প্রচার করে,
ঘোষণা করে পরিত্রাণ,
সিয়োনকে বলে, ‘তোমার পরমেশ্বর রাজত্ব করেন।’
এক কণ্ঠস্বর ! উচ্চকণ্ঠে তোমার প্রহরীরা ডাকছে,
একসঙ্গে তারা সানন্দে চিৎকার করছে,
কারণ তারা স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছে প্রভু সিয়োনে ফিরে আসছেন।
হে যেরুসালেমের ধ্বংসস্তূপ,
তোমরা মিলে গান কর, আনন্দে ফেটে পড়,
কারণ প্রভু তাঁর আপন জাতিকে সান্ত্বনা দিলেন,
যেরুসালেমের মুক্তি পুনঃসাধন করলেন।
প্রভু তাঁর আপন পবিত্র হাত
সকল জাতির দৃষ্টিগোচরে অনাবৃত করেছেন ;
পৃথিবীর সকল প্রান্ত
দেখতে পেয়েছে আমাদের পরমেশ্বরের পরিত্রাণ।

শ্লোক যাত্রা ১৯:১০-১১; দ্বিঃবিঃ ৭:১৫; দা ৯:২৪ দ্রঃ

℟ হে পরমেশ্বরের জনগণ, নিজেদের শোধন কর, কারণ আগামী দিন প্রভু আসবেন;
℣ তিনি তোমাদের কাছ থেকে যত রোগ-ব্যাধি দূর করে দেবেন।
℟ অন্যায় বিলুপ্ত হবে, আর আমাদের উপর রাজত্ব করবেন জগত্রাতা:
℣ তিনি তোমাদের কাছ থেকে যত রোগ-ব্যাধি দূর করে দেবেন।

দ্বিতীয় পাঠ - যোহন ইউস্তুস লান্ড্‌সবের্গের উপদেশ **রচনাবলি, ১ম পুস্তক ৫১**

খ্রীষ্ট আমাদের অন্তরে জন্ম নিতে চান

প্রিয়জনেরা, বেশ কিছু দিন ধরেই আমরা প্রভুর আগমনকাল উদ্‌যাপন করে এসেছি; আগমনকালে পুণ্যময়ী মণ্ডলী যে ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়েছে, সেগুলো আমাদের বারবার সান্ত্বনা দিয়েছে। আমাদের বলা হয়েছে, আমাদের প্রভু সেই মসীহের আগমনের দিন সন্নিকট। একথাও আমাদের বলা হয়েছে, আমাদের পরিত্রাণ শীঘ্রই আসবে। এ বিভিন্ন ভবিষ্যদ্বাণী শুনে আমরা গভীর প্রত্যাশা নিয়ে প্রতীক্ষা করে এসেছি। আজ কিন্তু আমাদের জন্য ঠিক সময় নিরূপণ করা হয়েছে যে সময় আমরা প্রভুকে দেখতে পাব। এখন তিনি এতখানি কাছেই এসে গেছেন যে আমরা কিছুক্ষণ আগে গান করেছি, 'আজ তোমরা জানতে পারবে যে প্রভু আসছেন; প্রভাতেই দেখতে পাবে তাঁর গৌরব।' একটু পরে একথাও গান করব, 'আগামী দিন তোমরা পাবে পরিত্রাণ।' যে কেউ প্রভুর আগমনের প্রত্যাশায় ব্যাকুল, সে কি এখন উল্লসিত হবেন না? 'আজ তোমরা জানতে পারবে যে প্রভু আসছেন' একথা শুনে এমন কেউই কি থাকতে পারে যে একাগ্র প্রার্থনা ও উদ্দীপ্ত আকাঙ্ক্ষার সঙ্গেই প্রভুর প্রতীক্ষা করবে না?

হয় তো কেউ বলবে, 'প্রভু সেই একবারই এলেন; তিনি বহুবছর আগেই তো দেহধারণ করে জন্ম নিলেন। তিনি দ্বিতীয়বারের মত আসবেন না।' তিনি দেহগত দিক থেকে একবারই জন্ম নিলেন, ফলে তিনি দেহগত দিক থেকে পুনরায় জন্ম নেবেন না, একথা বিশ্বাস কর। অথচ তোমরা ইচ্ছা করলে তিনি তোমাদের অন্তরে প্রতিদিন জন্ম নেবেন। তোমরা তোমাদের পরিত্রাণ বৃদ্ধিশীল করার জন্য যতবার অন্তরে কিছু ধারণ করে তা বাস্তবায়িত করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা কর, ততবার তোমরা ঈশ্বরকে নিজ নিজ অন্তরে যেন গর্ভধারণ কর। তাছাড়া যা যা তোমরা করবে বলে সঙ্কল্প করেছ, যতবার তা বাস্তবায়িত করবে, ততবার তোমরা খ্রীষ্টের জন্ম দেবে।

একটু ভেবে দেখ। তেমন অনুগ্রহ যখন তোমরা যে কোন সময় পেতে পার, তখন আগামী দিন কতই না অধিক পরিমাণে তা পেতে পারবে, কারণ আগামী দিন তো সেই আসল দিন যার উপর ঐশঅনুগ্রহধারা স্বর্গ থেকে মধুর মতই ঢেলে পড়বে; তাছাড়া, আগামী দিন প্রভু যদি প্রার্থীর যাচ্‌না ফিরিয়ে দেন, তা সত্যি অদ্ভুত মনে হবে। সুতরাং তিনি যখন আমাদের পরিত্রাণ-সংক্রান্ত কোন যাচ্‌না মঞ্জুর করতে অস্বীকার করতে পারেন না, তখন তিনি কেমন করে নিজেকেই দান করতে অস্বীকার করবেন? তাই তোমরা নির্ভয়ে প্রভুকে অনুনয় কর, ভক্তিভরে অবিরতই তাঁকে অনুনয় কর, বিনম্রতার সঙ্গে ও সেইসঙ্গে জোর করেই তাঁকে অনুনয় কর। খ্রীষ্ট নিজেই তো বললেন, জোর প্রয়োগেই স্বর্গকে ধরে নিতে হবে! তবে তোমরা নিশ্চয়ই তাঁকে পাবে। তিনি তোমাদের কাছে নিজেকে দান করবেন, তাঁর অসীম মঙ্গলময়তা কিছুই অস্বীকার করতে পারবে না।

যখন যীশু জিজ্ঞাসা করলেন, *কে আমার ভাই, কে আমার মা?* তখন আপন শিষ্যদের দিকে হাত বাড়িয়ে তিনি বললেন, *যে কেউ আমার পিতার ইচ্ছা পূর্ণ করে, সেই তো আমার ভাই, আমার বোন, আমার মা।* খ্রীষ্ট তোমাদের অন্তরে জন্ম নিয়েছেন এবং তোমরা খ্রীষ্টে নবজন্ম লাভ করেছ, এ বিষয় দু'টো সম্বন্ধে তোমাদের সুনিশ্চিত হতে হবে।

শ্লোক যাত্রা ১৯:১০-১১

℟ নিজেদের শোধন কর, প্রস্তুত হও, কারণ আগামী দিন তোমরা দেখতে পাবে
℣ তোমাদের মাঝে পরমেশ্বরের গৌরব।
℟ আজ তোমরা জানতে পারবে যে প্রভু আসছেন, আর আগামী দিন দেখতে পাবে
℣ তোমাদের মাঝে পরমেশ্বরের গৌরব।